শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

[ঘনরাম চক্রবর্ত্তিকবিরত্ন প্রণীত
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের
উপাখ্যানাংশ।]

শ্রীচন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য
সঙ্কলিত।

শিলচর
এরিয়েন ট্রেডিং এণ্ড ইন্সিওরেন্স কোম্পানীকর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ—১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

• "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" অমর কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তি কবিরত্ন প্রণীত। এখানি মহাকাব্য। পুস্তকখানি ১৬৩৩ শকাব্দে রচিত হয়। পুস্তকের শেষভাগে কবি নিজেই লিখিয়াছেন,—

"শক লিখে রাম গুণ রস সুধাকর।"

রাম (৩), গুণ (৩) রস (৬), সুধাকর (১) — "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" এই নিয়মে অঙ্কগুলি উল্টাইয়া ধরিলে দাড়ায় ১৬৩৩, সুতরাং ১৬৩৩ শকে "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" লিখিত হয়।

কেহ কেহ "রাম" শব্দটা এস্থলে '১ সংখ্যা-বোধক ধরিয়া ১৬৩১শক স্থির করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃতগ্রন্থে "রাম" শব্দটা "তিন" অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "রামা রুদ্রাশ্চ পাবকে" ইত্যাদি স্থলে 'রাম'শব্দটী 'তিন' অর্থেই প্রযুক্ত। কারণ 'রাম' বলিলে, দাশরথি, ভার্গব ও বলরামকে বুঝায়। তিন রামকে বুঝায় বলিয়া রাম-শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে একাক্ষরকোষের টীকাকার বলিয়াছেন 'রামা ভার্গব-রাঘব-যাদবাঃ।"

সংস্কৃতভাষায়, এবং শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে তাঁহার যে অসাধারণ অধিকার ছিল, "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল"-পাঠে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সুপণ্ডিত অথচ সুকবি ঘনরাম কবিরত্ন, গুণগ্রাহী বৰ্দ্ধমান-রাজের আদরের পাত্র হওয়াই স্বাভাবিক। ঘনরামের কবিতার স্থানে স্থানে মহারাজের মঙ্গলকামনা দেখিয়াও ঐ প্রবাদ অমূলক বিবেচিত হয় না। গ্রন্থারম্ভে মহারাজের কল্যাণকামনা করিয়া কবি বলিয়াছেন,—

"মহারাজ প্রতি প্রভু,
দয়া না ছাড়িবে কভু,
নায়েকের পূর অভিলাষ।"

ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর জীবনিসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিবার কোন উপায় নাই,—গ্রন্থের স্থানবিশেষের ভণিতা দেখিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করা যায়, তাহাই আমাদের অবলম্বন। ভণিতায় আছে,—তাঁহার পিতার নাম গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী,—মাতার নাম সীতাদেবী। তিনি রামের উপাসক ছিলেন।

ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর রচনাসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা সঙ্গত বোধ হইতেছে। বঙ্গের সুসন্তান, **সুপ্রসিদ্ধ লেখক স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তমহাশয় ঘন-**

বামের অলৌকিকপ্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের প্রশংসা করিলেও বহুকাল বঙ্গীয়-সাহিত্যসেবীর মধ্যে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার বা বিশেষ সমাদর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। 'বঙ্গবাসী'-পত্রিকার স্বত্বাধিকারী বঙ্গভাষার অনুরক্ত সেবক, অনন্যসাধারণ মনস্বী ৺ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" প্রথম প্রচার করেন। তাহারই যত্নে ঘনরামের অমৃতনিস্যন্দিনী "মধুরকান্তপদাবলীর" —আস্বাদে বঙ্গীয়সাহিত্যসমাজ অধিকারী হয়েন। কিন্তু তথাপি এই মহাকাব্যের যাদৃশ আদর হওয়া বাঞ্ছনীয় তাদৃশ আদর দেখা যাইতেছে না।

সাধারণপাঠকের পক্ষে ঘনরামের কাব্য পাঠে কয়েকটি অন্তরায় আছে। প্রথম 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে' অনেক অপ্রচলিত এবং বিরলপ্রয়োগ বাঙ্গালা, সংস্কৃত ফার্সী ও হিন্দী শব্দের প্রয়োগ আছে। আজিও বঙ্গভাষায় এমন অভিধান হয় নাই যাহার সাহায্যে ঐসকল শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, দৃষ্টান্তস্থলে স্মৃতি-পুরাণ-জ্যোতিষ-শাস্ত্রের এমন অনেক কথার উল্লেখ আছে, যাহা

আমাদের জাতীয়ধর্ম্ম ও ইতিহাসশিক্ষার অভাব বশতঃ পাঠকবর্গের পক্ষে দুর্বোধ্য হওয়া সম্ভবপর।

ঘনরাম কিরূপ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার একটু আভাস দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে প্রস্তাবনাংশ অবিকৃত রাখিয়া স্থানে স্থানে বহুলপরিমাণে কবিতা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অনেক স্থলে, বিষয়বিশেষের বর্ণনা আমরা গদ্যে যেরূপ করিতাম ঘনরামের লেখা তদপেক্ষা সবল, সরস ও সম্পূর্ণ মনে করিয়া তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছি। আশা করি উদ্ধৃতসন্দর্ভসমূহদ্বারা ঘনরামের কবিতার মাধুর্য্য সরলতা স্বাভাবিকতা এবং অলৌকিক চমৎকারিতা পাঠকদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে। "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" স্বভাবোক্তি ও অনুপ্রাস অলঙ্কারে কিরূপ সমুজ্জ্বল উদ্ধৃতকবিতাদর্শনে তাহাও পাঠকের নিকট প্রতিভাত হইবে।

আমরা গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন না করিয়া শ্রীধর্ম্মমঙ্গল নামই গ্রহণ করিলাম। এই পুস্তকে আমাদের কৃতিত্ব কিছুই নাই, উপাখ্যান ঘনরামের কবিতা ঘনরামের, যদি কিছু প্রশংসার যোগ্য থাকে সমস্তই ঘনরামের। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" গ্রন্থের যাহা

প্রতিপাদ্য—সমাজকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া,—তাহাই এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে। এবিষয়ে কাহারও আপাতভ্রমও না জন্মে এজন্য শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' নামটী অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই পুস্তকে শিক্ষিতব্য সুনীতি অনেক আছে। সতীর পতিভক্তি, পিতামাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য পরায়ণতা, পুত্রের প্রতি জনকজননীর স্নেহপ্রবণতা সৎসাহস, রাজার প্রতি প্রজার অবিচলিত ভক্তি-প্রবণতা, এবং সর্ব্বোপরি জগদীশ্বরে একান্ত নির্ভরশীলতা 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে—উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

আর একটী কথা বলিয়া ভূমিকার উপসংহার করিব। দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ যথামতি টীকাকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহাতে কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। যদি কোন মহাত্মা ভ্রমপ্রমাদের কথা জানাইয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি।

শিলচর,
অগ্রহায়ণ
১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

শ্রীচন্দ্রোদয় দেবশর্ম্মা।
শ্রীভুবনমোহন দেবশর্ম্মা।

অবতরণিকা।

অম্বুবতীর প্রতি ভগবতার অভিশাপ।

কলিকাল উপস্থিত হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠানে লোকের আস্থা কমিতেছে দেখিয়া ভগবান নারায়ণ একদিন চিন্তা করিতে ছিলেন যে, যুগে যুগে তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা মানবের ধর্ম্মসাধনার উপায় নির্দ্ধারিত ছিল, এখন ঘোর কলিকাল, লোক কর্ম্মহীন হইতেছে, ধর্ম্মপূজা বা একেবারে উঠিয়া যায়। এইরূপ চিন্তা করিয়া পৃথিবীতে নিজের পূজা প্রচার করিবার উপায় কল্পনা করিতেছিলেন, এমন সময় হনুমান বলিতে লাগিলেন,—প্রভো, কলিকালে ধর্ম্মপূজার প্রচারের জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না। যাহার দ্বারা যেরূপে কলিতে ধর্ম্মপূজার প্রচার হইবে স্কন্দ পুরাণে তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত আছে। 'চাপাই নামক স্থানে রঞ্জাবতী পুত্র কামনা করিয়া তোমার পূজা করিবে, ঐ পূজার অনুষ্ঠানে শালে (শূলে) তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইবে, তৎপর তোমার অনুগ্রহে তাহার এক পুত্র জন্মিবে, সেই পুত্রের প্রভাবে সূর্য্যদেব একদিন পশ্চিমদিকে উদিত হইবেন। ইন্দ্রপুরে অম্বুবতী নামে যে নর্ত্তকী আছে সে রঞ্জা নামে জন্মগ্রহণ করিবে, এখন, তুমি,

নর্ত্তকী চঞ্চলমতি, ইন্দ্রপুরে অম্বুবতী,
অভিশাপে অবনী পাঠাও,
পাত্রের ভগিনী হয়ে, বপ্পাবতী নাম লয়ে,
জন্মিয়ে জগতে পূজা পাও।'

ভগবান মনে করিলেন, গৌড়ের অধিপতির শ্যালক মহামদ গৌড়েশ্বরের পাত্র বা মন্ত্রী, অম্বুবতীকে তাহার ভগিনীরূপে জন্মাইতে হইবে। আমি স্বয়ং তাহাকে বিনা কারণে একটা অভিশাপ দিলে কাজটা ভাল দেখায় না। যদি ভগবতী তাহার কোন ত্রুটির জন্য অভিশাপ দেন, তবেই অম্বুবতীর পৃথিবীতে জন্ম হইতে পারে। এই স্থির করিয়া অভিশাপ দিবার জন্য ভগবতীকে অনুরোধ করিলেন। ভগবতীও সম্মত হইলেন।

এরূপে সমস্ত কল্পনা স্থির করিয়া ভগবান ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রালয়ে মহাধূম পড়িয়া গেল। স্বয়ং নারায়ণ ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত, চারিদিকে হুলুস্থূল ব্যাপার। গান বাদ্য আমোদ প্রমোদের স্রোত অবিরাম চলিতে লাগিল। ইন্দ্রের সভায় ভগবানের সাক্ষাতে আজ অম্বুবতীর নৃত্যগীত হইবে স্থির হইল, এবং ইন্দ্রের আদেশ মত নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইবার জন্য অম্বুবতীকে সংবাদ দেওয়া হইল।

অম্বুবতী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্নান করিতে গেল, সকাল সকাল বেশবিন্যাস করিয়া আসরে যাইতে হইবে। ইন্দ্রের

সভাব নর্ত্তকী, তাহাব অহঙ্কাব কত? সে পৃথিবীটাকে তৃণের মত জ্ঞান কবে। মন্দাকিনী জলে স্নান কবিয়া অম্বু-বতী বাড়ী যাইবাব পথে দেখিল,—

"বলক্ষববণ (১) কেশ, বেশ শেষববী, (২)
হাতে নড়ী, কাঁখে ঝুড়ি, বসে ব্রহ্মময়ী।
বদন বিহীন-দাঁত, আঁত অতি মবা(৩),
শবীব সোণাব কান্তি শোভে কিন্তু জবা।
ক্ষণে ক্ষণে মাযেব উঠিছে মাযা কাশ (৪)
অহঙ্কাবে অম্বুবতী কবে উপহাস।
ইন্দ্রেব নাচনী তায যৌবনগর্ব্বিণী,
বেড়েছে বিশেষ গর্ব্ব দেব সভা শুনি,
উপায কবিব আজি নানা ধন কডি,
অহঙ্কাব কবে কেন বাটে (৫) বসে বুড়ী।
বাসনা কবেছ আব কত কাল জীবে,
যে বেশে বসেছ ঘাটে বুকুণী (৬) বলিবে।
স্নান কবি উঠি বলে বুড়ী ছাড়্ বাট,
দেব সভা বসেছে দেখিতে মোব নাট।

(১) বলক্ষবরণ=শুক্লবর্ণ, সাদা।
(২) শেষবয়ী=বয়সে বৃদ্ধা।
(৩) আঁতমরা=অতিদুর্ব্বল।
(৪) মায়া কাশ=কৃত্রিম কাশি।
(৫) বাট=পথ।
(৬) বুকুণী=পেত্নীর নাম।

বুড়ী বলে ঠাঁটা (১) বেটী যা না, আন বাটে,
এত যে (২) গঙ্গাব ঘাট কাবে নাই আঁটে (৩)।
যৌবনগববে ভূমে নাহি পড়ে পা,
ভাল চাস আপন-গৌববে চলে যা।
নটী বলে, বুড়ীব বড়াই শুন বা,
এত বলি অভাগী উপবে ফেলে পা।
লাগিল দেবীব গায় চবণেব জল,
অভিশাপ দেন দেবী পেয়ে সেই ছল।
পাপিনি পায়েব জল গাযে দিলি মোব,
মর্ত্ত্যেতে মানবী হ'য়ে জন্ম হোক তোব।
দেবসভা মাঝে নাচ কবিবি সম্প্রতি
তায় হবে তালভঙ্গ তবে যাবি ক্ষিতি।
বুডী বলি আমাকে কবিলি উপহাস,
বুডা ভাতাবেব সেবা কব বাব মাস।
এক জন্ম মবে দেখ পুত্রেব বযান, (৪)
এতবলি মহামায়া হোল অন্তর্দ্ধান।

ইন্দ্রেব সভায় নৃত্যকালে অম্বুবতী তালভঙ্গ কবিল, বুঝিল মহামায়াব অভিশাপ ফলিতেছে। তখন অম্বুবতী নাবায়ণেব

---

(১) ঠাটা—কর্কশভাষী।
(২) এত এত বড
(৩) আঁটে—ধবে স্থান সু স।
(৪) বয়ান—বদন মুখ

পদপ্রান্তে পড়িয়া আত্মকৃত অপরাধের কথা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। নারায়ণ বলিলেন ভগবতী ভিন্ন এই অভিশাপ খণ্ডন করিবার শক্তি অন্য কাহারও নাই। তদনুসারে অম্বুবতী কৈলাসে যাইয়া ভগবতীর স্তুতি আরম্ভ করিল।

স্তুতি শুনি জননী তখন কিছু কন,
কি করিব, মোর কথা পাষাণে লিখন।
দূর কর অভিমান দৈবে সব করে
কেন জয় বিজয় দানব দেহ ধরে ?
পরিণামে সকলে পেয়েছে পরিত্রাণ,
তোমারে সদয় সদা হবে ভগবান।
ধর্ম্মপূজা প্রকাশিতে যাও কলিকালে,
চাপায়ে সেবিবে ধর্ম্ম ভর দিয়া শালে। (১)
তবে পুত্র পাবে কোলে কশ্যপ তনয়,
যাহা হৈতে হবে কালে পশ্চিমে উদয়। (২)
জন্ম নিতে যাও গৌড়ে বসতি নগর,
ধার্ম্মিক ভূপতি যার রাজা গৌড়েশ্বর।

(১) চাঁপাই একটী স্থানের নাম। সেই স্থানে ধর্ম্মের মন্দির আছে। অনেক ধর্ম্মের সেবক চাপায়ে যাইয়া ধর্ম্মের আরাধনা করিয়া থাকে। এই পঙক্তিটীর অর্থ এই—চাঁপাই নামক স্থানে শালে (শূলে), ভর দিয়া লোমাকে ধর্ম্মের পূজা করিতে হইবে।

(২) পশ্চিম দিকে সূর্য্যের উদয় হইবে।

জন্মেছে কলিব অংশে পাত্র পাপমতি,
সে হবে তোমাব ভাই, কর্ণসেন পতি।
বেণুবাষ পিতা তোব, জননী মন্থবা,
শুনিতে শুনিতে তনু ত্যজিল অপ্সবা।”

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কর্ণসেন ও ইছাইঘোষ।

(১)

গোড়েশ্বরের অধিকারভুক্ত রমতিনগরে বেণুরায় নামে একজন অতি সম্ভ্রান্ত লোক বাস করিতেন। তাহার এক পুত্র, দুই কন্যা। পুত্রের নাম,—মহামদ এক কন্যার নাম,—ভানুমতী, অন্য কন্যার নাম—রঞ্জাবতী। বেণু রায়ের স্ত্রীর নাম মন্থরা।

ভানুমতীর অসাধারণ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া গৌড়েশ্বর তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। ভানুমতীর চরিত্র অতি পবিত্র ছিল। বিনয়, সরলতা ও পতিভক্তির গুণে গৌড়েশ্বর তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন।

ভানুমতীর ভ্রাতা মহামদ অতি বুদ্ধিমান ছিলেন। কূট নীতিতে তাঁহার সমকক্ষ লোক তৎকালে নিতান্ত বিরল

ছিল। দাম্ভিকতা, পরগুণ বেষিতা প্রভৃতি দোষ সত্ত্বেও গৌড়েশ্বর নিজের শ্যালক বলিয়া তাঁহাকে প্রধান পাত্র বা মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন।

গোড়েশ্বরের প্রতাপ, সুখ্যাতি, এবং ভগবদ্ভক্তির কথা সর্ব্বত্র সুবিদিত ছিল। লোকে বলিত তিনি কর্ণের তুল্য দাতা। সুবিচারগুণে তাঁহার যশ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। মহামদের নিয়োগের পর হইতে তাহার রাজ্যে অবিচারের পথ প্রশস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মহামদ যতই অবিচার বা অত্যাচার করুন না কেন, প্রজাগণ তাহা রাজাকে জানাইতে সাহসী হইত না। তাহারা বুঝিত, যদি রাজাকে পাত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা জানায়, তাহা হইলে মহামদ ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বিগুণ অত্যাচার করিবেন, তখন প্রতীকারের কোন উপায়ই থাকিবে না। মহামদ রাজার শ্যালক, তিনি ত তাঁহাকে প্রজার কথায় কখনই কর্ম্মচ্যুত করিবেন না। এরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া প্রজাগণ মহামদের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে লাগিল।

একদা মহারাজ মৃগয়া করিতে যাইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত সজ্জিত হইল, লাল, নীল, ধবল রঙ্গের পতাকা 'পত পত" রবে উড়িতে লাগিল, এইরূপে,—

'ভূপাল চলিল সাজি শীকার করিতে,
দৈবের নির্ব্বন্ধ আসি ঘটে আচম্বিতে।

হাতী হ তে ভূপাল দেখিল সোমঘোষে,
বিপাকে ব সব বন্দী আছে কর্ম্মদোষে।
বন্ধনে বোধেছে পাব দাবণ জটিল,
ডাকিযা সুধান তাবে বাজা বর্ম্মশাল।
এদেশে অকাল (১) নাই অবিচাব মোব,
কও কোন কুকর্ম্মে কপালে কষ্ট তোব।

তখন,—

কবপুটে কহিছে গোযালা সোমঘোষ,
কি কহিব মহাবাজ মোব কর্ম্মদোষ।
অকৃতী, আতুব, অন্ধ অন্ন কবি খায,
তোমাব দযায দেশে দুঃখ নাহি বায।
অভাগাব হইয়াছে বিধি বিডম্বন,
যমদণ্ডে লণ্ডভণ্ড পবিবাব ধন।
সম্প্রতি সামর্থ্য নাই বাজকব দিতে,
গতবর্ষে মহাবাজে গোচব কবিতে
কৃপা কবি আপনি কবিলে কব মানা (২)
মফস্বলে মহাপাত্র দিল বন্দী খানা।
পূর্ব্বাপব পেলেছ পুত্রেব প্রায়ঃমোবে,
এবে অপমান এত যেন তুষ্ট চোবে।'

এক সময়ে সোমঘোষেব সম্পদ ছিল, দৈব বিডম্বনায

(১) অকাল=দুর্ভিক্ষ।

(২) মানা=মাপ

তাহার দুঃসময় উপস্থিত। তাহার উপর যমদণ্ড। এসকল ভাবিয়া মহারাজ তাহার রাজকর মাপ দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা মাপ দিলেও পাত্র মাপ দেন নাই, মকস্বলে তাহাকে এক বৎসরের জন্য কয়েদ রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। ঘোষের এ অবস্থা দেখিয়া দয়াদ্রহৃদয় রাজার বড়ই কষ্ট হইল। পাত্র লোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিলেন এবং লোকের মুখেও তখন নানা কথা শুনিলেন,

'দেখে শুনে পাত্রকে কুপিয়া কন ভূপ
প্রজা প্রতিপালন উচিত এইরূপ।'

তবে কিনা,—তুমি শ্যালক, তাই তোমাকে কিছু বলিলাম না,

"অন্য যদি পাত্র হতো পেত খুব দাব (১)
কলিকালে নারীর কুটুম্ব (২) বড় ভাব (৩)"

এইরূপ সরস তিরস্কার করিয়া সোমঘোষকে কারামুক্ত করিলেন এবং ঘোড়ায় চড়াইয়া শীকারে লইয়া গেলেন।

শীকার হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজ সোমঘোষের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। মহারাজ সোমঘোষের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া

(১) দাব=শাস্তি ধমক তাড়না।
(২) স্ত্রীর কুটুম্ব অর্থাৎ শালা।
(৩) ভাব=ভালবাসা।

কোন কার্য্যই করিতেন না; তাহার হাতে পান খাইতে কোনরূপ সন্দেহ করিতেন না, সর্ব্বদা তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন।

মহাপাত্র মহামদ, সোমঘোষের এরূপ মর্য্যাদাবৃদ্ধি দেখিয়া নিতান্তই মনস্তাপ ভোগ করিতে লাগিলেন। সোম ঘোষকে কি উপায়ে রাজ-সভা হইতে দূর করিবেন, কেবল সেই চিন্তাই করিতেছিলেন, এমন সময় এক সুযোগ ঘটিল।

এক দিবস রাজা স্বয়ং সোমঘোষকে ডাকিয়া বলিলেন, -"তোমার এখানে থাকিবার আর প্রয়োজন নাই। ত্রিষষ্টীর গড়ে রায় কর্ণসেন আছেন। তিনি অতি সৎলোক এবং আমার বন্ধু। তাঁহার উপরে তোমাকে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেছি, তুমি সেই স্থান হইতে মাসে মাসে খাজানা তহসিল করিয়া পাঠাইবে।" এই বলিয়া পাগড়ী, শাল প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র বক্সিস দিয়া তাহাকে অশ্বারোহণে ত্রিষষ্ট গড়ে পাঠাইয়া দিলেন। রায় কর্ণসেনের নিকট এক পরোয়ানাও দিলেন।

সোমঘোষের সঙ্গে শতাধিক পাইক, পদাতি, বন্দুকী, ধানুকী চলিল।

স্ত্রী ও পুত্র প্রভৃতি সহ গৌড়েশ্বরের অনুগৃহীত সোমঘোষ ত্রিষষ্টী-গড়ে আসিতেছে শুনিয়া রায় কর্ণসেন, ছয় পুত্রের সহিত ঘোষের অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং অতি সমাদরের সহিত তাহাদিগকে লইয়া,

গিয়া গড়েব মধ্যে বাসস্থান স্থিব কবিয়া দিলেন। গৌড়েশ্ববেব আদেশ অনুসাবে সোমঘোষ তখন হইতে ঐ দেশে আধিপত্য কবিতে লাগিলেন।

সোমঘোষ যখন ত্রিবষ্টী গড়ে উপস্থিত হন, তাহাব পুত্র ইছাই ঘোষ তখন শিশু ছিল। শৈশবেই তাহাব ভবানীব প্রতি ভক্তি ছিল, সর্ব্বদা "ভবানী" "ভবানী" ভিন্ন অন্য কথা ছিল না। ইছাই শুক্লপক্ষেব চন্দ্রেব ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন সেই গড়ে এক শিবতুল্য অবধূত সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ইছাইঘোষ তাঁহাব নিকট দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ কবিলে, সন্ন্যাসী তাহাকে ভবানীমন্ত্রে দীক্ষিত কবিয়া বলিলেন,—তুমি এই মন্ত্র যত্নপূর্ব্বক সংগোপনে জপ কব, তোমাব অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই বলিয়া অবধূত বিদায় হইলেন।

(২)

ইছাই সংগোপনে ভবানীব আবাধনা কবিতে আবম্ভ কবিলেন,—কোন দিন মন্ত্র জপ, কোন দিন ধ্যান পূজা, কোন দিন স্তব স্তুতি, এরূপে প্রতিদিন ভগবতীব আবাধনা চলিতে লাগিল। এক দিন,—

"ইছাই আনন্দ-মনে নানাবিধ-আয়োজনে
সঙ্গোপনে পূজে ভগবতী,

আবাহন তন্ত্র মন্ত্রে (১)　আবাবিতে হেম যন্ত্রে (২)
মন্ত্রবশে সাক্ষাৎ পাৰ্ব্বতী।
তনু লুটাইযা ক্ষিতি　　কবিছে প্রণতি স্তুতি,—
ভগবতী দুগতি নাশিনী
তুমি ত্রিলোকেব মাতা,　শক্তি ভক্তি মুক্তি দাতা,
বিশ্বগতি ব্রহ্মাব জননী। (৩)
প্রলয পালন সৃষ্টি,　　প্রসবে তোমাব দৃষ্টি,
তুমি মতি গতি সবাকাব
তাবিণী স্ববিতে তাব,　　তাপিত তনয তোব,
তো বিনা শবণ লবে কাব?
শুনিযা এতেক স্তুতি　　বলেন গোযালা প্রতি,
পবিতুষ্ট হেমন্তেব ঝি। (৪)
পূবাতে তোমাব আশ,　　ছাডিনু কৈলাস বাস,
অভিলাষ বব মাগ কি। (৫)

ভগবতীব এরূপ আশ্বাসবাণী শুনিযা ইছাইঘোষ বলিতে লাগিলেন,— মা আমাব মনেব তাপ শ্রীচবণে নিবেদন কবিতেছি, ঐ চবণ ভিন আমাব আব অন্য গতি

(১) তন্ত্রাক্তি ৩ ম স্ত্র।
(২) স্বণ নির্ম্মিত যন্ত্রে।
(৩) মহালক্ষ্মী ব্রহ্মাকে সৃষ্টি কবেন —এই কথা প্রাধানিক রহস্যে আছে।
(৪) হেমন্তের ঝি – হিমালযেব কন্যা
(৫) তোমার কি অভিলাষ সেই বব মাগ　মাগ=প্রার্থনা কর।

নাই। আমার পিতা সোমঘোষ অবিচারে গৌড়ে কারারুদ্ধ হইয়া অনাহারে কত দুঃখ পাইলেন,—সে দুঃখ আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না,—মা তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই বর দেও, যেন, অতঃপর আমি স্বাধীন হইতে পারি।"

"অপর প্রার্থনা মাতা, গড়ে থাক অধিষ্ঠাতা,
শ্যামরূপ দেখি দিবারাতি,
দেবতা দানব যত, কা'হতে (১) না হব হত,
মানব কি কৃপাবলে তোর
সংসারে বৈষ্ণব বৈ, তোমার হাতের ঐ
অসি বিনা মৃত্যু নাই মোর।
বিপক্ষ করিলে বল, বাড়িবে নদীর জল,
অরি প্রবেশিতে নারে পুর,
অপর প্রার্থনা শুন, ত্রিবষ্টীর গড় পুন,
নাম হবে অজয় "ঢেকুর"।

ইছাইঘোষ যে যে বর প্রার্থনা করিলেন,—ভগবতী তাহাই দিলেন। তখন হইতে ইছাইঘোষ নিজকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ভগবতীর এক স্বর্ণপ্রতিমা প্রস্তুত করিয়া গড়ে স্থাপিত করিলেন। নানাবিধ উপকরণে নিত্য দেবীর পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। গৌড়েশ্বরের "দোহাই দস্তুর" সমস্ত লোপ হইয়া গেল, প্রতিদিন নূতন রাজা ইছাইঘোষের প্রতাপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

(১) কাহারও দ্বারা।

ইছাইঘোষ এক নূতন রাজবাটী নির্ম্মাণ করিলেন। নগরে ব্রাহ্মণাদি নানাবিধ জাতি বসাইলেন। চতুরঙ্গ সেনা দল সৃষ্টি করিয়া নগর রক্ষার এবং শত্রু দমনের বন্দোবস্ত করিলেন। দুর্গের পূর্ব্ব নাম "ত্রিষষ্টি গড" আর রহিল না, এখন হইতে নাম হইল "ঢেকুর"। ভগবতীর কৃপায় ইছাই ঘোষ বড়ই প্রবল হইয়া উঠিলেন। কোন শত্রু তাঁহাকে কিছুই করিতে পারিবে না, ভগবতীর নিজ হস্তের অসি ভিন্ন তাহার প্রাণনাশ হইবে না জানিয়া তিনি নির্ভীক ভাবে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

'দৈববলে গড়ে গোপ রাজা হৈল পাটে (১)
দেবতা দানব ডরে নাহি চলে বাটে (২)
পুরন্দর প্রভৃতি সভয় সুরবগ
প্রতাপে গোয়ালা বেটা পাছে লয় স্বগ।
শত্রুর সন্তাপ বাড়ে টুটে (৩) পরাক্রম,
অধিকার ঢেকুরে ছাড়িল প্রায় যম।
গৌড়েশ্বর রাজার হুকুম হৈল বদ,
রায় কর্ণসেনে বড় ঘটিল আপদ।'

রায় কর্ণসেনের সমস্ত ধন সম্পত্তি ইছাইঘোষ লুটিয়া নিয়া তাঁহাকে ত্রিষষ্টীগড বা ঢেকুর হইতে দূর করিয়া দিলেন।

---

(১) পাটে – সিংহাসনে।
(২) বাটে – পথে।
(৩) টুটে – কমে।

(৩)

রায় কর্ণসেন, পুত্র ও পরিবারসমভিব্যাহারে গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ সভা করিয়া বসিয়া মহামায়ার মহিমা শুনিতেছিলেন দেবাসুর সংগ্রামে মহিষাসুরের নিকট দেবতাগণ কিরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, পরে পার্ব্বতীর হাতে কিরূপে দুর্বৃত্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয় এই প্রসঙ্গ শেষ হওয়া মাত্র রায় কর্ণসেন সভায় উপস্থিত হইয়া সোমঘোষের পুত্র ইছাইঘোষের অত্যাচারকাহিনী সমস্ত বিবৃত করিলেন।

মহারাজ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া পর পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। সোমঘোষের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে শাসন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে পাত্র মহামদ দেখিলেন, সোমঘোষের উপর তাহার নিজের যে বিদ্বেষ ছিল তাহার প্রতিশোধ লওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। একেবারে সৈন্য পাঠাইলে, সোমঘোষ ও তাঁহার পুত্র ইছাই যদি অপরাধ স্বীকার করিয়া মহারাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে তাহার প্রতি কোন শাসনই হইবে না। এই জন্য বিষয়টা আরও গুরুতর করিয়া লইবার জন্য একটা মতলব আঁটিলেন। রাজা রায় কর্ণ সেনের নিকট ইছাইঘোষের অত্যাচার ও অবিনয়সূচক ব্যবহারের কথা শুনিয়া যখন সৈন্যসজ্জার হুকুম দিলেন

তখন মহামন্ত্রী বলিলেন — মহারাজ একটা তুচ্ছ লোকের বিরুদ্ধে আপনার যুদ্ধযাত্রা করা উচিত নহে।

কোন তুচ্ছ (১) উপরে আপনি যবে সাজি
কুমে আনাব ধবে সে বা কোন পাজি।
পরোয়ানা পাঠাহ, যদি নাহি আসে কাছে
তবে যে করিব শাস্তি মোর মনে আছে।

মহারাজকে শান্ত করিয়া সোমদত্তের নিকট এক পরোয়ানা পাঠান হইল, তাহাতে লেখা হইল কালের গতি বিচিত্র তুমি বন্দী শালে আবদ্ধ ছিলে, কিরূপে মুক্তি লাভ করিয়া ত্রিবর্ণী গড়ের অধিপতি হইয়াছ সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছ শুনিলাম, রায় কর্ণসেনকে তাড়াইয়া দিয়াছ, যদি প্রাণের মমতা থাকে তবে একদণ্ড বিলম্ব না করিয়া বাকী রাজকর সহ দরবারে উপস্থিত হইবে, তোমার সঙ্গে কর্ণসেনের কোন্ বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত, জানিয়া তাহার মীমাংসা করিব শুনিতেছি তোমার পুত্র ইছাই বড় প্রতাপান্বিত হইয়াছে, আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে এবং আমার আধিপত্য লোপ করিতে প্রয়াস পাইতেছে —পূর্ব্বাপর সমস্ত অবস্থা নিজে চিন্তা করিয়া তাহাকে বুঝাইবে এবং ভবিষ্যতে যেন কোন দুর্গতি না ঘটে সেইরূপ করিবে।"

গঙ্গাধর ভাট পরোয়ানা লইয়া অশ্বারোহণে রওয়ানা হইল। তাহার অগ্রপশ্চাৎ পঞ্চাশ জন ঢালী ও পদাতি

(১) তুচ্ছ=সামান্য ব্যক্তি।

চলিল। ত্রিষষ্ঠ্য গড়ের নিকটবর্ত্তী হইলে লোকমুখে সংবাদ পাইয়া সে তাহার অগ্রে অগ্রবর্ত্তী ভাটের সম্মান করিল, এবং

পুরস্কার করি ভাটে নিল আগু (১) হয়ে,
প্রণতি করিল পাতি (২) ভূপতির পায়ে।
বিনয় করিয়া কিছু গঙ্গাধরে কন
গড়েতে গোয়ার পুত্র হয়েছে দুর্জ্জন।
তুমি যে রাজার লোক চাহ হৃশাল (৩),
একথা শুনিলে বড় বাড়িবে জঞ্জাল।

এ সকল বলিয়া গোপনে কর দিতে স্বীকার করিল, কিন্তু ভাট, সোমঘোষের কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে নানারূপ ভৎসনা করিতে লাগিল। এমন সময় ইছাইঘোষ মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শুনিলেন, গৌড়েশ্বর প্রেরিত ভাট রাজকর চায়। শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া ভাটের যথেষ্ট অপমান করিলেন। মাথার চুল পাঁচভাগে কাটিয়া নকশা দেয়া স্থানে স্থানে মাথা চাঁচিয়া দিলেন। সোমঘোষ নানারূপ বিনয় করিয়া গোপনে রাজকর দিয়া ভাটকে বিদায় করিলেন। ভাট গৌড়ে উপস্থিত হইল। তার পর—

(১) আগু=অগ্রসর।

(২) পাতি=পত্র পরোয়ানা। ভূপতির প্রেরিত পত্র প্রণাম পূর্ব্বক গ্রহণ করিল।

(৩) হৃশাল=খাজানা।

বাজসভা যাইয়া মাথাব যেলে পাগ (১)
দেখাযন্তুগতি যত নকুণেব দাগ।
গোড হাতে কহিল সবল সমাচাব
সোমঘোষ আজ্ঞাকাবী কেবল তোমাব—
কব দিল হেন কালে হাতীব উপব
শীকাব কবিয়া এল তাহাব কুণ্ডব। (২)
যমেব দোসব দুষ্টে দেখে কাঁপে গা
সদাই সাক্ষাতে তাব শ্যামরূপা মা।

মহাবাজ ভাটেব কথা শুনিয়া অতাব ক্রুদ্ধ হইলেন ইছাইঘোষেব শাস্তিবিধান কবিবাব জন্য সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন। গোড়েশ্ববেব নবলক্ষ সেনা আদেশমাত্র সজ্জিত হইলে মহাপাত্রেব সহিত বাজা স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা কবিলেন।

ইছাইঘোষেব সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ আবম্ভ হইল। ভগবতীব ববে ইছাই অজেয় বাজসৈন্য যুদ্ধে পবাস্ত হইল বাজা ও পাত্র প্রাণ লইয়া সমবাঙ্গণ হইতে পলাইয়া আসিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে কর্ণসেনেব সর্ব্বনাশ হইল কর্ণসেনেব ছয়টী পুত্রই নিহত হইল। ছয়টী পুত্রবধূ স্ব স্ব স্বামীব অনুমৃতা হইল। দারুণ পুত্রশোক সহ্য কবিতে না পাবিয়া কর্ণসেনেব পত্নীও মানবলীলা সাঙ্গ কবিলেন। এরূপে কর্ণসেন বৃদ্ধা

(১) পাগ=পাগড়ী।
(২) কুঙর=ছেলে। পুত্র।

বস্থায় বংশহীন ও পত্নীহীন হইষা বৈবাগ্য অবলম্বন কবিলেন—কোপীনধাবী হইষা অঙ্গে বিভূতি মাখিষা যোগী সাজিলেন। গৌডেশ্বব বাষ কর্ণসেনকে ডাকিয়া প্রবোধ দিলেন এব তাঁহাকে পুনব্বাব দাবপবিগ্রহ কবিতে অনুবোধ কবিলেন। তিনিও স্বীকৃত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(১)

গৌড়েশ্বর কর্ণসেনের বিবাহের জন্য চিন্তিত হইলেন। কর্ণসেন বৃদ্ধ, বৃদ্ধের নিকট কেই বা কন্যা দিতে সম্মত হইবে সদ্বংশে বয়স্থা কন্যাই বা কোথায় পাওয়া যাইবে, বিবাহ সত্বর সম্পাদিত করিতে হইবে ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। রাণী ভানুমতীর গৃহে যাইয়া রূপে গুণে অনুপমা রঙ্গাবতীকে দেখিতে পাইলেন। বুঝিতে পারিলেন না, মেয়েটী কে? ভানুমতীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, রঙ্গাবতী ভানুমতীর ভগিনী এখনও বিবাহ হয় নাই। রাজা মনে মনে কল্পনা করিলেন, কর্ণসেনের সঙ্গে রঙ্গাবতীর বিবাহ দিতে হইবে।

ভানুমতীকে রাজা তাহার অভিপ্রায় জানাইলেন। ভানুমতী কর্ণসেনের বয়সের কথা তুলিয়া একটু আপত্তি করিলেন, তারপর বলিলেন,—মহারাজ, বিবাহসম্বন্ধে আপনিই কর্ত্তা, কিন্তু রঙ্গা দাদা মহামদের প্রাণতুল্য।

তিনি যে ভগিনীকে বৃদ্ধবরে সমর্পণ করিতে সম্মত হইবেন তাহা কখনই বিশ্বাস হয় না। রাজা বলিলেন, সে জন্য চিন্তা নাই, তাহাকে কার্য্য উপলক্ষে কামরূপে পাঠাইয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করা যাউক পরে পাত্র ফিরিয়া আসিলে প্রবোধ দেওয়া যাইবে। ভানুমতীকে সম্মত করিয়া রাজা পাত্রকে কামরূপে পাঠাইবার কল্পনা করিতে লাগিলেন।

(২)

গৌড়েশ্বর সভায় বসিয়া মহাপাত্রকে ডাকিয়া বলিলেন— কামরূপে কাঙুর রাজ্যের অধিপতি আমার অধীনতা অস্বীকার করিয়া নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে, তুমি সেখানে যাইয়া তাহাকে বান্ধিয়া আন। মহাপাত্র রাজার আদেশ পাইয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া কামরূপ যাত্রা করিলেন।

মহাপাত্র কামরূপের সীমায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পারে সেনা সংস্থাপন করিলেন। পূর্ব্বপারে রাজধানী, নদী পার হইয়া রাজধানী আক্রমণ করিতে হইবে। কিন্তু, নদীর অবস্থা তৎকালে এমন ভয়ানক হইয়াছিল যে, তাহা কোনরূপে অতিক্রম করা সম্ভবপর বোধ হইল না। জলে তীর পর্য্যন্ত প্লাবিত, প্রবল পবন বেগে নদীবক্ষ উত্তালতরঙ্গ মালা সমাকুল দেখিয়া মহাপাত্র কাঙুর বিজয়ের আশা পরিত্যাগ করিলেন এবং সৈন্য সামন্তসমভিব্যাহারে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

"রাজসভা প্রবেশ করিতে তড়বড়ি, (১)
"রাম রাম" "প্রণাম" "সেলাম" হুড়াহুড়ি।
রাজার দক্ষিণে বসি নোয়াইল মাথা
রাজা বলে—কহ পাত্র কাঙুরের কথা।
পাত্র বলে—কি আর জিজ্ঞাসা কর ভূপ,
ব্রহ্মপুত্র হৈল—সিন্ধু, লঙ্কা—কামরূপ।
আটমাস অবধি আড়ায় (২) উঠে ফেন,
তিন তাল তরঙ্গ না টুটে (৩) এক ক্ষণ।
অতের (৪) এসেছি উঠে, টুটে যাক নদ,
তবে লুটে ইঙ্গিতে আনিবে মহামদ।
এত শুনি মহারাজা মনে মনে হাসে,
মহাপাত্র বিদায় হইল নিজবাসে।"

(৩)

মহামদ মহারাজের নিকট বিদায় হইয়া নিজ বাসস্থান রমতি নগরে উপস্থিত হইলেন। অনেক দিন বাড়ী ছিলেন না ভগিনী বিবাহের উপযুক্তা হইয়াছে, মাতাপিতা বৃদ্ধ, তাঁহার মনে এই সকল কথা নিরন্তর উঠিতেছিল। পাত্রের মাতাপিতার মনেও নানারূপ চিন্তা হইতেছিল। যুদ্ধে গিয়া

(১) তড়বড়ি = তাড়াতাড়ি, সত্বর।
(২) আড়ায় = তীরে।
(৩) টুটে = কমে।
(৪) অতের = অতএব।

মহামদ কেন সংবাদ দেন নাই, তাঁহার কি অবস্থা ঘটিল জানিবার জন্য মাতাপিতার ব্যাকুলতা হওয়া স্বাভাবিক।

মহামদ বাড়ীতে পঁহুছিতে দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। মহামদ বাড়ীতে পঁহুছিয়াই পিতা ভগ্নী বঙ্গাবতীকে ডাকিলেন। বলিলেন বঙ্গাবতীর চিন্তায় আমি বড় ব্যাকুল। এইজন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সত্বরই ভগিনীর বিবাহ দিব। কিন্তু—

বঙ্গার বিবাহ ভয়ে কেহ নাহি বলে,
শুনিলে সহসা পাছে রোষে পাছে জ্বলে।

এমন সময়ে বৃদ্ধা রাণী, সমস্ত কথা বলিলেন। দক্ষিণ ময়নার অধিপতি রায় কর্ণসেনের সঙ্গে কিরূপে রাজা বঙ্গাবতীর বিবাহ দিয়াছেন কিরূপে বঙ্গার মাতাপিতার মত লইয়াছিলেন, ইত্যাদি শুনিয়া মহামদ ক্রোধে অধীর হইয়া পিতা বেণুরায়কে বলিতে লাগিলেন,

'মাথায় উঠিছে গিয়া চরণের জল
কার বুদ্ধে (১) বাবা এত পেয়েছ লঘুতা?
রাজা সে রাজ্যের কর্তা জেতের (২) সে কে,
বৃদ্ধ হলে বুদ্ধি নাশে (৩) ভয়ে ভুলে সে।
ভাল, মোর কপালে কলঙ্ক লেখা ছিল

(১) বুদ্ধে=বুদ্ধিতে।
(২) জেতের—জাতির।
(৩) নাশে=নাশ পায় নষ্ট হয়।

প্রিয়ভগ্নী বজ্রাবতী আজ হ তে ম লো। (১)
দৈবকী ইল বশ্যা গসেন (২) তুমি
সব শে কবি ন্দেব স ক সরূপী আমি।

গুনেব কোধ দেখিয়া বৃদ্ধ বেণুবা কোন কথাব প্রতিবাদ কবিলেন না। ডষ্টপরুদি মহামদ কৃদ্ধ হইলে ধম্মভয় বাখে না ইহা বেণুবা নিতেন সেইজন্য এক্ষেত্রে চুপ কবিয়া থাকাই সঙ্গত বোধ কবিলেন।

(৪)

বিবাহেব পব অনেক দিন কাটিয়া গেল। বজ্রাবতী স্বামীব সঙ্গে ময়না গুলে যাইবাব পব পিতামাতা ভাইবন্ধব কোন স বাদ না পাইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। একদিন বায় কর্ণসেনকে অনুনয় বিনয় কবিয়া বলিলেন অনেক দিন যাব পিত্রালয়েব স বাদ না পাইয়া আমাব মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। পিতামাতা বৃদ্ধ ভাই কামরূপ গিয়াছেন তাঁহাবা কে কেমন আছেন কোন স বাদ দিতে ছেন না। বোধ হয় আমাব কোন অপবাধ হইয়া থাকিবে, নতুবা তাঁহাবা একপ নিদ্দয় হইবেন কেন? আপনি নিজে বসতি নগবে যাইয়া একবাব স বাদটা জানিয়া আসুন।

বায় কর্ণসেন বজ্রাবতীকে নানা প্রকাব প্রবোধ দিয়া

(১) মলো = মরিল
২) উগ্রসেন = ক সের পিতা

বলিলেন যে, সেখানে গেলে ফল ভাল হইবে না। মহাপাত্র মহামদ অতি দুষ্টস্বভাব। সে কামরূপ হইতে ফিরিয়া আসিলে কোনরূপ অনর্থ হইবে আশঙ্কা করিয়া গৌড়েশ্বর আমাদিগকে সত্বর বিদায় করিয়া দিয়াছেন। অতএব আমার সেখানে যাওয়া কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।

বল্লাবতী কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। অগত্যা রায় কর্ণসেন গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন —মনে করিলেন, গৌড়েশ্বরের সহিত সাক্ষা করিয়া শ্বশুরবাড়ীর সমস্ত সংবাদ লইয়া আসিবেন।

কর্ণসেন যথাসময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইলে গৌড়েশ্বর তাঁহাকে নানারূপ সম্মান ও সমাদর করিয়া নিজের সম্মুখে বসাইলেন মহাপাত্র রায় কর্ণসেনকে মহারাজ সম্মান করিতেছেন দেখিয়া যার পর নাই মর্মাহত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ অধোবদনে থাকিয়া আর সহিতে পারিলেন না, ঈর্ষ্যায় দ্বেষে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন — মহারাজ রায় কর্ণসেন নিঃসন্তান। মরণান্তে পুন্নাম নরকে তাহার বাস হইবে। তাহার মুখ দেখিলেও পুণ্যক্ষয় হয়। এ অবস্থায় আপনি তাহাকে সম্মান সমাদর করিয়া সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট করিতেছেন কেন? আপনি নৃপ কুলতিলক,—রায় কর্ণ সেনের পত্নী বল্লাবতী যে বন্ধ্যা তাহা ত আপনি জানেন।

পাত্রের কথা শুনিয়া কর্ণসেন অধোবদনে রহিলেন। ভূপতি কোন কথা না বলিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

বায় কর্ণসেন অত্যন্ত অপমানিত ও মর্ম্মপীড়িত হইযা বাড়ীতে ফিবিয়া আসিলেন। স্বামীব নিকট বঞ্জাবতী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা শুনিযা বলিলেন,—

"কখন বিধাতা যদি মুখ তুলে চান,
তবে পাশবিব নাথ যত অপমান।
পুণ্যবান সংসাব কবেছ তুমি সুখে,
এ শেল বহিল মাত্র অভাগীব বুকে।
মনস্তাপ পেলে নাথ অভাগী কাবণে,
অবোধ দাসীব দোষ ক্ষমা দিবে মনে।"

(৫)

ভ্রাতাব কথায় বঞ্জাবতী নিতান্তই মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহাব সন্তান হয় নাই বলিয়া স্বামীব এত অপমান হইল, এই কথা সর্ব্বদা তাহাব মনে হইতে লাগিল। খাইতে সুখ নাই, বসিতে সুখ নাই, কেবলই বিষাদ। তাঁহাব নিকট কেহ আসিলে ভাই যে "বন্ধ্যা" বলিয়াছে, কেবল এই কথাবই আলোচনা। বর্ষীয়সীবা প্রবোধ দেন, বঞ্জাব হৃদয কিন্তু প্রবোধ পায় না। বঞ্জা ভাবে, পুত্রমুখ না দেখিলে, ভাই হৃদযে যে শল্য বিদ্ধ কবিয়াছে, তাহাব উদ্ধাব হইবে না। বন্ধ্যা হইয়া জীবনধাবণ বৃথা।

রঞ্জাবতী সন্তান লাভেব জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান কবিতে লাগিলেন। কত ঔষধ, কত দেবার্চ্চন, কত 'মানস', আবও

কত কি করিলেন। দৈবজ্ঞ আসিলে আদর করিয়া বসাইয়া, রঞ্জাবতী পুত্র হইবে কিনা হইলে কবে হইবে ইত্যাদি বহু প্রশ্ন করিতেন।

(৩)

উৎসব পুরের সুখদত্ত হঠাৎ একদিন ধর্ম্মের গাজন লইয়া রাম কর্ম্মসেনের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ঢাক্ ঢোল বাজিতে লাগিল ধর্ম্মজয় ধর্ম্মজয় শব্দে দিঙমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া চতুর্দ্দিকে আনন্দকোলাহল উপস্থিত হইল, মঙ্গল ধ্বনিতে গগনমণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল।—

'ধর্ম্মজয় ধ্বনি রাণী শুনি অন্তঃপুরে
পাইল সন্তোষ মনে তাপ গেল দূরে।
কি শুনি মঙ্গল ধ্বনি মহারাণী কন,
বলিতে বলিতে পরে প্রবেশে গাজন।
রাজার মনের বাঞ্ছা সিদ্ধ হউক বলি,
বেত্র হাতে নাচে পাত্র উভ (১) হাত তুলি।

রাণী রঞ্জাবতী ধর্ম্মের গাজন বাড়ীতে উপস্থিত দেখিয়া সুলক্ষণ মনে করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন, স্বর্ণথালে মণি মাণিক্যাদি লইয়া ধর্ম্মের সেবকদিগকে ভিক্ষা দিয়া নিজের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিলেন। ধর্ম্মের প্রতি রঞ্জার

(১) উভ ঊর্দ্ধ হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া।

অকৃত্রিম ভক্তি দেখিয়া রমাই পণ্ডিত বলিলেন,—"মা তুমি ধন্য, ধর্ম্ম তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। দেবতার অনুগ্রহ ভিন্ন কাহারও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। ধর্ম্মের মন্ত্রে দীক্ষিত হও, ধর্ম্ম তোমার মনস্কামনা নিশ্চিতই পূর্ণ করিবেন।"

রায় কর্ণসেনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া রঞ্জাবতী ধর্ম্মের মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। রমাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজার বিধি-পদ্ধতি সমস্ত বলিয়া ধর্ম্মমন্দির সংস্থাপনের উপদেশ দিলেন আর বলিলেন –'ধর্ম্মের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া এইরূপ। গাজন করিবে। শালগাছ দ্বারা একটা তীক্ষ্ণাগ্র শূল প্রস্তুত করিয়া যাত্রিগণ সঙ্গে চাঁপায়ে লইয়া যাইবে। সে স্থানে যাইয়া অনেক কঠোর সাধনা করিতে হইবে, তাহাতেও যদি ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ হইয়া অভিলাষপূরণ না করেন, তখন ধর্ম্মের উদ্দেশে তুমি "শালে ভর" দিবে। শূলে যদি তোমার বক্ষ বিদীর্ণ হয়, প্রাণ বহির্গত হয়, তথাপি কোন ভয় করিও না, ধর্ম্মই তোমাকে পুনর্ব্বার বাচাইবেন এবং তোমার বাসনা পূর্ণ করিবেন।" এই বলিয়া রমাই পণ্ডিত বিদায় হইলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—"যখন কর্ণসেন সংবাদ দিবেন, তখন আবার আসিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রঞ্জার ধর্ম্মারাধনা ও বরপ্রাপ্তি।

(১)

রায় কর্ণসেন ময়নানগরে সুরম্য ধর্ম্মের মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। রমাই পণ্ডিত ও ধর্ম্মসেবিকা সামুলাকে সংবাদ দিয়া ময়নাভূমে আনাইলেন। জয়পতিমণ্ডল প্রভৃতি বহু প্রজা ধর্ম্মপূজার জন্য উদ্যোগী হইল। পূজার সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করা হইল, ধর্ম্মের পূজার পর গাজন আরম্ভ হইল। গাজনের সন্ন্যাসিসকল ভগবানের কৃপায় রঞ্জার পুত্রলাভ হইবে এই দৃঢ়বিশ্বাসে পরম উৎসাহে গাজনে মত্ত হইল।

এখানকার কার্য্য শেষ করিয়া রমাই পণ্ডিত বলিলেন, "রঞ্জা, তুমি মহারাজের নিকট বিদায় হইয়া এস, মহাস্থান চাঁপায়ে ধর্ম্মের পূজা দিতে হইবে। যাহা কিছু পূজার দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছ সমস্ত নৌকায় তুলিয়া লও।'

রঞ্জা দেখিলেন, রায় কর্ণসেন চাঁপায়ে যাইবার জন্য সহজে অনুমতি দিবেন না। কিন্তু রমাই পণ্ডিতের আদেশ চাঁপায়ে যাইতেই হইবে। রঞ্জা সাধ্বী সতী, পতিপরায়ণা,

তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস পতির অনুমতি না পাইলে তাঁহার কোন কার্য্যই সফল হইবে না। এজন্য,

এত শুনি স্বামীর সাক্ষাতে রাণী বলে
চাপায়ে সেবিব ধর্ম্ম তুমি আজ্ঞা দিলে।
সাক্ষাৎ দেবত তুমি, সায় (১) নাহি দিলে,
প্রসন্ন না হবে প্রভু সহস্র পূজিলে।

রাজা শুনিলেন, কিন্তু রঞ্জার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারিলেন না। তিনি নানাপ্রকার আপত্তি উপস্থিত করিলেন, শেষে বলিলেন,— তুমি যুবতী, পথে চলা তোমার পক্ষে নিরাপদ নহে। কিন্তু রঞ্জাবতী ইহাতেই নিরস্ত হইলেন না, সতী, সাধ্বী হিন্দু রমণীর হৃদয়ে কত তেজ, কত বীরত্ব, এইবার রঞ্জা তাহা দেখাইলেন। মানুষ ত দূরের কথা, সুরাসুর দৈত্য দানবও ধর্ম্মব্রত চারিণীর ভয়ের পাত্র নহে। সতী সাধ্বী ধর্ম্মচারিণীর একমাত্র ভয়ের স্থান পতি। এজন্য,—

পা' দুটী ধরিয়া পুন রঞ্জাবতী কয়,
ধর্ম্মপথে দাঁড়ালে সংসারে কারে ভয়?'

তার পর, ধর্ম্ম আরাধনা করিয়া মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যেরূপে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, সে উপাখ্যান বর্ণন করিলেন, তখন রায় কর্ণসেন ধর্ম্মের প্রভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া

(১) সায়—সম্মতি।

বঙ্গাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। তখন স্বামার পাদপদ্মে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া,

পূজা আযোজন যত নায়ে লয়ে বামা (১)
চাপায়ে সেবিতে যায় হয়ে সিদ্ধকামা। (২)
আসন অঙ্গুরী অলঙ্কার থাল গাড়ু
পান গুয়া চুয়া গবা গঙ্গাজল লাড়ু।
ধূপ ধূনা যোতদুাত পট্টযোড়া (৩) খাসা (৪)
শ্রীধন্ম সেবিতে নিল করি পূর্ণ আশা।
আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীরখণ্ড কলা
পবিমল প্রচুর প্রফুল্লপদ্ম মালা।
পূজার পদ্ধতিমত যত দ্রব্য চাই
তরণীতে তপস্বিনী তুলে নিল তাই।

যাত্রিগণ জয় জয় নিরঞ্জন বলিয়া নৌকা ভাসাইল।

(২)

নৌকা নানা স্থান অতিক্রম করিয়া চাপায়ের ঘাটে উপস্থিত হইল। বঙ্গাবতীর প্রশ্নের উত্তরে সামুলা স্থানের ইতিহাস বলিতে লাগিল,— 'এই স্থানের নামই চাঁপাই। এই ধর্ম্মারাধনার মহাতীর্থ। পূর্ব্বকালে, মকরাক্ষ নামে এক

১) রামা = রমণী।
(২) স্বামীর সম্মতি লাভে কৃতার্থ হইয়া।
(৩) পট্টযোড়া = পট্টবস্ত্রযুগল।
(৪) খাসা = উৎকৃষ্ট।

মহাপুরুষের পত্নী চাঁপাবতী, এই স্থানে ধর্ম্মের মন্দির নির্ম্মাণ করান, নদীতে ঘাট বাঁধাইয়া দেন, এবং যথাবিধি ধর্ম্মের পূজা করেন। এই জন্য এস্থানের নাম চাঁপাই' হইয়াছে। বহুসংখ্যক মুনি ঋষি এই স্থানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তুমিও এখানে ধর্ম্মের আরাধনা কর, অভীষ্ট লাভ হইবে।"

নদীর তীর নানাবিধ বৃক্ষলতায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সামুলা বলিল,—এই বন কাটিয়া যজ্ঞবেদী প্রস্তুত করিতে হইবে বেদীর উপর ধর্ম্মের পূজা হইবে।

রাণীর আদেশানুসারে বন কাটা হইল, কেবল যে সকল বৃক্ষ লতা স্থানের শোভাবর্দ্ধক, তাহা রক্ষিত হইল।—

"বন কাটি কুটি রামা রাখিল যতনে,
গুয়া নারিকেল কেলিকদম্বকাননে।
কুসুম কাঞ্চন কুন্দ করবী টগর,
যাতি যূঁথী ওড় জবা (১) অতি শোভাকর।
মনোহর মল্লিকা মালতী সুমাধবী,
বিকশিত চন্দ্রমালা চাঁপা হেম ছবি।
সুরঙ্গ (২) তুলসী কত মনোহর ফুল
মাটী কাটি কোদালে করিল সমতুল (৩)।

(১) ওড় জবা—রক্তজবা।
(২) সুরঙ্গ—সুন্দরবর্ণ।
(৩) সমতুল—সমান সমতল।

বেদবিধি অনুসারে বেদী নির্ম্মিত হইল, স্বয়ং রমাই পণ্ডিত উপস্থিত থাকিয়া নির্ম্মাণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেন।

বেদীর চারিধারে কদলীবৃক্ষ রোপিত হইল। তিন সারি ফুলের মালায় গাছগুলি সাজান হইলে স্বয়ং রঞ্জাবতী ধর্ম্মের মন্দির মার্জ্জনা করিলেন। পূজার সমস্ত দ্রব্যজাত সংগৃহীত হইয়াছে দেখিয়া পণ্ডিত বলিলেন,—"আর বিলম্ব কেন, সকলে নদীতে স্নান করিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হও।"

পণ্ডিতের আদেশ শুনিবামাত্র এক মহান আনন্দ কোলাহল উপস্থিত হইল,—ঢাক ঢোল কাসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সংযাতবর্গ (১) বেত হাতে লইয়া নাচিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সকলের স্নান ও নিত্য ক্রিয়া শেষ হইলে,

"ধ্যান করি ধর্ম্ম পদ সবে শুদ্ধমতি,
বাহু তুলি—বলে রঞ্জা, হও পুত্রবতী।"

(৩)

শুভক্ষণে পূজা আরম্ভ হইল,—

"সকল সংযাত-সঙ্গে রঞ্জাবতী রামা,
আরম্ভিলা মহাপূজা হয়ে পুত্রকামা।
তাম্রপাত্রে সজল তুলসী তিল কুশ,
সঙ্কল্প করিয়া স্মরে পরমপুরুষ।
পুঁথি হাতে পূজা বিধি পণ্ডিত প্রকাশে,

(১) সংযাতবর্গ—যাত্রিগণ। সন্ন্যাসিসমূহ।

আসনাদি ভূতশুদ্ধি বাহ্য জ্ঞান নাশে। (১)
গণেশাদি দেবদেবী সেবি বল্লাবতী
পুত্র-অভিলাষে পূজে প্রভু যুগ পতি। (২)
চাদমালা চন্দনে চর্চ্চিত চাঁপাফুল,
পূজেন পরমানন্দে ভক্তি করি মূল।

এইরূপে পূজা চলিল। অন্য দিকে ভক্তবর্গ নানা প্রকারে ধর্ম্মারাধনায় ব্যাপৃত হইল,—

উর্দ্ধবাহু করি কেহ এক পায়ে রয়,
সংঘাত সহিত ডাকে ধর্ম্মজয় জয়।
মস্তক উপরে কেহ পোড়াইল ধুনা,
নিঠুর ঠাকুর তব না করে করুণা।
উজ্জ্বল অনল জ্বলে অতি উগ্র তপ,
ওষ্ঠ নাহি নড়ে জিহবায় (৩) করে জপ।
অনাথ বান্ধব ধর্ম্ম হও কৃপাবান্
অভাগিনী বল্লা মাগে এক পুত্র দান।
উর্দ্ধে বান্ধি পদযুগ ভূমে লুটে মুণ্ড,
যেখানে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে যজ্ঞকুণ্ড।

---

(১) শরীরস্থ ক্ষিতি অপ তেজপ্রভৃতি পাঁচটী ভূতকে পূজার সময় শুদ্ধ করিয়া লইতে হয় সেই কার্য্যকে ভূত শুদ্ধি বলে। আসনও শুদ্ধ করিতে হয়। তন্ময় হইয়া ভূত শুদ্ধি করিবার সময়ে বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়।

(২) যুগপতি—ধর্ম্ম বিষ্ণু।

(৩) জিহবায়—জিহ্বায়।

ফেলায়ে প্রচুব তাব দেন ধুনাচূর্ণ,
রঞ্জাবতী বলে, প্রভু বাঞ্ছা কব পূর্ণ।"

এইরূপে কঠোব তপস্তা চলিল, শিঙ্গা কাড়া ঢাক ঢোলে ঘোব বাদ্য উত্থিত হইল,—ভক্তগণেব "ধর্ম্মজয়" ধ্বনিতে দিঘ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই ভাবে নয় দিন কাটিয়া গেল,—ধর্ম্মদেব দেখা দিলেন না, বঞ্জাব মনোবাঞ্ছা পুবাইলেন না।

(৪)

নয় দিন কঠোবতপস্তাষ কোন ফল হইল না দেখিয়া ভক্তমণ্ডলী একটু হতাশ হইল। রঞ্জা হতাশ হইলেন না। তিনি ভাবিলেন—ভগবান ভক্তাধীন, ভক্তিপূর্ব্বক ডাকিতে ডাকিতে একদিন না একদিন তাঁহাব দেখা পাইব ই। সামুলাও এই কথাই তাঁহাকে বলিয়াছিল। ধর্ম্ম যদি অল্পে সদয় না হন, তবে শালে ভব দিতে হইবে, এই পর্য্যন্ত বলিয়া ছিল। এখন বঞ্জাব সেই কথা মনে পডিল।

"তবে বঞ্জা কন দিদি, প্রসন্ন না হ'ল বিধি,
তনু ত্যজি শালে দিয়া ভব।
সামুলা বলেন তবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে,
দেখা দিবে দেব মাযাধব।"

এই কথায় রমাই পণ্ডিতও সায় দিলেন। বাণী রঞ্জাবতী শালে ভব দিবাব জন্য প্রস্তুত হইলেন,—

"ভক্তগণে বলে রাণী, সবে যাও ঘব,

চাঁপায়ে ত্যজিব তনু শালে দিয়ে ভর।
প্রাণনাথে পরার্দ্ধ (১) প্রণতি মোর বলো,
শালে ভর দিয়ে বল্লা অভাগিনী মলো।
মহাদুঃখ মরমে মরমে রৈল মোর
পুন বদ্ধ না হৈল প্রভুর প্রেম ডোর।
শুনে দুই দাসীর নয়নে বহে জল
ভক্তগণ বলে কারু ঘরে নাহি ফল (২)
তোমারে সদয় না হলো করতার (৩)
তোমার যে গতি মাগো সে গতি সবার।

বল্লার অনুরোধেও কেহ বাড়ীতে ফিরিতে সম্মত হইল না। মালিকী ও কল্যাণী নামে বল্লার দুই দাসী কাঁদিয়া আকুল হইল। বলিল, তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব মা? তুমি শালে ভর দিলে, যাবৎ প্রভু সদয় না হন, তোমার শিয়রে বসিয়া মশা মাছি তাড়াইব।

সুতীক্ষ্ণাগ্র শাল (শূল) সিন্দূর ও রক্তজবা দ্বারা সাজাইয়া উচ্চ মঞ্চের নিকট স্থাপিত হইল। শালের উপর সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া চক্‌চক্ করিতে লাগিল। সামান্ত তৃণ বা পতঙ্গ পড়িলে শালের মুখে অগ্নি জ্বলিতে ছিল, সকলে দেখিল, শালটা যেন কালস্বরূপ।

(১) পরার্দ্ধ—যাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যার নাম নাই। সর্ব্বাধিক সংখ্যা।

(২) ফল—প্রয়োজন

(৩) করতার—কর্ত্তা প্রভু। কর্ত্তা স্থলে করতার ব্যবহার হইয়াছে।

"দেখিয়া সবার চিত্ত হইল ব্যাকুল।
রঞ্জাবতী দেখে শাল শিবীষের ফুল।"

সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিয়া রঞ্জাবতী ধ্যাননিমীলিতনেত্রে সূর্য্যের স্তব করিলেন, পরে,—

"দু' আঁখি মুদিয়া ধনী ধর্ম্মকে ধেয়ান,
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভু তোমাতে প্রমাণ।
এক পুত্র দান মোরে দেহ পরাৎপর,
নতুবা পরাণ ত্যজি শালে দিয়া ভর।
পুনর্ব্বার অর্ঘ্য দিয়ে ধ্যায় ধর্ম্মরূপ,
ঝুপ করে ঝাঁপ দিতে শব্দ উঠে ঝুপ।
বুকে পিঠে ফুটে শাল পিঠে হল কার, (১)
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠে রক্তধার।"

রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়া প্রাণ হারাইলেন। সমস্ত ভক্তগণ হাহাকার করিয়া চাঁপায়ের ঘাট আকুল করিয়া তুলিল। সামুলা "ত্রাহি ভকত বৎসল"—রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, রমাই পণ্ডিত "জয় জয় নিরঞ্জন" বলিয়া ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ধূপ-ধূনার ধূমে স্থানটী অন্ধকারময় হইয়া উঠিল।

(৫)

ভক্ত-বৎসল ভগবান্ বৈকুণ্ঠপতি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, রঞ্জার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। "ধর্ম্ম

---

(১) কার—ফাঁক। 'পিঠে হ'ল কার'—পৃষ্ঠদেশ বিদারিত হইল।

ধর্ম্ম' করিয়া যে অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রাণপর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে পারিয়াছে, তাহার প্রতি বিমুখ হইলে তাঁহার ভক্তবৎসল নামে যে কলঙ্ক হয়। বল্লাবতীর অভীষ্টপূরণের জন্য কৃপাময় চাঁপায়ে যাইতে প্রস্তত হইলেন।

এই সময়ে হনূমান বলিলেন, সকলের সাক্ষাতে আপনি কেমন করিয়া উপস্থিত হইবেন? এক মায়া ঝড় সৃষ্টি করুন, ভয়ে সকলে বল্লার নিকট হইতে সরিয়া যাইবে, তখন রঞ্জাকে দর্শন দিয়া অভীষ্ট বর দিবেন। ধর্ম্ম তাহাই করিলেন। ঘাটের অদূরে এক মায়াগৃহ প্রস্তত হইল, আকাশে হুড় হুড় হুড় হুড় করিয়া মেঘের গর্জ্জন আরম্ভ হইল, ঝড় বৃষ্টিতে "সংঘাত বর্গ" অস্থির হইয়া প্রাণভয়ে পলাইয়া মায়াগৃহে আশ্রয় লইল। কেবল,

> "মালিকী কল্যাণী আর সামুলাসুন্দরী,
> শিয়রে রহিলা মাত্র প্রাণপণ করি।"
> 'তবে মায়া নিদ্রা প্রভু দিলা তিন জনে,
> চক্ষে চাপে ঘোর নিদ্রা রয় অচেতনে।"

তখন,—

> "চাঁপায়ে চঞ্চলচিত্তে যান কৃপাময়,
> বল্লার নিকটে আসি হইলা বিস্ময়।
> শালে জর জর তনু দেখিলা রঞ্জায়,
> ছল ছল নয়ন বয়ানে (১) হায় হায়।

(১) বদনে।

সেবা করি কেবা কোথা ম'লো শাল-ভরে,
দেবাসুব-অসাধ্য মানবী হয়ে কবে।
মলিন বয়ান-বিধু মুদিত নয়ান;
বক্তসিক্ত-তনু-ভক্তে হৈলা কৃপাবান্।
শাল হৈতে কোলে তাবে তুলিয়া ঠাকুর,
মুদিল (১) শালেব চিহ্ন ঢালিয়া সিন্দুর।"
"পদ্মহস্ত বুলাইতে হ'ল সচেতন,
প্রাণ দিয়ে নিমেষে লুকাল নিবঞ্জন।"

কি হইল? রঞ্জা মবিলেন, আব বাঁচিলেন,—তাহাতেত অভীষ্ট লাভেব কিছুই হইল না। বাঁচিয়া যখন চারিদিকে রঞ্জাবতী কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, ভগবান্ দর্শন দিয়া বর দিলেন না, তখন আবাব শালে ভর দিয়া প্রাণ-বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিলেন। ভগবানের উদ্দেশ্যে পুনর্ব্বার যেমন শালে ঝাঁপ দিতে যাইতেছিলেন, তখন সন্ন্যাসিবেশে ধর্ম্ম বঞ্জার হাত ধরিয়া নিষেধ কবিলেন,—বলিলেন—

"আমি ধর্ম্ম, মায়াধর, লও বাছা মেগে বব",

কিন্তু রঞ্জাবতী একথা বিশ্বাস কবিলেন না,—বলিলেন,—

"দেখি যদি চতুর্ভুজে, তবে প্রভু-পদাম্বুজে,
মজে চিত্ত, মেগে লব বর।
শুনি প্রভু মায়াধাবী, হ'ল ভক্ত মনোহারী,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধব।

(১) মুদিল—বুঁজাইল।

বৈকুণ্ঠ নিবাসি বেশ, হ'ল ব্রহ্ম হৃষীকেশ,
দেবতা সকলে করে স্তুতি।
প্রেমে গদগদ বাণী, অবনী লোটায়ে ধনী,
রঞ্জাবতী করেন প্রণতি।
কে কহিবে কত ভাগ্য, জগতে জীবন শ্লাঘ্য,
প্রভু আগে মাগে পুত্রবর।
প্রভু কন এই বর, দিনু বাছা যাও ঘর,
পুত্র পাবে কশ্যপ কোঙর। (১)

এইরূপে রঞ্জার কঠোর ব্রত উদ্‌যাপিত হইল। ভগবান অন্তর্ধান করিলেন। ঝড় থামিল। সংঘাতবর্গ রঞ্জার অভীষ্টসিদ্ধির কথা শুনিয়া "ধর্ম্মজয়" ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া রঞ্জাসহ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

(৪৯) কোঙর=কুমার পুত্র। কশ্যপ কোঙর=সূর্য্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লাউসেনের জন্ম।

(১)

রায় কর্ণসেনের গৃহে আজ আনন্দের সীমা নাই। রঞ্জাবতীর পুত্র জন্মিয়াছে। প্রতিবাসী পুরবাসী সকলে সমবেত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।

রঞ্জাবতী অসাধ্যসাধন করিয়া এই অমূল্য রত্ন পাইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিবে কে? যে সমুদ্র সেঁচিয়া রত্ন পায়, রত্নলাভে তাঁহার যে আনন্দ হয় তাহা সেই জানে অন্যে বলিতে পারে না। আজ রঞ্জার হৃদয়ের আনন্দও রঞ্জাই জানেন সে আনন্দ অতুলনীয়, অনির্ব্বচনীয় অনন্ত, অসীম। রাণী আনন্দে বিভোর হইয়া—অনন্তদৃষ্টি হইয়া কেবল পুত্রের চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আজ—

আনন্দে নাহিক ওব (১)
পুত্র হল চিত্ত-চোর,
চাঁদমুখ চান বাজবাণী।
বেদ-বিধি কুল-ধর্ম্ম,
যত্নে যত জাতকর্ম্ম, (২)
কবে কর্ণসেন নৃপমণি॥
ছেদন করিয়া নাড়ী,
সপুবট পাট-সাড়ী (৩)
ধাত্রী পাইল কতেক সম্মান।
চিন্তিয়া পুত্রেব ক্ষেম, (৪)
মহাবাজ কত হেম, (৫)
দুঃখী, দ্বিজ দেখি দিল দান॥

কেবল যে দীন, দুঃখী, ব্রাহ্মণ দেখিয়াই দান কবিলেন এমন নহে, আশ্রিত ও বৃত্তিধাবী সকলকেই পারিতোষিক দেওয়া হইল। তৈল, মৎস্য, দধি ঘৃত ঘবে ঘবে বিতরণ কবা হইল। হিন্দুর আনন্দ কেবল কথায নহে, কাজে; দাতা কর্ণসেন, অজস্র দান কবিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

(১) ওর—সীমা।

(২) জাতকর্ম্ম—সন্তান জন্মিবার পর শাস্ত্রানুসারে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাকে 'জাতকর্ম্ম' বলে।

(৩) সপুরট—পুরট=অগ্নিশোধিত স্বর্ণ। সপুরট অর্থাৎ স্বর্ণযুক্ত রেশমি সাড়ী।

(৪) ক্ষেম—মঙ্গল।

(৫) হেম—স্বর্ণ।

(২)

কর্ণসেন মনে করিলেন,—আমার হৃদয়ে এতদিন অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল, যে অমূল্য-রত্নের জ্যোতিতে সে অন্ধকার তিরোহিত হইল,— তাহার সংবাদ আত্মীয় স্বজনকে জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য। এজন্য,

"কুটুম্ব বান্ধব জ্ঞাতি, সবারে মঙ্গল-পাতি (১)
পাঠান ভূপতি কর্ণসেন।
গৌড়ে না পাঠান বাণী, শুনি তাপে রঞ্জাবাণী,
আপনি মাথার কিরা (২) দেন॥
শালে ভর দিয়া যদি, কোলে নাথ পেলে নিধি,
শুনে সবে হইবে সন্তোষ।
ভাই-বন্ধু পিতা-মাতা, ভূপতি রাজ্যের পাতা, (৩)
বারতা না দিলে পাবে দোষ॥"

বাণীর অনুরোধ যুক্তি-সঙ্গত। কিন্তু কর্ণসেন জানেন, রঞ্জার ভাই মহামদ এসংবাদে সুখী হইবে না। তথাপি রঞ্জার অনুরোধে, নাপিত নৃসিংহ দাস ও রজক রাজীবকে সংবাদ দিয়া গৌড়ে পাঠাইলেন।

(৩)

যথাসময়ে নৃসিংহ ও রাজীব রাজসভায় উপস্থিত হইয়া

---

(১) মঙ্গল-পাতি = মঙ্গল-পত্র, শুভসংবাদ।
(২) কিরা = দিব্য।
(৩) পাতা = রক্ষাকর্ত্তা।

গৌড়েশ্বরের নিকট রায় কর্ণসেনের পত্র প্রদান করিয়া শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিল। মহারাজ, বল্লাবতীর পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন—

মহারাজ আপনি করেন আশীর্ব্বাদ
রাজা বলে ঘুচিল মনের অবসাদ।
এত কালে পোহাইল বল্লার রজনী
নৃপতি মঙ্গল পাতি পড়েন আপনি॥"

রাজা পত্র পড়িয়া অন্তঃপুরে রাণী ভানুমতীর নিকট তাঁহার ভগিনীর পুত্র জন্মিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাঠাইলেন। অন্তঃপুরেও আনন্দের স্রোত বহিল। রাজা রাণী সকলেই নাপিত ও রজককে নানাবিধ পারিতোষিক দিলেন। নৃসিংহ ও রাজীব—

সোণা দানা, বাজুবন্দ পাইল পুরস্কার,
পাটরাণী আপনি পাঠা ন কণ্ঠহার।

আজ রাজরাণী ভানুমতীর হৃদয়ে আনন্দ ধরে না।—

সখিগণে কন রাণী আনন্দে উথলি
এতদিনে ঠাকুর চাহিল মুখ তুলি।
ভাগ্যবতী ভগ্নী মোর ভব দিয়া শালে
কোলে পুত্র করিল স্বামী'র বৃদ্ধ কালে।'

রাণীর হৃদয়ের একটা আত্মপ্রসাদ একটা স্ত্রীজাতি-সুলভ অভিমান একটা গভীর আনন্দ প্রবাহ যুগপৎ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইল। ভগিনী ধর্ম্মের আরাধনা

করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন,—অভিলষিত বর-লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। যাঁহাব ভগিনী এরূপ কৃতার্থা, তাঁহার আত্ম-প্রসাদ স্বাভাবিক। পক্ষান্তবে, যাঁহার ভগিনী কঠোর সাধনার বলে, শূলাঘাতে হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, এমন সাঁধেব মানব জীবনের মমতা ত্যাগ কবিয়া, ভগবানকে প্রসন্ন করিয়াছেন, তাঁহাব হৃদয়ে ভগিনীর গৌববে একটু গৌববেব ভাব উদিত হওয়াও স্বাভাবিক। সেই জন্য আজ ভানুমতী, ভাগ্যবতী রঞ্জাবতীব গৌববে আত্ম গৌরব বোধ কবিয়া এবং তজ্জনিত আনন্দ-প্রবাহে ভাসমান হইয়া সখিগণেব নিকট এত আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

(৪)

মহাপাত্র মহামদ রঞ্জাবতীব পুত্রেব জন্ম-সংবাদ সভায় বসিয়াই শুনিলেন। যাহাকে বন্ধ্যা বলিয়া সে দিন গালি দিয়াছিলেন,—যে বঞ্জাব সন্তান জন্মিবে না বলিয়া তাঁহার দৃঢ় ধাবণা ছিল,—সে রঞ্জাব পুত্র জন্মিয়াছে!—মহামদেব হৃদয় যেন সন্তাপে দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া মহামদ তাঁহাব পিতা বেণুবায়কে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"দৈবকী হইল বঞ্জা, উগ্রসেন তুমি,
সবৃংশে করিতে ধ্বংস কংসরূপী আমি।"

মহামদের হৃদয়ে রঞ্জার সর্ব্বনাশের প্রবৃত্তি পুনরায় জাগিয়া উঠিল। সঙ্কল্প করিলেন,—রঞ্জার পুত্রকে সংহার করিতে হইবে।—

"মহামদের মনে যখন এরূপ কল্পনার পৈশাচিক রাজ্য বিস্তৃত হইতেছিল, সেই সময়ে সংবাদবাহী নাপিত-রজককে সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ বক্সীস্ দিতেছিল —

"কেহ বা সোণার সিকি, কেহ আধ টাকা,
মহাপাত্র কেবল করিল মুখ বাঁকা।"

নাপিত ও রজক বসতি যাইবার জন্য ব্যগ্র হইল। মহামদ বলিলেন,—

"কি কাজ সেথানে যেয়ে পেনু (১) সমাচার।
পথে যেয়ে দাঁড়াবে পাঠাব পুরস্কার॥"

নৃসিংহ ও রাজীব পুরস্কারের আশায় উৎফুল্ল হইল। ভাবিল, বসতি নগরে যাইবার কষ্ট পাইতে হইল না, অথচ পুরস্কারটাও মিলিবে। তাহারা মহামদকে প্রণাম করিয়া পথে যাইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের জন্য মহামদ কি পুরস্কার পাঠায়, দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে লাগিল।

মহামদ ভাগিনার জন্ম সংবাদে যেরূপ আনন্দিত হইয়াছেন, পুরস্কারের বন্দোবস্তটাও তদ্রূপ করিলেন। রণমত্ত নামে এক কোটাল ছিল। তাহাকে 'রণমাত্তা' বলিয়া মহামদ

(১) পেনু=পাইলাম।

ডাকিতেন। সেই বণমাতাকে গোপনে বলিয়া দিলেন,—কর্ণসেনেব প্রেরিত লোককে অপমান কবিয়া তাহাদেব সমস্ত জিনিষ পত্র টাকা কড়ি কাড়িয়া লও।—

"যেমন ঠাকুর তাব নফবও তেমতি,
ধেয়ে ধোবা নাপিতে ধবিল শীঘ্র গতি।
লাথি চড় হুড়া কিল দিয়া ঘাড় ধাক্কা,
কেড়ে লয় নগদ জিনিষ সিকি টাকা।"

মহামদেব নিকট এরূপ পুবস্কাব পাইয়া,—

"কান্দিতে কান্দিতে দোঁহে গেল নিজ দেশে,
রায় কর্ণসেনে যেয়ে বলিল বিশেষে।
রায় বলে —বাণীকে ডাকিয়া কও সব,
শুন্থন ভেয়েব (১) গুণ,—ভাগিনা উৎসব।
অবোধ মেয়েব বোলে (২) মনে পাই দুখ
শুনি মনস্তাপে বাণী কবে হেঁট মুখ।

(৫)

মহামদ আজি অতিশয় চিন্তান্বিত। ভাগিনাকে বধ করিবাব জন্য চিন্তা ফবিতেছেন। বহু চিন্তাব পব একটা কল্পনা স্থিব কবিলেন। ইন্দ্রজাল কোটাল বা "ইন্দে মেটে'

---

(১) ভেয়ের=ভাইয়ের।

(২) বোলে=কথায় নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের কথায় মনে কষ্ট পাইলাম। অর্থাৎ কর্ণসেন ভাবিলেন —আমার সংবাদ দিবার অভিপ্রায় ছিল না, রঞ্জাবতীর আগ্রহবশতঃ লোক পাঠাইয়া অপমান পাইলাম।

চোবেব সদ্ধাব। সে মহামদেব পবম বিশ্বস্ত,—মহামদ তাহাব দ্বাবা বঙ্গাবতীব শিশু পুত্রকে অপহবণ কবাইয়া সংহাবেব কল্পনা কবিলেন।

ইন্দ্রজালকে নিজ্জনে ডাকিয়া নিজেব উদ্দেশ্য বঝাইয়া বক্সীস দিয়া, এবং কার্য্য সাধন কবিয়া আসিলে বিশেষ পাবতোষিকেব আশা দিয়া বিদায় কবিলেন। সে অপব চাবিজন বিশ্বস্ত সহচব লইয়া ময়না অভিমুখে প্রস্থান কবিল।

ইন্দ্রজাল অপব চোবগণসহ ময়না নগবে উপস্থিত হইয়া গভীব বজনীতে বঙ্গাবতীব গৃহে সিঁধ কাটিয়া পবেশ কবিল। দেখিল,—

ঘব আলো কবি শিশু ঘুমে অচেতন,
বক্মিণীব কোলে যেন আছিল মদন। (১)
কনক মুকুব কিবা কপেব কান্তি,
ৰূপ দেখি ঘুচিল চোবেব মনভ্রান্তি।
মনে হ'ল এহ শিশু পবম পুবষ,
মহীমাঝে মূৰ্ত্তিমান মাযায় মানুষ। (২)

ইন্দ্রজাল তখন বলিল,—ইহাকে চুবি কাবয়া কাজ নাই। এজন্য অদৃষ্টে যা হয় হউক, চল ভাই ফিবিয়া যাই।—

(১) মদন=দৈত্যগণ রুক্মিণীর কাল হইতে মদনকে চুরি করিয়াছিল।

(২) ধর্ম্ম মায়া কবিয়া মনুষ্যৰূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

'সঙ্গী চোরসব বলে —বসে থাক্ ভাই,
হুকুমে বাপের মাথা কাটিবারে চাই। (১)
লুণ খাই রাজার, অধর্ম্ম জানে সে,
দূর করি দয়ামায়া কোলে করি নে।

*   *   *   *

"ইন্দে বলে,— ঐ বটে মোর কিরে ভাই
পাত্র জানে ধর্ম্মাধর্ম্ম ধরে লয়ে যাই।

রঞ্জাবতীর সাগর-সেচা ধন, জীবনের সম্বল শিশু লাউ সেনকে লইয়া চোরগণ পলায়ন করিল। ধর্ম্মের আদেশ অনুসারে শিশুর নাম লাউসেন রাখা হইয়াছিল।

(৬)

চোরগণ সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া পরদিন দুই দণ্ড বেলায় দারিকেশ্বর নদের তীরে উপস্থিত হইল। তখন ইন্দ্রজাল বলিল,— এস এখানে বিশ্রাম করি, স্নান করিয়া কিছু খাই, তার পরে শিশু লইয়া যাওয়া যাবে।" এই কথায় সকলেই সায় দিল। শিশুটিকে বেনা বনে কাপড়ের উপর রাখিয়া চোরগণ স্নানাহার করিল।

আহারান্তে চোরগণ গাঁজা, ভাঙ, আফিং প্রচুর পরিমাণে সেবন করিয়া আনন্দে বিভোর হইল। তখন চোরগণের বাহ্যজ্ঞান একেবারে রহিত হইল।

ধর্ম্ম দেখিলেন, তাঁহার অনুগৃহীত লাউসেন চোরের

(১) চাই=পারি।

হাতে কষ্ট পাইতেছে, অতএব তাহার উদ্ধারের জন্য তিনি হনূমানকে পাঠাইয়া দিলেন। হনূমান লাউসেনকে লইয়া ধর্ম্মের নিকট চলিয়া গেলেন।

কিয়ৎকাল পরে,—

"ঘুচিল গাঁজার ঘোর (১) চঞ্চল সকল চোর,
চারিপানে (২) শিশু চেয়ে বুলে (৩)
এখানে আনন্দ মনে, বল্লার জীবন ধনে,
আপনি ঠাকুর নিলা কোলে।"

ঠাকুর লাউসেনকে কোলে করিয়া হাসিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মুখ হইতে কর্পূর পতিত হইল এবং তাহাতে আর একটি শিশু জন্ম-গ্রহণ করিল। এই শিশুও রূপে গুণে লাউসেনের তুল্য হইল। তাহার নাম হইল কর্পূর।

চোরগণ অন্বেষণ করিয়া শিশু না পাইয়া মহামদের নিকট যাইয়া বলিল,—

"তব আজ্ঞা শিরে ধরে, শিশু লয়ে আসি হরে, (৪)
দুগ্ধ বিনে পথে মরে যায়।"

মহামদ নিশ্চিন্ত হইলেন,—চোরগণকে বহুমূল্য শাল প্রভৃতি পারিতোষিক দিলেন।

(১) ঘোর—নেশা। মত্ততা।
(২) চারিপানে—চারিদিকে।
(৩) বুলে—ঘুরে, শিশুকে অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল।
(৪) হরে—হরণ করিয়া।

(৭)

এদিকে রাজবাড়ীতে মহা কোলাহল উপস্থিত। ঘরে শিশু নাই দেয়ালে সিঁধ শিশুকে যে কোন শত্রু অপহরণ করিয়াছে বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। রঞ্জাবতী লাউসেনকে না দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন দাসীরা ক্রন্দনের কোলাহল উত্থিত করিল। রাজা শোকে অধীর হইয়া ভূমে লুণ্ঠিত হইলেন, – অশ্রুধারায় ভূতল অভিষিক্ত হইতে লাগিল।

হায় হায় রঞ্জাবতীর প্রাণে আজ কত বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণা হইতেছে,—তাহা অনুমেয়—বর্ণনীয় নহে। আজ, ময়নামণ্ডলের সর্ব্বত্র হাহাকার সর্ব্বত্র আর্ত্তনাদ, সর্ব্বত্র শোকোচ্ছ্বাস এত সাধনের ধন লাউসেন নগরবাসী সমস্ত নরনারীকে শোক সাগরে নিমজ্জিত করিয়া কোথায় লুকাইল ভগবানের খেলা কে বুঝিবে?

রঞ্জার ক্রন্দন ধ্বনি ধর্ম্মের মর্ম্মে আঘাত করিল,— তাঁহার শোকশান্তির জন্য ভগবান হনুমানকে বলিলেন, লাউসেনকে রঞ্জার নিকট পঁহুছাইয়া দেও, প্রথমে কর্পূরকে দিবে,—পরে লাউসেনকে দিয়া বলিবে,—

ঠাকুর ঘটাল তোর পুত্রের দোসর,
তুই পুত্র লয়ে রঞ্জা সুখে কর ঘর।'

হনুমান দুই জনকে লইয়া একটা কুসুম উদ্যানে লুকাইয়া রাখিয়া, দৈবজ্ঞ বেশে রাজপুরে প্রবেশ করিলেন।—

"গ্রহবিপ্র গুড়ি গুড়ি (১) প্রবেশি রাজার বাড়ী,
খুড়ী, খুড়ী বলি ঘন ডাকে।
কোথা গো আমার ঝি, অমঙ্গল শুনি কি,
তুমি নাকি ঠেকেছ বিপাকে ? (২)
মনে ত্যজ বৈরাগ্য, (৩) তোমার বাপের ভাগ্য,
আমি যতি হনু উপস্থিত। (৪)
পঞ্জিকা সংপ্রতি শুন, গণনা করিব পুন,
আজি পুত্র পাইবে ত্বরিত॥'

গভীর অন্ধকারে ক্ষীণ আলোক রশ্মি দেখিলে পথহারা পথিকের হৃদয়ে যেমন আশার সঞ্চার হয়, দৈবজ্ঞের কথায় রঞ্জার হৃদয়েও আজ তদ্রূপ আশার সঞ্চার হইল। "আজি পুত্র পাইবে" দৈবজ্ঞের এই কয়টী কথা, রঞ্জার শোকদগ্ধ হৃদয়ে কত যে অমৃতরাশি বর্ষণ করিল, তাহা কে বুঝাইতে সমর্থ? এই কি রঞ্জার পঞ্জিকা শুনিবার সময়। রঞ্জা দৈবজ্ঞের অমৃত নিষ্যন্দিনী বাণী শুনিয়া, পুত্রের মুখারবিন্দ সন্দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া বলিলেন,—

(১) গুড়িগুড়ি = মাথা নোয়াইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া।

(২) বিপাকে = বিপদে।

(৩) এস্থলে একটী অক্ষর কম হওয়ায় ছন্দের একটু দোষ ঘটিয়াছে কিন্তু 'বৈরাগ্য' কথাটীর 'বৈ' অক্ষরটী একটু দীর্ঘ উচ্চারণ করিলে সে দোষ কাটিয়া যায়।

(৪) যতি = সাধু। এস্থলে 'হনু' শব্দটী দুই অর্থে প্রযুক্ত, প্রথম 'হইলাম' দ্বিতীয় 'হনুমান'।

"পাঁজি পড়া থাকু (১) বাপ, আগে মোর মনস্তাপ,
দূর কর করিয়া গণন।"

গ্রহবিপ্রকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আরও বলিলেন,—

"যদি বাছা দেহ দান, (২) তবে দিব দশ বার্ণ, (৩)
বাছাবে জুঁখিয়া (৪) কাঁচা সোণা।

তখন,—

"মারাধারী গ্রহ-বিপ্র, ঈষৎ হাসিয়া ক্ষিপ্র,
খড়ি পাতি করিছে গণনা।
খড়ি পাতি বলে খুড়ী, যে কিছু বাড়ীর ডেডী, (৫)
খড়ি পাতি (৬) বুঝিনু বিস্তর।
তুষ্ট মতি ভাই তোর, হবিল পাঠায়ে চোর,
তোর ভাগ্যে রাখিল ঈশ্বর।"

এই বলিয়া দৈবজ্ঞ রাজা ও রাণীকে কুসুম-উদ্যানের নিকট লইয়া প্রথমে কর্পূরকে আনিয়া দিলেন। তখন,-

(১) থাবু—থাক।

(২) বাছা=পুত্র।

(৩) দশবাণ=বাণ শব্দের অর্থ পোড়া দগ্ধ।;দশবাণ অর্থ, দশবার যাহা দগ্ধ হইয়াছে।" সোণার খাদ ছাড়াইবার জন্য পোড়াইতে হয়। যে সোণা দশবার পোড়ান হইয়াছে, অর্থাৎ যাহাতে খাদ থাকার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহাকে 'দশবাণ' বলে।

(৪) জুঁখিয়া—মাপিয়া, ওজন করিয়া।

(৫) ডেডী—বিপদ।

(৬) খড়ি পাতি—গণনা করিয়া।

"আপার মস্তক খানি, নিরখিয়া কন রাণী,
এ নহে আমার লাউসেন।
সেই মূর্ত্তি, শোভা শান্তি কনক মুকুর কান্তি,
কলেবর কিছু নাহি ভিন।
দেখিনু সকল গাত্র কেবল নাহিক মাত্র,
শিরে বর্ম্মপাতকার চিহ্ন।
আর দৈবজ্ঞের উত্তর কি ? তখন,—
দৈবজ্ঞ বলেন, ভাল, এই পুত্র লয়ে পাল,
প্রভু দিল কার নাহি দায়। (১)
রাণী বলে মহাভাগা এ পুত্র পরম শ্লাঘ্য,
তবু মোর প্রাণ পড়ে তায়। (২)
এত বলি নৃপ দারা দুই চক্ষে বহে ধারা,—
মায়াধারী হইল সদয়।
লাউসেনে কুতূহলে আনি পুন দিলা কোলে,
বলে বীর আনন্দ হৃদয় —
এই লাউসেন রায়, উদরে ধরেছ যায়,
এই লও উহার দোসর ।
কর্পূর ইহার নাম অশেষ গুণের ধাম
আপনি পাঠালে মায়াধর।

(১) দায়—দায়িত্ব ঝুঁকি। অর্থাৎ প্রভু তোমাকে দিয়াছেন আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিলাম এর জন্য অন্য কাহারও স্কন্ধে কোন ঝুঁকি রহিল না।

(২) তথাপি আমার প্রাণ তাহাতে পড়িয়া আছে।

ইহাব পব দৈবজ্ঞকে আব কেহই দেখিতে পাইল না। বাজপুবে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল —

"অন্তবে একান্ত বাণী জানিল সকল,
আপনি দৈবজ্ঞরূপী ভকতবৎসল।"

সকলে বলিতে লাগিল বাণীব কপাল ভাল,—

"কোলে পেল দুই পুত্র পবম পুরুষ, (১)
জানকী জীবন ধন যেন লব কুশ।
হাবাযে অমূল্য মনি বাণী পেলে কোলে,
চাঁদমুখে চুম্ব দিযে চলে হালাহোলে। (২)
ধন যে হাবালে পায ম'লে পায প্রাণ,
তাব সম সংসাবে কে আছে ভাগ্যবান।"

বঞ্জাবতী ভক্তিমতী, তিনি ভগবানেব প্রীতি উদ্দেশ্যে পুত্রেব কল্যাণে নানাবিধ পুণ্যকার্য্য কবিতে লাগিলেন। ভক্ত-হৃদযেব আনন্দ ধাবা যে পুণ্য প্রবাহরূপে পবিণত হইয়া থাকে, বঞ্জাবতীব অনুষ্ঠান দেখিলে তাহাব বিলক্ষণ প্রতীতি হয়।—

'পুত্রেব কল্যাণে বাণী আনি বিপ্র যত
গোধন, ধবণী, ধন, বিলাইল কত।
ভক্তিমত নিয়ত পূজেন নিবঞ্জন,
যতনে কবেন দুই পুত্রেব পালন।"

(১) পরমপুরুষ—ঈশ্বরের অংশ।
(২) হালাহোলে—আনন্দে।

ষষ্ঠ মাসে লাউসেন ও কর্পূরের অন্নপ্রাশন হইল। নানাবিধ অলঙ্কারে সুশোভিত হইয়া লাউসেন ও কর্পূর যখন অঙ্গনে হামাগুড়ি দিয়া খেলা করিত তখন রায় কর্ণসেনের বাড়ী যেন কত সুখের স্থান হইয়া উঠিত। এইরূপে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল,—শিশুদের—

'অঙ্গ আভা মুখ শোভা দিন দিন বাড়ে,
রাজরাণী কদাচ না করে চক্ষু আড়ে। (১)
মালিকী কল্যাণী দাসী কোলে করে থাকে,
আয় মোর বাছা'— বলি রঞ্জাবতী ডাকে।
'এস মোর বাপের ঠাকুর দুলালিয়া'। (২)
হাসিয়া মায়ের কোলে পড়ে হাপাইয়া।
হাসি হাসি অমনি গলায় ধরে ছান্দে (৩)
চাঁদ মুখে চুম্বন করেন মুখ চাঁদে।

লাউসেন ও কর্পূর একরূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। —তাহারা

'কুতূহলে খেলে বলে (৪) রসে হরষিত,
শান্তশীল সদাই, উদ্ধত নহে চিত।

(১) চক্ষু আড়ে—চক্ষুর আড়াল দৃষ্টির অন্তর
(২) দুলালিয়া—আদরের পাত্র স্নেহের ধন স্নেহাস্পদ।
(৩) গলায় ধরে ছান্দে—গলায় জড়াইয়া ধরে।
(৪) খেলে বুলে—ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলা করে। খেলিয়া বেড়ায়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা ও পরীক্ষা।

(১)

লাউসেন ও কর্পূর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। চারিদিকে তাহাদের বল, বুদ্ধি, ও দেহ সৌষ্ঠবের প্রশংসা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। রাজা তাহাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার সমাপন করিয়া তাঁহারা নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন।

লাউসেন ও কর্পূর যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন দেখিয়া রায় কর্ণসেন তাঁহাদিগকে মল্লবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। ভাবিলেন —

"সদাই সবলংশত্রু দেয় মনস্তাপ,
সে কালে সারথি সবে প্রবল প্রতাপ।"

পুত্রকে মল্লবিদ্যা শিখাইবার আর একটা উদ্দেশ্যও রায় কর্ণসেনের মনে ছিল। ঢেকুর-দুর্গের ইছাই ঘোষের কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই, মল্লবিদ্যা শিখিলে অনেকেই যে

বীব হইতে পাবে এ বিশ্বাস বায় কর্ণসেনেব ছিল। সুতবাং, মল্লবিদ্যা শিখিয়া লাউসেন যে বীব হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহই নাই

অন্য পাব্, ঢেকুবে ইচ্ছাই হৈল বীব
নিঠুব গোয়ালা বেটা কবেছে ফকীব।
ঐ অগ্নি অন্তবে উথলে ক্ষণে ক্ষণে,
মল্লবিদ্যা অতেব (১) শিখাব লাউসেনে।

বাজাব উদ্দেশ্য সাধনে একটা গুকতব অন্তবায় উপস্থিত হইল। মল্লবিদ্যা শিক্ষা দিবাব উপযুক্ত গুরু পাওয়া গেল না। যত প্রসিদ্ধ মল্লছিল —কেহহ লাউসেনেব মল্লগুরু হইতে স্বীকৃত হইল না। যখন যে মল্লকে আনা হয়,—

সবে ভাবে লাউসেন সাক্ষাত দেবতা
ইহাবে কবিতে শিষ্য কাহাব যোগ্যতা ?
মল্লবিদ্যা শিখা তে বাজিবে পায় পায়
প্রণতি কবিয়া পায়ে পলাইয়া যায়।

এহ অবস্থা দেখিয়া বাজা বড়হ চিন্তিত ও দু খিত হইলেন।

এদিকে স্বয়ং ধর্ম্ম তাঁহাব ভক্তেব শিক্ষাব ব্যবস্থা কবিলেন। হনুমানকে বলিলেন, লাউসেনেব মল্লগুরু মিলিতেছে না তুমি যাইয়া তাহাকে মল্লবিদ্যা শিক্ষা দেও। তখন হনুমান মল্লবেশে বায় কর্ণসেনেব নিকট প্রস্থান করিলেন।

---

(১) অতেব—অতএব

(২)

রায় কর্ণসেন চিন্তাকুল চিত্তে বসিয়া আছেন এমন সময় এক মল্ল উপস্থিত হইলেন

দুই কাণে কনককড়ি বড়ি (১) শোভা পায়
বিনোদ বলয় করে, বীর বৃদ্ধ কায়।
মল্লডাবে মণ্ডিত মাথায় বীর টুপি
রাজসভা প্রবেশিল রাম নাম জপি।

রাজা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন

অনেক দিবস ছিল অযোধ্যা নিবাস
অখিলে আমার নাম প্রভুরাম দাস। (২)
যেখানে সেখানে থাকি মনের আনন্দে
সুখবাসি সংপ্রতি সতত সেতুবন্ধে। (৩)
চিরদিন সুচিত্ত চাকর আমি যার
সে জনে লেগেছে তব তনয়ের ভার। (৪)
মল্লবিদ্যা (৫) বিশেষ নিপুণ বুঝি মোরে
শিখাতে পাঠান বিদ্যা তোমার কুমারে।

(১) বড়ি = বড়ই

(২) প্রভুরাম নাম আর দাস—পদবী অন্য অর্থ প্রভু রাম চন্দ্রের সেবক

(৩) সেতুবন্ধে এক অর্থ সেতুবন্ধে থাকিতে অন্য অর্থ সেতু বন্ধন করিতে

(৪) সে ব্যক্তি তোমার পুত্রের শিক্ষার ভার লইয়াছেন

(৫) মল্লবিদ্যা = মল্লবিদ্যায়।

রায় কর্ণসেন মনে করিলেন, গৌড়েশ্বর এই মল্ল গুরু পাঠাইয়াছেন। অতএব পরম সমাদরে তাঁহার থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়া পুত্রদ্বয়কে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

• "অতঃপর আখড়া (১) প্রবেশি শুভক্ষণে,
মল্লবিদ্যা আরম্ভ করিল দুই জনে।"

কিয়ৎকাল শিক্ষার পর, উভয়ে মল্লবিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। রাজা মল্লগুরুকে বিদায় করিবার সময়ে মণি বস্ত্র বসন ভূষণ উপস্থিত করিয়া বলিলেন, –"এগুলি আপনার যোগ্য নয়, অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুণ, যত কাল বাঁচিব আপনার দয়া আমরা ভুলিব না।

"এত শুনি হাসি হাসি কন মহাবীর,
কি কার্য্য এসব ধনে আপনি (২) স্থবীর।
মনে রেখো নাহি কিছু ধনের অধীন,
রাম নামে একান্ত আপনি উদাসীন।

এই সকল কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন।

(৩)

লাউসেন ও কপূর মল্লবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া প্রতিদিন আখড়ায় যাইয়া কুস্তি করেন। এক এক মুষ্ট্যাঘাতে প্রস্তর পর্য্যন্ত চূর্ণ করিয়া ফেলেন। সর্ষপ লইয়া হাতে হাতে পেষণ

(১) আখড়া—যে স্থানে মল্লবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।
(২) আপনি—নিজে অর্থাৎ 'আমি'। হনুমান বলিতেছেন, "আমি নিজে উদাসীন, সুতরাং ধনের প্রয়োজন নাই।'

করিয়া তৈল বাহির করেন। সহরের অনেক বালক তাঁহা দের নিকট মল্লবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিল। ফলতঃ লাউ সেন ও কর্পূরের সমকক্ষ মল্ল তৎকালে দেশে আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ।

তাঁহারা মল্লবিদ্যা শিক্ষা করিতে করিতে বর্ষাকাল কাটিয়া গেল। শরৎ কালের আরম্ভে প্রকৃতি সুন্দরী মনোহর বেশ ধারণ করিল। নির্ম্মল আকাশে সুধাকর উদিত হইয়া রজনীকে রজতধবল কিরণকলাপে বিভূষিত করিতে লাগিল। বিকশিত কমল কুসুমে সরোবরসকল কমনীয় কান্তি ধারণ করিল। চারিদিকে শারদীয় পূজার ধুম পড়িয়া গেল। জগদম্বার পূজার জন্য জগতের লোক মত্ত হইল, কিন্তু ময়নামণ্ডলে সে অনুষ্ঠান কিছুই নাই।

ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য জগজ্জননী জয়া বিজয়াকে সঙ্গে লইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে পূজা গ্রহণ করিয়া ময়নাভূমে আসিয়া দেখেন, সব নিস্তব্ধ, পূজার কোন উদযোগ নাই, শারদীয় উৎসবের কোন লক্ষণই নাই। এই ভাব দেখিয়া একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ভগবতী বলিলেন,—

"মোর আরাধনা করে বিধি বিষ্ণু হর,
এত কেন এদেশে আমার অনাদর।"

ভগবতীর ক্রোধ দেখিয়া পদ্মা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া লাউসেনের ধর্ম্মপরায়ণতা, এবং ধর্ম্মৈকনিষ্ঠতার কথা বলিলেন। ভগবতী বলিলেন, যদি লাউসেন প্রকৃত সাধু

হয়, ধৰ্ম্মকনিষ্ঠ হয, তবে তাহার মান বৃদ্ধি করিব। কিন্তু যদি তাহাতে কৃত্রিমতা থাকে, তবে তাহাকে ভস্ম করিয়া চলিয়া যাইব। এখনই তাহার পরীক্ষা করিব।

ভগবতী মোহিনীবেশ ধারণ করিলেন। যে রূপ দেখিয়া মহাদেব পাগল হইয়াছিলেন,– ভগবতী সেরূপ ধরিলেন। পদ্মা বলিলেন, –

"ও রূপ লাবণ্য, দেখি থাক্ অন্ত,
যেখান ছাড়বে মুনি।

প্রকৃতপক্ষেই ভগবতীর রূপ অলৌকিক হইল। তাঁহার—

"রতনে রঞ্জিত যত পদাঙ্গুলি সব,
রাজহংস জিনি ধ্বনি নূপুরের রব।
রামরম্ভা জিনি উরু, গুরুয়া (১) নিতম্ব,
যে রূপ শুনিয়া মতি মজাইল শুম্ভ। (২)
মৃগরাজ জিনি মাঝ ত্রিবলী শোভিত,
লোমলতাবলি নাভি বিবরে মণ্ডিত।

* * * * * *

খঞ্জনগঞ্জন আঁখি অঞ্জনে রঞ্জিত,
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কোটী কাম বিমোহিত।
সহিত (৩) যুগল ভুরু জিনি কামধনু,

---

(১) গুরুয়া=গুরু মাংসল।

(২) ভগবতীর অধিকামূর্ত্তির মনোহর রূপ লাবণ্যের কথা চণ্ড মুণ্ডের মুখে শুনিয়া শুম্ভের মন তাহাতে মগ্ন হইল।

(৩) সহিত=সংহিত মিলিত।

কপালে সিন্দুরবিন্দু প্রভাতের ভানু।
চন্দন চন্দ্রমা কোলে কজ্জলের বিন্দু
ভ্রূযুগল উপরে উদয় অর্দ্ধ ইন্দু।
বিন্দু বিন্দু গোরোচনা শোভে তায় অতি,
অলকা মণ্ডিত মণি-মুকুতার পাঁতি।
কবরী মণ্ডিত মালা মল্লিকার দল
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রমে অলিকুল।'

(৪)

আজ লাউসেনের পরীক্ষা,—এ পরীক্ষায় হয় অসীম সম্পদ-লাভ, না হয় সর্ব্বনাশ। লাউসেন যুবক,—ভগবতী মোহিনী-যুবতীবেশে তাঁহার দৃঢ়চিত্ততা, ধর্ম্মনিষ্ঠতা পরীক্ষা করিতে যাইতেছেন। কি ভয়ানক পরীক্ষা।

লাউসেন আখড়া ঘরে নিদ্রিত। গভীর নিশিথে ভগবতী লাউসেনের শিয়রে বসিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"গা তোল গা তোল বাছ নিদ্রা যাও কত,
যুবা-কালে কেন বৃদ্ধ পুরুষের মত।"

লাউসেন জাগিয়া শিয়রে ষোড়শী রমণী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, তাঁহার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য, মুনিমনোহর বেশ বিন্যাস, পীযূষবর্ষিণী বচনমাধুরী,—সমস্তই তাঁহার বিস্ময়ের কারণ হইল। লাউসেন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ভগবতী

সঙ্কেতে পবিচয় দিলেন,—বলিলেন,—"আমাব থাকিবাব স্থানেব নিয়ম নাই, যে আদব কবিয়া ডাকে, তাহাব নিকটেই থাকি"—

"বড সাধ তোমাসনে আমি কবি ঘব।"

বায় লাউসেন একথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন,—

"যোডহাতে তখন কহেন লাউসেন,
অনুচিত এথানে বহিতে একক্ষণ।
পতিবিনা বমণীব ভবে নাহি গতি,
ঘবে গিয়া ভক্তিভাবে ভজ নিজপতি।"

অনেকক্ষণ যুক্তিতর্কেব পব, গৃহে *প্রত্যাবর্ত্তনেব জন্য* পুনঃ পুনঃ উপদেশেব পবও যখন ষোডশী গৃহে ফিবিতে সম্মত হইলেন না, তখন লাউসেন ক্রোধেব সহিত বলিলেন,—

"গৌববে গৌববে বলি চলি যাও ঘব।" (১)

তখন,—

"দেবী বলে,—বাষ হে তুমিও হলে পব,
মমতা না কবে পিতা পাষাণ শবীব,
সতিনী চঞ্চলা, আব কি কব পতিব। (২)
ভিক্ষুক, ভক্ষণ ভাঙ্গ, ভস্মগুলা গায.
অন্ন দুঃখে আমি কি এখানে আসি বায।

---

(১) গৌরব রক্ষা করিয়া ঘরে চলিয়া যাও
গৌরব রক্ষা করিয়া বলি, ঘরে চলিয়া যাও।

(২) পতির—পতিব কথা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

লাউসেনের গৌড়যাত্রার কল্পনা।

(১)

লাউসেন ভগবতীর নিকট আশ পাইয়া পরাদবস পিতার নিকট বলিলেন এই আসব উপযুক্ত এক খানা ঢাল চাই। বায়কর্ণসেনের অস্ত্রাগারে বহু ঢাল ছিল—এক খানা উৎকৃষ্ট ঢাল বাছিয়া লইবার জন্য তিনি লাউসেনকে বলিলেন।

লাউসেন অস্ত্রাগারে যাইয়া ঢালগুলা একে একে বীক্ষা করিলেন, কিন্তু একখানিও তাঁহার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না। রায় কর্ণসেন নতন ঢাল নির্মাণের জন্য শিল্পী দিগকে আদেশ করিলেন। এক শিল্পী বিশ্বকর্মার নির্মিত নানাচিত্রে সুশোভিত একখানি ঢাল আনিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিল—লাউসেন ঢাল দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন শিল্পী উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়া বিদায় হইল।

লাউসেনের নবানির্মিত ঢাল এক অপূর্ব্বদৃশ্য। উহা যেমন দৃঢ়, তেমনি নানাবিবচিত্রে সুশোভিত। ঢালের দিকে

একবার চাহিলে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। কোন স্থানে রামলীলা কোন স্থানে কৃষ্ণলীলা, কোন স্থানে পশুপক্ষী, কোন স্থানে বৃক্ষলতা বিচিত্রভাবে চিত্রিত হইয়াছে। এক স্থানে গৌড়েশ্বরের মহাপাত্র মামুদরে লাউসেনের পদতলে অতিকুৎসিতভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। এই ঢাল ও অসি লক্ষ্য

মহলা (১) করে বীর শর অসি তার (২) রবি,
মহাবীরের মনে উঠে আনন্দ লহর।

(২)

একদিন নির্জ্জনে বসিয়া,—

লাউসেন বলে,—হে কর্পূর শুন ভাই
তত দূর রহিলে গৌড়ে চল যাই।
রাজা সনে চল গিয়া করিব আলাপ
কত কাল কুলাবে কেবল বৃদ্ধ বাপ। (৩)
মহারাণী মাসী মোর, মামা ঠাকুর পাত্তর, (৪)
মেসো বটে মহীপতি কেহ নহে পর।

— — — — —

(১) মহলা—পরীক্ষা।

(২) ফলা—ঢাল চর্ম্ম।

(৩) কুলাবে—চালাইবে। অর্থাৎ বৃদ্ধ পিতা আর কতকাল কুলাইবেন সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

(৪) পাত্তর—পাত্র।

পরামর্শ স্থির করিয়া গোপনে মহামদের নিকট লোক পাঠাইলেন। লোককে বলিয়া দিলেন,—

"বলো, মল্ল-বিদ্যা তব ভাগিনা শিখিবে,
শুনিলে আনন্দে দাদা সেইক্ষণে দিবে।"

এসকল সংবাদ রায় রণসেন কিছুই জানিলেন না। এজন্যই বলে,— 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী।

(৩)

প্রেরিত লোক মহামদের নিকট উপস্থিত হইয়া মল্ল প্রেরণের কথা প্রস্তাব করা মাত্রই, তাহাতই মহামদের মনে উল্লাসের সঞ্চার হইল, ভাবিলেন এবারে লাউসেনের প্রাণ সংহারের একটা মহাসুযোগ উপস্থিত।

"এত ভাবি, একালে, আনাইল পাঁচ মালে,
যমদূত দোসর (১) তুরন্ত।
সভা-মাঝে কয় যত্নে, আমার ভাগিনা রত্নে
মল্ল বিদ্যা শিখাবে তুরন্ত। (২)

সভাস্থলোকের সমক্ষে "ভাগিন রত্ন" লাউসেনের প্রতি স্নেহ দেখাইয়া কূটনীতিবিশারদ মহামদ মল্লগণকে,—

"কাণে কাণে কয় কাছে, আছাড়ে মারিবে গাছে,
পাছে ভার পাত্রের ভাগিনা"—

---

(১) যমদূত দোসর—যমদূতের তুল্য।
(২) তুরন্ত—ত্বরিত, সত্বর।

সেই জন্য বলিষা দিতেছি —

“ও দুষ্ট আমাব অরি আসবে সংহাব কবি
তিনগুণ বাড়িবে মাহিনা।

মল্লগণ যথাসময়ে মানা পহুছিল। বঞ্জা গোপনে মালদিগকে ডাকাইলেন। তাহাব উপস্থিত হইলে দেখিলেন —

‘বাঙ্গা মাথা মুণ্ডা পনর পাঁচ মাল
বিষমবাপকবপু (১) বিক্রমে বিশাল।
ভুজঙ্গ আছাড়ে (২) ভুজ ভূষিত ধূলায়
পাথরে আছাড় মাবি কড়া সব গায়।

দেখিয়া বঞ্জাব প্রাণে ভয়েব সঞ্চাব হইল —

ভাবনা কবেন বঞ্জা দেখি পাঁচ মালে
না জানি কি আছে আর অভাগা কপালে।
আপনি প্রবোধে পুন আপনাব মন —
যেরূপ কহিব মাল কবিবে তেমন।

বঞ্জাব মনে আশ্বাস পাইবাব কাবণ এই যে মাল নিজেব লোক। বঞ্জা তাহাদিগকে বিশেষরূপে পাবিতোষিক দিয়া সাবধান কবিয়া বলিয়া দিলেন লাউসেনেব দক্ষিণচবণ ভিন্ন শবীবেব অন্যত্র যেন কোনরূপ আঘাত না লাগে। মল্লগণ ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া অভিলষিতকার্য্যে চলিল। বায়

---

(১) বিষমবাপকবপু—অতিবিস্তৃতশরীর প্রকাণ্ডকায়।
(২) আছাড়ে—আছাড়িয়া

কর্ণসেন ও লাউসেনের নিকট কথাটা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পাইল না।

(৪)

যখন লাউসেন কালিন্দীতীরে কপূরের সহিত মল্ল ক্রীড়া করিতেছিলেন এমনসময় তাহার সম্মুখে পাঁচ মাল উপস্থিত হইল। আকার প্রকার বেশ ভূষা দেখিয়া মল্ল বোধ হওয়ায় লাউসেন তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সেই স্থানে উপস্থিতির উদ্দেশ্যও জানিতে চাহিলেন

এত শুনি অহঙ্কারে কয় যত মাল
দিগ্বিজয়ী হই মোরা বিক্রমে বিশাল।
প্রতাপেতে সব দেশ জয় করি যাই
সবে বলে ইহারা পাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
বাহুবলে যুঝে বুলি (১) বলবন্ত নরে,
পাত্রের নফর (২) ঘর ময়নানগরে।
তার আজ্ঞা ছিল নিতে তোমার মহলা, (৩)
সাক্ষাৎ দেখিনু যে তোমার ছেলে খেলা।
হেলায় মহলা তব লয়ে যেতে চাই,
পাত্রের হুকুম রাখি, —রণে বধি ভাই। (৪)

(১) বুলি—ঘুরি। যুঝে বুলি—যুদ্ধ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াই।
(২) নফর গোলাম।
(৩) মহলা—পরীক্ষা।
(৪) পাত্রের হুকুম রক্ষা করিয়া যুদ্ধে তোমার ভাইকে বধ করিব।

এই কথা বলিয়া শাবঙ্গবল মাল নিবস্ত হইলে, —

"শুনিয়া সেনের সুত মনে মনে হাসে,—
বলী বড ! বাসস বিনতা সুতে (১) শাসে। (২)
মালে সম্বোধিয়া কন লাউসেন রায
হেলায় মহলা থাকু (৩) প্রাণপণে আয।
বৃহৎ শবীব তুমি, দিগ্বিজয়ী মাল,
আকাব বাস এ্ঝ বলিলে ছাওয়াল। (৪)
রুশতনু কেশবা পর্ব্বত প্রায় হাতা,
তব ত পবাণ ছাডে মেলে এক লাথি।

ক্রমে কথায় কথায় উভয় দলের মধ্যে বিবাদ বৃদ্ধি পাইল,—বাগযুদ্ধ ছাডিয়া তখন মল্লযুদ্ধ আবম্ভ হইল। ক্ষণকাল যুদ্ধের পর মল্ল শাবঙ্গবল পরাজিত হইল।

"সেন মহাপ্রতাপে মালের বসে বুকে,
মটকি মারিতে তার রক্ত উঠে মুখে।

তখন অন্য মল্লগণ একবাক্যে ছাড়িয়া সবলে লাউসেনকে ঘেরিল। একজনের সহিত পাঁচ মালের মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া রীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও তাহারা সেই অকার্য্যে সঙ্কুচিত হইল না।

---

(১) বিনতা সুত গরুড।
(২) শাসে—শাসনকরে ভয় দে
(৩) থাকু—থাক থাকুক।
(৪) ছাওয়াল—শিশু বালক।

"ধরাধরি, পাডাপাড়ি (১ পাছড় পাছড়ি। (২)
তবু বাঘ ঝাড়ি উঠে সিংহনাদ ছাড়ি।
বেগগতি বেযে সবে এসই দপাট (৩)
সাপটিয়া (৪) ধরি সেনে পাড়িল সঙ্কট।"

লাউসেন অন্যান্যরূপে আক্রান্ত হইয়া ধর্ম্মের শরণ লইলেন। একান্তমনে ধর্ম্মের ধ্যান করিয়া ভক্তির সহিত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। 'ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম' —ধার্ম্মিক তাহার রক্ষার ভাবনা কি? অমর্য্যাদা পবননন্দনকে পাঠাইলেন। মন্ত্রগুরু সাক্ষাৎ হইয়া লাউসেনকে বলিলেন— কোন ভয় নাই, শত্রু সংহার কর। তিনি বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অমনি লাউসেন

'ঝাড়ি উঠ উঠি পাসাটি বন্ধ দেন,
সঙ্গ ছৈল কবিল কেশরা হৈল সেন।
বাঘ বলে—আর বেটা আছ যদি কোথা,
ঐ পাথরে আছাড়ে ভাঙ্গিব তোর মাথা।

(১) পাথাপাড়ি—ফেলাফেলি এ ওকে মাটিতে ফেলে ও একে মাটীতে ফেলে।

(২) পাছড়াপাছড়ি—জড়াজড়ি।

(৩) দপটে—দাপটে বিক্রমপূর্ব্বক।

(৪) সাপটিয়া—জড়াইয়া।

এই বলিয়া—

'শূন্যে মারি মালক (১) মল্লের মাঝে পড়ে,
বজ্র মুষ্টি, লাথি কিল মারে বক্ষ চড়ে।
দাবড়ে (২) দুজনে বড় বাড়াল মহিম (৩)
শারঙ্গ কাচক হৈল লাউসেন ভীম।
বাহু কসাকসি আর চসাচসি শিরে
হাতাহাতি দন্তগলি, চাক দেন ফিরে।
চলিতে চরণ চোটে চমাবত মহী
মল্ল সব সাপুর, (৪) সেনেরে দেহ অহি (৫)।

অনেকক্ষণ দুইবীরে যুদ্ধ হওয়ার পর, শারঙ্গধর লাউসেনের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া ভূমিতলে পতিত হইল, লাউসেন তাহার বুকে চড়িয়া বসিলেন। লাউসেনের দারুণমুষ্টিপ্রহারে মালের মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতে লাগিল। তখন লাউসেন,—

"পায়ে ধরি পাক দিয়া মারিল আছাড়,
পাষাণে ভাঙ্গিল মাথা, চূর্ণ হৈল হাড়।

প্রধানমালের নিধনের পর, অপর মালগণ। লাউসেনের

(১) মালক—লাফ।
( ) দাবড়—প্রতাপের সহিত সবিক্রমে।
(৩) মহিম—যুদ্ধ।
(৪) সাপুর—ভেক বাং।
(৫) অহি—সর্প।

নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া কোনমতে প্রাণ লইয়া দেশে ফিরিয়া গেল।

লোকের মুখে এই সংবাদ ময়নামণ্ডলে প্রচারিত হইল। দেশবাসীর আর আনন্দের অবধি রহিল না। লাউসেন যমদূত সদৃশ মালকে মল্লযুদ্ধে যমালয়ে পাঠাইয়াছেন শুনিয়া, রাজা ও রাণী আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ণসেন, লাল শ্যামবর্ণের আগমনের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাণীকে নিবৃদ্ধিতার জন্য ভৎসনা করিলেন।

যাহাহউক, এই ব্যাপারে রাজা কর্ণসেনের মনে একটা বিষয়ে শান্তি জন্মিল, লাউসেনের বীর বিক্রমের কথা শুনিয়া রাণী রঞ্জাবতীর নিকট, —

"কর্ণসেন বলে যত পরে গেল ভয়,
যেখানে পাঠাব পুত্র সেই স্থানে জয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গৌড়যাত্রা।

(১)

কর্পূর ও লাউসেন আবার গৌড়যাত্রার পরামর্শ করিয়া রায় কর্ণসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন। লাউসেন গৌড় যাইবার অনুমতি চাহিলে রাজা বলিলেন, যাইতে পার, আমার বিশেষ আপত্তি নাই—রাণীর মত লও। নতুবা না হইলে আমি তাঁহার গঞ্জন সহিতে পারিব না।

লাউসেন ও কর্পূর রাণীর নিকট গৌড়যাত্রার প্রস্তাব করিলে, রাণী নানারূপ আপত্তি করিলেন। তখন কর্পূর একটী কথা বলিলেন,—

তুমি যার জননী, জনক যার রায়,
ধর্ম্ম যার সখা, তার কিসের অপায়। (১)

রাণী ধর্ম্মের অনুগ্রহে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। লাউসেন যখন ধর্ম্মের অনুগৃহীত, তখন ধর্ম্মই তাহার সমস্ত বিপদ নষ্ট

(১) অপায়—অভাব অপ্রতুল। এখানে অমঙ্গল।

কবিবেন বঞ্জা•এ কথাব প্রতিবাদ কবিতে সাহসী হইলেন না।

বাণী বলে সব সত্য, সাক্ষী (১ পেনু মনে,

না মানে প্রবোধ পাপ মাযেব পরাণে।

তাহা না হইলে—

কেবা না বাসনা করে যোগাং।

পুত্র বাজসভাব সাজবে—সকাবর নকট পুত্রের যোগ্যতাব পচাব হইবে সতা ত প্রার্থনায়।

জননী স্নেহবশে অনুমাত দিতে ইতস্তত কবিতেছেন দেখিয়া, মাতৃভক্ত লাউসেন দৃঢ়ভাব সহিত মাতাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।—

লাউসেন বলে মাতা না ভাবিও ভয়

জননীব আশিসে জগতে হয জয়।

কৌশল্যাব আশিসে ঠাকুব বঘুনাথ,

সবংশে বাবণবাজে কবিল নিপাত।

লবকুশে আনন্দে আশিস কৈল সাতা

সেই তেজে জিনে ২ তাবা, বাম হেন পিতা।

কুন্তীব আশিসে দেখ অর্জ্জুন দুর্জ্জয,

আজ্ঞা দেও বিদেশগমনে নাহি ভয়।

বাণী অনুমতি দিলেন আশীর্ব্বাদ কবিলেন, "সঙ্কটে নিবঞ্জন তোমাদেব সহায হউন। —আব তোমবা ভগবানেব

(১ সাক্ষী প্রমাণ এস্থলে প্রবাব আশ্বাস

(২) জিনে—জয় করে।

কৃপায় —আমার আশীর্ব্বাদে,

' বিপুদলদলনে হবে কালান্তক।

(২)

কপ্পুরসহ লাউসেন গৌড় অভিমুখে প্রস্থান করিলেন,—কয়েকদিন চলার পর একস্থানে তিনটা পথ দেখিতে পাইয়া লাউসেন কপ্পুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—গৌড়ের পথ কোনটা। কপ্পুর গৌড়ে যাইবার পথের সমস্ত অবস্থা সম্যক অবগত ছিলেন —তিনটা পথেরই অবস্থা বলিলেন। বলিলেন, তিনটাই গৌড় যাইবার পথ।—একটাতে যাইতে ছয় মাস একটাতে তিন মাস একটাতে ছয় দিন লাগে।—

লাউসেন বলিলেন, তবে ছয় দিনের পথে চল। কপ্পুর বলিলেন,—এই পথে যাইতে জলন্দার গড় অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। ঐ গড়ে এক ব্যাঘ্র আছে—তাহার নাম কামদল। গৌড়েশ্বর এই ব্যাঘ বধ করিতে আসিয়া অপমানিত হইয়া কোনমতে প্রাণ লইয়া পলাইয়াছেন। জল্লাদ শেখর নামে আর এক রাজা এই বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া সবংশে ধ্বংস হইয়াছে। অতএব এই পথে যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ কর।—

লাউসেন সঙ্কটের কথায় ভীত হইতেন না, বরং সঙ্কট অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে একটা উৎসাহের

সম্ভাব হইত।. এক্ষেত্রেও তাহাই হইল,— বলিলেন —"এই পথেই যাইব।

(৩)

লাউসেন জলন্দার গড়ে উপস্থিত হইয়া কপূরকে বলি লেন— 'আমি ব্যাঘ্র শিকারে যাইব, তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি কিয়ৎকালপর আসিয়া তোমার সঙ্গে আবার মিলিত হইব।' কপূর নিষেধ করিলেন কিন্তু লাউসেন তাহা শুনিলেন না।

বনে বনে ব্যাঘের অন্বেষণে ঘারা শেষে তাহাকে দেখিতে পাইয়া ঢাল ও অসিহস্তে লাউসেন ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিলেন।—

উল্টি বিক্রমে বাঘ ছাড়া দিল ঘায়,
কোপে তাপে বাঘে লাফে ঝাপাইতে (১) চায়।
দন্ত করি দম্ভ মারি খেদে (২) লাউসেনে,
বাঘাই ঘা ধূলা উড়ে উপবগগনে।
তপন তনয়ে (৩) যেন বধিল অর্জ্জুন,
সেইরূপ বাঘে, বড় বীর নিদারুণ।

— —

(১) ঝাপাইতে—আক্রমণ করিতে।
(২) খেদে—খেদায় তাড়াকরে।
৩) তপন তনয়—সূর্য্য নন্দন, কর্ণ।

পরিবারসহিত সেবক হয়ে সেবে,

জ্ঞানবান্ গৃহস্থ, যেমন শুকদেবে।”

আহারান্তে বসিয়া তাঁহারা বিশ্রাম করিতেছেন,--গ্রামে তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হইয়া পড়িল। চারিদিক্ হইতে লোক আসিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল।

ইত্যবসরে পান্নের কাছে ও কথাটা প্রবেশ করিল।—

“রাজসভা হ'তে পান যায় নিজধামে,

সহর বাজার পাড়া ধর ডানি বামে।

শুনে চান্দ চঞ্চল চাহিল চারিভিতে

কন্যকারপুরে দৃষ্ট হৈল আচম্বিতে। (১)

দেখিলেন দিব্য দেহ দুই ভাই, দেবদত্ত অসি ও ফলা সম্মুখে করিয়া বসিয়া আছেন —তাঁহাদের রূপের ছটায় এবং বিশ্বকর্ম্ম নির্ম্মিত চন্দ্রের চিত্র-ঘটায় ঘর আলোকিত হইয়াছে। —চান্দ দেখিলেন, —

“কত কাচা কাঞ্চন করিয়া কুচিকুচি

করেছে কতেক চিত্র মনোহররুচি।” (২)

চান্দের চিত্রগুলি মহানন্দে বিশেষমনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন।—চান্দ, গৌড়পতি বেণুরায় কর্ণসেন, রঙ্গাবতী চিত্রিত হইয়াছেন,—

(১ আচম্বিতে—হঠাৎ অকস্মাৎ।

(২) রুচি—দীপ্তি শোভা।

' বমতি গৌড় যত নানা বন্ধজনা
দে া সকল লোক, না দেখে আপনা। ১)

অনুসন্ধান কাবতে ক বে শেষে দে লেন, চিন্তিত লাউ সেনের পদতলে তান অঙ্কিত,—

"া া জুতাব মালা দিয়াছে গলায়,
এক গালে কালি তাব, আব গালে চুণ,
দে । কোপে জ্বলে যেন জ্বলন্ত আগুন।
ত্বিগুণ উ লে কোপ দেখয়া লাগা
কালবকান্তি যেন কাব ৩ ২ সাগ।

কোপে তাপে পাত্র আস্থব হইলেন। বাজসভা হইতে বিদায় হইয় নিঃ ।া আ স।ছেন। তাহাব চবিত্র লোকেব অবিদিত ছিল না। তাহাকে দেখিলে বমতিব লোকেব মনে হত ৮ ব ডা আসয়া চ কাব বা সর্বনাশ হয। আবিও—

"দেখ সবে বাল পাপ কাব দিবে মন্তাপ
া ব এব দেশেব আপদ।

পাত্র ভা ানাদিগকে দে া আপনাব গোড়াভিমুখে ধাবিত হইলেন। পথিতে যাইতে লাউ সেন ও কর্পূবেব বিনাশেব একটা মন্ত্রণা স্থিব কাবলেন এবং বাড়াব নিকট

১) আপনা নিজকে

(২) কলধৌত—স্বর্ণ। এস্থলে সো া ক ।াটী পার আছে বলিয়া কলধৌত সো া অর্থে উৎকৃষ্ট স্বর্ণ বঝি হইবে।

হাতী চোব বলে এ টে বুক যেন যায ফেটে,
বান্ধ বসে ‍া ব কাবাগাবে।
ও ব স্ব ‍ ‍া‍ া ব, ববিতে ন্যাবলি তাবে,
কালি পাঠাইব যমদ্বাবে।

মামাব বড সাব ভাগ‍নাব ‍বেব ছাতিটা লাগিতে ভাঙ্গেন তাই মহামদ ‍াব সহ ‍শ্বস্ত কোটাল ইন্দ্রজালকে বলিলেন —

“ খেতাল( ) না মাব ‍া‍া যাগাইবি ২) একবাতি,
কালি ছ তি ভ ঙ্গিব লা‍ি তে।

এই লিখা মহামদ বাটী চলি। (লেন।

(২)

ইন্দ্রজাল ন বেব সর্ব্ব , বিশে ‍ কম্মকাবপল্লীতে পচাব কবি‍,—

“এবানী প্রবয আছি পাব যাব ‍বে
ন দেখি নিস্তাব পাব, বাডাব হুকুম
এত বলি, ন গাব ৩) নিনাদে ডুম ডুম

কোটালেব ক । লাউসেনেব কাণে গেল লাউসেন কম্ম কাব লাউ‍কে ব লেন, আমাদেব এখানে থাকা

(১) খেতালে পদদলিত কবিবা
(২) যোগাইবি যোগাড কুরিবি অর্থাৎ একটা রাত্রি এই ভাবে রাখিবাব জন্ম যত্ন করিস্।
(৩) নাগারা—একরকম বাদ্যযন্ত্র।

তোমার পক্ষে নিরাপদ নহে, অতএব আমরা চলিয়া যাই।

লাউদত্ত হিন্দু। অতিথি সৎকার যে পরমধর্ম্ম তাহা সে বিশেষরূপে জানে। তার উপর আবার নামের সাদৃশ্য বশত. লাউসেন তাহাকে "মিতা" বলেন—ধার্ম্মিক মিত্র, অতিথি বাটিতে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবে ইহা তাহার প্রাণে সহিল না।

'যদি তুই শত বার, কহে কম্মকার
পাত্র লুটে লয় লউক জাতি কুল আমার।
তথাপ তোমাকে আমি দিতে নাহি ছেড়ে
চরণ আশ্রিত জনে না ফেলিব ঝেড়ে।
গৃহস্থজনার ধর্ম্ম অতিথির সেবা
যত ধর্ম্ম ইথাতে, কহিতে পারে কেবা।
অতিথিসেবায় পশু তরেষে পাতক,
অনাদরে অতিশয় সঞ্চারে নরক।
যে গৃহকালে অতিথি বিমুখ যায় যার
নিজ পাপ দিয়া পুণ্য হরে লয় তার।

লাউসেন বুঝিলেন, কম্মকারকে প্রবোধ দিয়া যাইতে পারিবেন না, না বলিয়া চলিয়া যাইবেন এরূপ সঙ্কল্প করিয়া নানাকথায় কম্মকারকে ভুলাইয়া বিদায় করিলেন।

ক্ষণকাল পরে কর্পূর ও লাউসেন কম্মকার গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া নিকটবর্ত্তী গোড়নগরে যাইয়া এক অশ্বথ তলায় আশ্রয় লইলেন।—লাউসেন বলিলেন, অশ্বথবৃক্ষ

পরম পবিত্র

এমন উত্তম স্থলে বসে যাও রজে (১)
না যাব অন্যের বাড়ি গেলে পাছে মজে। (২)

অহো ধন্য লাউসেন ধন্য তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি —

সাধুর শরীরে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় (৩)
পর পাছে পায় পীড়া এই বড় ভয়।

[illegible]শার

ভূতলে বিছানা বস্ত্র করিল শয়ন
নানা পুষ্প সুগন্ধ সঞ্চারে শরীর।

ক্ষণকাল পর

[illegible] মন্দ মন্দ বসন্তের বায়।

দুই ভাই গভীরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

(৩)

এ দিকে মন্দভাল সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। লাউসেন ও কর্পূর নিদ্রিত হইলে [illegible] পাটরাণী মালি বাড়কে আনিয়া মাহুত তাঁহাদের শিয়রে রাখিয়া কোটালকে সংবাদ দিল।

(১) রজে বলিতে
(২) মজে—নষ্ট হয় বিপদে পড়ে
(৩) সত্ত্বের উদয়—সত্ত্বগুণের আবির্ভাব। সত্ত্বগুণাশ্রিত ব্যক্তি পরের উপকার করিয়া আনন্দ লাভ করেন পরের দুঃখে কষ্ট পান

'শুনি সব, কোটাল সঘনে মারে হাক,
শিঙ্গা কাডা শবদে সঘনে পাডে ডাক।
জাগ ে ব নগব লোক নিশাভাগ ১) বাতি,
বাজাব মহলে হাব হৈল পাট শাতী।'

গোলমাল শুনিয়া লাউসেন ও কপূবের নিদাভঙ্গ হইল। তাহাবা সম্মুখে হস্তী দেখি া ভীত হইল। দেখিতে দেখিতে পাঁচ কোটাল দৌডিয়া আসিয়া লাউসেনকে ব াধিয়া ফেলিল। এই অবসরে কপূব পলায়ন ক বিয়া এক মদকেব (মাবাব) গৃহে আশ্রয় লইল।

প্রমাদ পডিল বড বঙ্গাব নন্দ ন।

বায লাউসেন পলাইতে চাহেন নাই চাহিলেও পারিতেন কি না সন্দেহ কাবণ তাহাব প্রতি সকলেব লক্ষ্য বেশি ছিল।

হাতী চোব এলে হে কোটালেব যূথ, (২)
সহসা সেনেবে বান্ধে যেন যমদূত।

সেনেব প্রতি যতদূর সম্ভব দুর্ব্যবহাব কবা হইল, প্রহাবে সেনেব শবীব জর্জ্জব হইল,—কবি বলেন —

'কোটালে, বাতব বায কবে নিবেদন
প্রহাবে পবাণ যায বাখহ জীবন।

---

(১) নিশাভাগ রাতি গভীর রাত্রি দ্বিপ্রহর রাত্রি।
(২) যূথ—দল।

শুন ওহে কন্দুবাল আমি নম চাব
মনে জন মিছ কেন প্রাণবধ মোব।
াপন মাপ দাসব সাক্ষা বক্ষ ণাম
অভাগাব নাাম কহ কব কাব ঠাঁ।
ধবস কবল ধম্ম দেব চূডামণি
শাব সাক্ষা পাবে কাপি পভা ধবজনা। (১
ইন্দ্রমেট বলে হ া অপরূপ বাণী
শোন ব চোবেব মং ধবম কাহিনী

এইরূপ বা্যব —

তন্নিম যন দাওে গলে বাকে
াস শিকাতনম (২ ন গবাস্ল চান্দে।
সমগবসম াাব অন্ধকাবাবে
নি য কোটাাল শয নে বন্দী কবে।
ভক্তেব সেবক বন্দী ত্রূপে বস
ভক্তজন পীড়া পায় প্র অঙ্গ দহে।

প্রভু লাউসেনেব বিপদ জানিযা হনমানকে পাঠাইলেন। হনুমান লাউসেনেব বন্ধন দূব কবিয়া বলিলেন তোমাব কোন চিন্তা নাহ। আম এখনই বাজাবে স্বপ্নে সকল কথা বলিব।

(১ প্রভাতরজনী রজনীপ্রভাতে রজনী প্রভাত হইলে।
(২ সিহিকাতনব রাহ

'এত বাল উপনীত ভূপতিব আগে,
শিযবে স্বপন কন কাল ( ) নিশাভাগে।
অবিচাবে কাবাগাবে ধৰ্ম্মেব কিঙ্কব,
অপবাধ বিনা বান্ধ, বকে নাহ ডব।
সাধ কবি সাক্ষাৎ কবিতে ল বৈভাব,
বক্লাব নন্দন তুই,—নয নন্দী চোব।
ভাল চাও, ছাড়ি দেও, এক লাঙমেনে,
নতুবা ইহাব ফল দিব এক্ষণে।

স্বপ্ন দেখিযা ভূপাত শিহবিযা উঠিলেন। কোনমতে বাত্রিটা কাটাইয়া প্রাতে সভায় আসিযা বসিলেন,—

গত বাবে কেবা হাতে স্বব নন্দ মোব
কেবা বন্দী বিদেশী, ছাডিব কব চোব।

ইন্দ্রজাল পাদেব ইঙ্গিতে লাউসেনেব অসি, নাম ও পবিচ্ছদ কাড়িয়া লইল এবং তাহাকে নানারূপে কালি মাখাইযা মলিন কবিযা, বাজাব নকট হাজিব কবিল।

চোব শুনি, ভূপতি চঞ্চলদিঠে (২) চায়,
দ্বিজ নৃপ সভা বন্দি দাড়াইল ব য।

সভাস্থ লোক সকলে একবাক্যে বলিতে লাগিল, এব্যক্তি কখনই চোব নহে বাজাও তাহাব আপাদমস্তক লক্ষ্য কবিযা দেখিলেন,—তাহাতে মহাপুরুষেব চিহ্ন ভিন্ন চোবেব কোন

(১) কালনিশাভাগে—ঘোর রাত্রিতে গম্ভীর রাত্রিতে।
(২) দিঠে—দৃষ্টিতে।

লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। সূর্য্যের উদয়ে বায়ের শরীরে ঘর্ম্মের আবির্ভাব হওয়ায় গায়ের কালি গলিয়া গেল, শরীরের স্বর্ণকান্তি প্রকাশ হইয়া পড়িল।—রাজা লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন,—

"আজানুলম্বিত বাহু সুললিত অঙ্গ,
উপনীত অবনীতে সাকার অনঙ্গ।
পরিসর (১) কপালে বিরাজে রাজদণ্ড
নয়ন কমলদল, প্রভাতে প্রচণ্ড। (২)
ধর্ম্মের চরণ চিহ্ন শিরে শোভে অতি, (৩)
তখন স্বপন সত্য বুঝিলা ভূপতি।
চোরের চরিত্রচিহ্ন চঞ্চলচাহনি,
কোন দোষ না দেখি সদয় নৃপমণি।'

তখন,—

"লাউসেনে নৃপতি (৪) সুধান সবিশেষ,
কি নাম, তনয় কার, বাড়ী কোন দেশ?
এবেশ, বয়েস (৫) এই, এদেশে আসিয়ে,
কি সাহসে পাট হাতী নিলে চোর হয়ে।"

(১) পরিসর—প্রশস্ত, বিস্তৃত।
(২) প্রচণ্ড—উজ্জ্বল তেজ পূর্ণ।
(৩) লাউসেনের মস্তকে ধর্ম্মের পাদুকার চিহ্ন ছিল। অন্যত্র আছে, 'শিরে ধর্ম্মপাদুকার চিহ্ন।
(৪) সুধান—জিজ্ঞাসা করিলেন।
(৫) বয়েস—বয়স।

"ঈষৎ হাসিয়া সেন কন করপুটে,
হাতী চোর না শুনি এত দুঃখ ঘটে।
পাটে রাজা থাকিতে কোটাল যায় লুটে—
মুখে বৈসে সরস্বতী তাই কথা ফুটে—
কলিকালে গ্রাম কর বুদ্ধির কুমার
অসাক্ষাতে কে জানে একের আচার
মহামদ আর সহ্য করিতে পারিলেন না
পাত্র বলে বড় ন আটুনি করে চোর
মরণ নিকট বুঝি বাড়ে এত জোর। (২)
সেন বলে শুন পাত্র সব জান যারে,
কিবা সাধু চোর পিছে পরিচয় পাবে।
চোরা মোরা চোর বলি কি করিতে পারি
ধর্ম্ম কিন্তু আছেন অখিল আধকারী।

সেনের সঙ্গে পাত্রের একপ বাক্যান্তরের পর সেন রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন চোরটা ঠিক ধরিয়াছেন। রাজার হাতটা চুরি করিয়া শিয়রে বাঁধিয়া চোর ঘুমাইয়াছিল —

চোরের উচিত বটে এরূপ কাজ
পাত্র বড় পণ্ডিত পেয়েছ মহারাজ।

রাজা লাউসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাল, তুমি যে

(১) আঁটুনি কথার বাঁধুনি কথার আড়ম্বর।
(২) জোর। অহঙ্কার দম্ভ। গর্ব্ব

বলিলে তোমার জিনিষপত্র লুট হইয়াছে, তোমার কি কি জিনিষ গিয়াছে?—সেন বলিলেন,—

"সঙ্গী চোর সহবে, আনিয়া দেখ সাজ (১),
সেই সব বসন ভূষণ মহারাজ।
অনুপাম অপর আনাও ফলা অসি
কিরণে পূর্ণিমাভ্রম কুহুর তামসা (২)।"

স্বপ্ন দেখিয়া রাজার মনে বিষম আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল। তিনি এখন নিশ্চিত বুঝিলেন যে, পাত্রের ষড়যন্ত্রে এব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়াছে। তখন অতি ক্রোধভরে বলিলেন,—কুমারের সমস্ত জিনিষ এখনই চাই।

ইন্দ্রজাল, সমস্ত হাজির করিল।—লাউসেন বলিলেন, জিনিষ ত পাইলাম, আমার সঙ্গী চোরটা কই? তাহাকেও চাই। তখন রাজাদেশে কোটালগণ সত্বর অন্বেষণ করিয়া মদনের গৃহ হইতে কর্পূরকে আনিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিল।

লাউসেন ও কর্পূর নিজ নিজ পরিচ্ছদ পরিয়া রাজসভায় দাঁড়াইলেন,—বোধ হইল যেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় উপস্থিত।

"দেখিয়া ভূপতি অতি আনন্দে মোহিত,
ফলা অসি দেখি মনে সবাকার চিত।"

(১) সাজ—পরিচ্ছদ।
(২) কিরণে পূর্ণিমাভ্রম কুহুর তামসী—অমাবস্যার অন্ধকারবরাত্রিতেও যাহার কিরণে পূর্ণিমারাত্রি বলিয়া ভ্রম জন্মে।

দুই জনে পরিচয় মাগে মহীনাথ,
কহিতে লাগিলা সেন যোড় করি হাত।
অবনী অনল অংশে (১) উদধি সমীপ, (২)
নিবসতি ময়নানগর নবদ্বিপ।
রায় কর্ণসেন যায় স্থাপিত তোমার (৩),
এই অভাগিয়া (৪) দুই তনয় তাহার।
মুখ্যহাতী-চোর নাম লাউসেন মোর,
ছোট ভাই কর্পূর আমার সঙ্গী চোর।
শালে যে শরীর ত্যজি পূজিল শ্রীধর্ম্ম,
সেই রঞ্জা জননী জঠরে মোর জন্ম।
মেসো মহারাজ সঙ্গে সাধ ছিল দেখা,
সিদ্ধ হৈল, দুঃখ কিন্তু কপালের লেখা।
কহিতে কহিতে আঁখি করে ছল ছল,
মোহে (৫) মহারাজার নয়নে বহে জল।"

সভাস্থ জন চিত্রার্পিতের ন্যায় নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া লাউসেনের পীযূষ বর্ষিণী বাক্যাবলী শুনিতেছিলেন। রাজা কুমারদ্বয়কে নিকটে বসাইয়া কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা

(১) অবনী-অনল-অংশে—পৃথিবীর অগ্নিকোণে। দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে।
(২) উদধিসমীপ —সমুদ্রের নিকট।
(৩) তোমার স্থাপিত রায় কর্ণসেন যেস্থানে ('যায়') বাস করেন।
(৪) অভাগিয়া—দুর্ভাগ্য।
(৫) মোহে—স্নেহে।

কবিলেন, — যখন,

ঢ’ভেযে (১) ভূপতি অতি কবিলা আদব,
তা দেখি পাবেব মাণ্ড পডিল বজ্জব (২)।

(৩)

মহামদ ব্যর্থমনোবথ হইলেন। লাউসেনকে বিনাশ ববিবাব কল্পনা ক বযাছিলেন কিন্ত তাহাব কিছুই কবিতে পাবিলেন না নিজেই অপাতভ হইলেন।

মহামদ অতি কূটবুদ্ধি অতি পাযণ্ডপ্রকৃতি—অতি জিঘাংসাপবাষণ লোক ছিলেন। দুষ্টবুদ্ধি তাহাকে কখন ছাডিযা যাইত না। একটা কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইযা তিনি হতাশ হইতেন না স্বার্থে তাহাব উৎসাহ অপবিমিত ছিল। লোকসমক্ষে তাহাব দুষ্কাযা পকাশ পাইলেও তিনি লজ্জা বোধ কবিতেন না। পাপ দুষ্টেব, নির্লজ্জতাই প্রধান লক্ষণ।

বাজা লাউসেনেব সম্মান কবিলে দেখিযা পাত্রেব মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তখনই তাহাব মনে কত পৈশাচিক কল্পনা ফুটিযা উঠিতেছিল, কে বলিবে। কবি বলিতেছেন

মূঢমতি মহামদ মনে মনে কবে
এ দু’ ছোডা কেমনে যাইবে যমঘবে।

(১) দু’ভেয়ে— দুই ভাইকে।
( ) বজ্জব—বজ্র।

অধোমুখ রাব এত(ভাবিতে ভাবিতে
অসতে অসং যুক্তি এল আচম্বিতে।

মহামদ হঠাৎ ক্রোধের ভান করিয়া সভা হইতে উঠিয়া চলিলেন আকারে ইঙ্গিতে কথার ভঙ্গীতে রাজাকে বুঝিতে দিলেন যে মহামদ বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রকাশ্যে বলিলেন—মহারাজ এখন বিদায় হই, বাসায় গিয়া কার্য্য দেখি। এখন আপনার আপন লোক আসিয়াছে, তাহাদের লইয়া সানন্দে রাজ্য করুন। এখন ত আর গুরুতর কার্য্য নাই আমার পরামর্শেরও প্রয়োজন নাই। যেখানে কথা না থাকে, সেখানে থাকিবার প্রয়োজন দেখি না।

তখন রাজা অনুরোধ করিয়া পাত্রকে বসাইয়া বলিলেন—বৃথা ক্রোধ কর কেন? স্থির হইয়া সমস্ত বিষয়টা বল।

পাত্র বলিলেন—আমাকে প্রবোধ দিতেছেন মহারাজ একবার চিন্তা করুন দেখি

আমার ভাগিনা হলে আমি নাহি চিনি
সভাটা ভুলালে চোরা—জানে কি মোহিনী।
বঙ্গাসুত সত্য যদি কহবে স্তবিতে
কোন পথে এলি গৌড়ে ময়না হইতে।"

রায় লাউসেন ময়না হইতে যে রাস্তায় আসিয়াছিলেন তাহার কথা বলিলেন

(১) এত—একাকী।

'পাত্র বলে একথা নিশ্চয় হতো চোরা
জলন্দার বাঘ যে (১) তোমার হতো জোরা (২)।
নবলক্ষ বলে তারে নাহি পেল আট (৩)
বৃথা বাবা পাগল বুকের বড় পাট (৪)।'

কথাটা বড়ই শক্ত হইল। নবলক্ষ সেনা লইয়া জলন্দার বাঘ মারিতে পারিলেন না, রাজা স্বয়ং অন্ধ হইয়া আসিয়াছেন সেই জলন্দার গড় পার হইয়া আসিয়াছে কথাটা নিতান্তই অবিশ্বাস্য। রাজার মনে ও সন্দেহ হইবারই কথা —

এত শুনি ভূপতি সেনের পানে চান
কপূর যোগান আনি পথের নিশান (৫)।
সেন বলে শ্রীধর্ম্মপ্রভুর কৃপাবলে
দেশে মারি মত্তবালে পা । কামদা ।
এত বলি মল্লডোর (৬) দিল বিদ্যমান,
অপ্রবঞ্চনা তেজ শার্দ্দূলের কাণ।

১) যে—যদি।

২) তোমার জোরা তোমার সঙ্গে লড়িবার জোরা (জোরদার) কাহারও মত যোড়া অর্থাৎ তুল্য

(৩) আটা আয়ত্ত করা শাসন করা।

(৪) বুকের পাটা—বুকের বিস্তৃতি এস্থলে সাহস।

(৫) নিশান—চিহ্ন।

(৬) মল্লডোর—মল্লগণ মাথায় যে ডোর বাঁধে তাহাকে মল্ল ডোর' বলে।

সারি সারি জা চিহ্ন যত দিল ভেট (১)
সবে হরষিত দেখে পাত্র হল হেঁট।

ক্ষণকাল অধোবদনে থাকিয়া তুষ্টচূড়ামণি মহামদ রাজাকে বলিলেন,—মহারাজ চোরার চণ্ডসিদ্ধি আছে।—

মণ্ডবশে চণ্ডুকে (২) যোগায় এসে সাজি
কত ৩ এমন লোকের আছে বাড়ি।
তবে যে নিশ্চয় হয় বঙ্গার নন্দন
হাতাহাতি হাতীর সহিত দেহ রণ।

সেন বলে হস্তী নরে রং অসম্ভব
পাত্র বলে চোরের চরিত্র শুন সব।
কৃষ্ণহাতে মৈল কেন কংসের কুঞ্জর
সেন বলে এই বটে উচিত উত্তর।
আপনি ঈশ্বর তাহে অখিলের নাথ
কোন ছার কুবলয় (৩) কৃষ্ণের সাক্ষাৎ।
মাতঙ্গ মানবে যুদ্ধ বচন বিচিত্র
পাত্র বলে দেখে রাজা চোরের চরিত্র।

(১) ভেট উপহার

(২ চণ্ড—দৈত্য

(৩) কুবলয়—কুবলয়াপাড নামে এক দৈত্য কংসের আদেশে হাতীর রূপ ধরিয়া কৃষ্ণকে বধ করিতে চেষ্টা করে এবং কৃষ্ণের হাতে নিহত হয় কুবলয়াপীড শব্দের পরিবর্তে একদেশ কুবলয় ব্যবহৃত হইয়াছে।

দুর্জ্জয়-দেবীর দাস (১) বাঘ কানদল
তাকে চেয়ে (২) হাতীটা কতেক ধবে বল।
এ ন বলিলে বটে মেলে মত্ত নাল
জুয়াচোর বেটার সকল ক। গাল (৩)।
তবু তুমি কি বুঝে চোবের কথা ধর
ইহার উচিত শাস্তি এইখানে কর।

ভুলিল ভূপতি ভব্য অভব্য বচনে (৪)
আপনি বালেন বাজা যুঝ (৫) হাতী সনে।
তবে চিত্ত প্রবোধে (৬) পরম প্রীত পাই।
ধর্ম্ম ভাবি সেন কন ভাল চল যাই।

আর কি পাত্র ভাবিল এইবার তাহার অভীষ্টসিদ্ধি হইল। হাতীর সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ হইলে যে মানুষ মরিবে তাহাতে সন্দেহ কি? তথাপি মাহুতকে এ বিষয়টা বলিয়া দেওয়া উচিত।

তবে পাত্র যেয়ে কন মাহুতের কানে
মদমত্ত কর হাতী নিবি সাবধানে।

(১) দেবীর দাস বাঘটা পূর্ব্বজন্মে ভগবতীর অনুচর ছিল
(২) তাকে চেয়ে তার চেয়ে তদপেক্ষা।
(৩) গাল—মিথ্যা কপট।
(৪) ভব্য—ভদ্র সাধু।
(৫) যুঝ—যুদ্ধ কর।
(৬) প্রবোধে—প্রবোধ পায় সংশয় দূর হয়।

বধিয়া পাপিষ্ঠ তুই (১) দূর কর তাপ,
দ্বিগুণ মাহিনা দিব জান মোর বাপ।"

তাই করা হইল। হাতীকে মদ খাওয়াইয়া মত্ত করা হইল। হাতীটা এমনি মাতাল হইল যে, তাহাকে থামাইয়া রাখা দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইল।

"জ্ঞানহত হলো হাতী চুটিল সহরে
হুসার হুসার (২) পিঠে মাহুত ফুকারে। (৩)
সট্ সট্ সঘনে শুঁড়ের শুনি সাড়া,
দু'পাশে বাজার ভাঙ্গে লোক খায় তাড়া।
একে মত্ত মাতঙ্গ, মদিরা-মুখে (৪) মাতে,
বশ করি দশ দশ অঙ্কুশ আঘাতে।
দুড় দুড় দু'পাশে দেয়াল পাড়ে দাঁতে,
পরিসরস্থানে নিল যেনেবে যুঝিতে।
ঘুঁশ ঘুঁশ নাসিকানিশ্বাসে বহে ঝড়,
বড় বৃক্ষডাল ভাঙ্গে শুনি মড মড়।"

এই হাতীর সঙ্গে লাউসেন যুঝিবে। দেখিবার জন্য

---

(১) লাউসেন ও কর্পূর।

(২) হুসার—হুসিয়ার, সাবধান।

(৩) ফুকারে—উচ্চৈঃস্বরে বলে।

(৪) মদিরামুখে—মদের উত্তেজনায়। সমস্ত পঙ্‌ক্তিটির অর্থ এই,—একে হাতীটা নিজেই প্রমত্ত, তার উপর আবার মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছে।

সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়াছে। মানুষের সঙ্গে হাতীর যুদ্ধ এমন অন্যায় কথা কেহ কখনও শুনে নাই। সকলেই পাত্রের নিন্দা করিতে লাগিল।

"হাহাকার করে সব দেখি যুবরাজ
কেহ বলে পড়ুক পাত্রের মুণ্ডে বাজ। (১)
এহেন কুমারে মারে টোয়াইয়া (২) করা,
কেহ কহে বুঝবে কুমার হরে হরি। (৩)

চারিদিকে কাহারা রব হইয়াছে মধ্যে হস্তী ও লাউসেন। দর্শকমণ্ডলী যুদ্ধস্থলে চারিদিকে দাঁড়াইয়া।

মহাপাত্র দেখিল লাউসেন মহাবিক্রমশালী যুবক। তাহার সঙ্গে কপূর, সও বাবপুরুষ। কি জানি যদিই দুই জনে হাতীকে বদ্ধ করিয়া ফেলে তবে ত সব উদ্দেশ্যই পণ্ড হইবে। এই জন্য মহামদ বলিল,—কলিকালে যুদ্ধ জয় করিবার জন্য লোকে অন্যায় যুদ্ধ করিয়া থাকে। এক্ষেত্রে তাহা হইবে না দুই জনে একসঙ্গে এক হাতীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে না।

'দুই মল্ল যেখানে কি করে এক গজে।

তখন রাজাও এই কথাই বলিলেন সুতরাং একা লাউসেনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

(১) বাজ—বজ্র।
(২) টোয়াইয়া—লেলাইয়া ইঙ্গিত করিয়া।
(৩) হরি—সিংহ।

লাউসেন ধর্ম্মকে ধ্যান করিলেন মল্ল গুরু মারুতিকে প্রণাম করিলেন —রাজা, মন্ত্রী এবং অন্যান্য গুরুজনকে অভিবাদন করিয়া কুঞ্জরের প্রতি ধাবিত হইলেন। এদিকে মাহুতের ইঙ্গিতে

চালিয়া চঞ্চল শুড় ধাইল কুঞ্জর
স্ববল সাধিয়া (১) সেন শূন্যে করে ভর। ২
দুই বীরে বেড়াবেড়ি বার তিন যায়
জ্ঞানহত হয়ে হাতী ছুটে পড়ে গায়।
অমনি এড়ায় বায় উভ উভ ৩) লাফে
বীর দাপে (৪) চলিতে চরণে মহী কাঁপে।
ধাবয়া হাতীর শুঁড়ে দিল মাথা ঠেলা
হটে হাতী মাহুত হাঁকালে (৫ হেন বেলা।
দু বীরে বাড়িল বড় দড় দড় যুদ্ধ
রণধ্বনি অবনী আকাশ কৈল রুদ্ধ।
শুড়ে করী সাপটি সেনের ধরে পায়
বীর বলে ঝেড়ে ফেলে লাউসেন রায়।

(১) স্ববল সাধিয়া—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মল্লগণ নিজে নিজে লাফ ঝাপ দেয় তাহাকে স্ববলসাধন বলে

(২ শূন্যে করে ভর—লাফ দিয়া শূন্যে উঠে

(৩) উভ—উচ্চ

(৪) বীর দাপে—বীরদর্পে

(৫ হাঁকালে—চালাইল

বীর কুর্ণি কুঞ্জরে কুপিয়া মারে সেন,
কোপে গর গর (১) করী মুখে ভাঙ্গে (২) ফেন।
বায়ুবেগে ধায়, তবু বিদারিত আঁত,
সাহসে সম্মুখে সেন ধরে দুটা দাঁত।
শুঁড়ে দিয়া মাথা ঠেশ মেলে বজ্র লাথি
ছাড়িয়া চীৎকার শব্দ পাছু হটে হাতী।
মাহুত ফিরায়ে রাখে অঙ্কুশের ঘায,
রণে রঙ্গ তেড়ে পুনঃ প্রবেশিল বায।
দুই বীরে বিবাদ বাড়িল দড় দড়,
মাতঙ্গ মাতিয়া মদে রণে হৈল বড়।
ঘাড়ে মুড়ে শুঁড়ে বেড়ে বঙ্গার নন্দনে,
হাহাকার করে লোক শোক পেয়ে মনে।
আছাড় মারিতে ভ্রম করে অনুবন্ধ, (৩)
তা দেখি বাড়িল বড় পাত্রের আনন্দ।
হেন কালে বঙ্গার নন্দন মহাবীর,
চরণে চাপিয়া গলা ধরিল হাতীর।
তখন কাতর হয়ে লাউসেনে ছাড়ে,
কোপে পুনঃ ঘাড়ে মুড়ে শুঁড়ে বেড়ে তারে।

(১) গরগর—পরিপূর্ণ।
(২) ভাঙ্গে—বাহির হয়।
(৩) অনুবন্ধ—উপক্রম।

পৃথিবীতে ফেলে, পেটে প্রবেশিতে (১) দম্ভ,
হেন কালে স্মরণে সদয় হনুমন্ত।
যার দাপে কাঁপে মহী, (২) অহি, (৩) লঙ্কাপতি,
যে জন খণ্ডালে প্রভু রামের দুর্গতি।
হেন হনু ভর করে ভকতের (৪) ভুজে
বীর দাপে ঝেড়ে ফেলে মদমত্ত গজে।
কাঁপে পুনঃ মত্ত করী অরি মুখে ধায়
বজ্র চড় চাপটে চাপট মারে (৫) বায়।
মাতঙ্গ লঙ্ঘিয়া পড়ে মারিয়া ফলঙ্গ, (৬)
হুতাশেতে হুটারে (৭) মাহুত দিল ভঙ্গ।
দড় দড় বিবাদ বাড়িল দুই দলে,
মহাযুদ্ধ মাতঙ্গ মানবে মহীতলে।
দেবতা দানবে যেন দারুণ মহিম,
কুঞ্জর কীচক মাঝে, লাউসেন ভীম।

---

(১) প্রবেশিতে প্রবেশ করাইতে বিধিতে।

(২) মহী—এস্থলে দুই অর্থে ব্যবহৃত মহীরাবণ ও পৃথিবী।

(৩) অহি—এই শব্দটাও দুই অর্থে ব্যবহৃত অহিরাবণ ও অনন্ত নাগ।

(৪) ভকত—ভক্ত।

(৫) চাপট—চাপড় এস্থলে চাপটমারে —আঘাত করে।

(৬) ফলঙ্গ —লম্ফ।

(৭) হুটারে—হুটাবিবা, হুঁচট খাইয়া, এস্থলে হাতী হইতে পড়িয়া।

সাহসে ঝাপটে সেন টিপে ধরে টুঁটী (১)
করি বুক্তে, কুপিষা মারিল বজ্র মুটি। (২)
ভুর ভুর্ উঠে রক্ত ভেদি কুম্ভস্থল,
হতপ্রায় হলো হাতী হযে ক্ষীণবল
ছট ফট করে হৈল ভূতলে নিপাত,
দর করে দপেতে দন্তীর ‹ টা দাঁত।
পর্ব্বত প্রমাণ হাতী রণে হৈল ক্ষয
কৃষ্ণ হাতে যেমন কংসের কুবলয। (৩)
স্কন্ধে দন্ত হাতীর, বাধর সর্ব্বগায,
কৃষ্ণ বলরাম যেন নাচিয়া বেড়ায়।

বাড়ার হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হইল শ্যালিকানন্দন লাউসেন জয়ী হইলেন, এজন্য আনন্দ সাধের পাট হস্তী নিহত হইল, এজন্য বিষাদ।

উপস্থিত দর্শকবৃন্দ সেনের বিক্রম দেখিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল, ধর্ম্মের সেবকের ধন্যবাদে দিঘণ্ডল মুখরিত হইল।

'পাট হস্তী হৈল যদি সমরে সংহার
সেনের গুণের মামা চিন্তে আর বার।

(১) টুঁটী—গলনালী।
(২) বজ্র মুটি—বজ্রমুষ্টি। ঘুষি।
(৩) কুবলয—কংসের হাতী। (পূর্ব্বে ইতিহাস বলা হইযাছে।)

জীয়াতে (১) বলিব হাতী, অতি অসম্ভব,
এ কথায় অবশ্য হইবে পরাভব।

দুষ্টের হৃদয়ের দুষ্টবুদ্ধির পরিমাণ হয় না। মহামদ কুমন্ত্রণার অক্ষয় ভাণ্ডার মনের মধ্যে সংস্থাপিত করিয়া বসিয়া আছেন।—হাতী মারিবার পর নূতন বুদ্ধি বাহির করিল

পাত্র বলে —মহারাজ, নিবেদন এক,
এ কালে তোমার দারুণ দেখি ঠেক। (২)
পূর্ব্বাপর প্রমাণ, প্রবীণ লোকে গায়
পাট হস্তী পড়িলে প্রবল পীড়া পায়।
কি করিলে কি হইল, মরিল মাতঙ্গ
হত হতে হাতীটা কংসের ছত্রভঙ্গ। ( )
অশ্বত্থামা হাতী মলো ভারতের রণে
কোথা গেল কুরুবংশ বুঝে দেখ মনে।

এখানেও দেখিতেছি,

সেইরূপ ঘটিল অশেষ অমঙ্গল
শুনিয়া ভূপতি ভয়ে ভাবিয়া তরল। (৪)
রাজা বলে কেমনে বিপত্তে তরে তরি
পাত্র বলে শুন ত মন্ত্রণা দিতে পারি।

(১) জীয়াতে—বাচাইতে।
(২) ঠেক—বিপদ
(৩) ছত্রভঙ্গ—রাজ্যনাশ
(৪) তরল—চঞ্চল।

মহামদ মন্ত্রণা দিতে পারিবেন না কেন? দুষ্টবুদ্ধির ত অভাব নাই। বলিলেন,—মহারাজ লাউসেন ধর্ম্মের সেবক—ধর্ম্মপ্রভাবে না হইতে পারে, এমন কার্য্যই নাই। এব্যক্তি যদি বঙ্গের কুমার লাউসেন হয় তবে ধর্ম্মের কৃপায় কুঞ্জরের প্রাণ দিতে পারিবে। তাহাকে হস্তীটী পুনর্জ্জীবিত করিতে আদেশ করুন।—রাজাও তাহাই করিলেন। লাউসেন বলিলেন,—

যে ভাবি মন্ত্রণা দিলা মামা মহাশয়,
অপরাধ বিনা মেসো, সে হবার নয়। (১)
ভাল, হাতী জীয়াইব ধর্ম্ম কৃপাবলে,
এত বলি স্নান পূজা কার গঙ্গা জলে।
ধর্ম্মপদ ধ্যান করি ধূলায় লোটান,
উদ্ধারহ দানবন্ধু অখিল আধান। (২)
*   *   *   *
অনাথবান্ধব আর বাঞ্ছাকল্পতরু,
এই দুই নামের ভরসা করি গুরু। (৩)

(১) দুইটী পঙক্তির ভাব এই—মেসো মহাশয় আপনাকে মাতুলমহাশয় যাহা ভাবিয়া (অর্থাৎ আমার ত্রুটী ধরিয়া আমাকে বিপন্ন করিবেন এই মনে করিয়া) মন্ত্রণা দিয়াছেন আমার যখন অপরাধ নাই তাহা কখনই হইবে না।

(২) অখিল আধান—জগতের আশ্রয়।

(৩) গুরু—অতিশয় বেশী।

প্রতিজ্ঞা করেছি আমি দেব ধর্ম্মরাজ
হস্তীর জীবন দিব প্রভু রাখ লাজ।

এইরূপ স্তব করিয়া হাতীর মস্তকে অর্ঘোদক সেচনের পর,

'উঠ উঠ বলি হস্ত বুলাইলে গায়
উঠিয়া সেনের পায় কুঞ্জর লোটায়।

আর কথা কি? সেনের বিরুদ্ধে বাদবার আর কি আছে? সকল পরাস্কার—আজ সেন উত্তীর্ণ। এ সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া—

রাজ্যের সহিত রাজা হইল বিস্ময়,
হাতী পেলে পরাণ, সেনের হলো জয়।
বাজিল বিজয় বাদ্য উঠে জয়ধ্বনি
কুমার করিল কোলে ভূপতি আপনি।

রাজা যখন সকলের মুখে শুনিতে লাগিলেন,—লাউসেন মনুষ্য নয় ধর্ম্মের অবতার তখন নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত সভার সমক্ষে প্রকাশ করিলেন,—

"শুনি সব সহস্র সেনের গান গুণ,
পাত্র বসে লাজে,—জোঁকের মুখে চুণ।"

(৪)

লাউসেনের জয় জয়কার হইল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া লাউসেনকে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও ঘোটক দেওয়ার আদেশ

কবিলেন। পাত্রের পা। বড ড কাবতে লাগিল নং।
বাজেব আদেশ শুনিয়া পাত্র —

'মনে করে, বগুাব পাথব ক্ষেপা ঘোড়া
বিচিত্র দেখিয়া তার যদ না ছোড়া।

তবে হয ত ভাগনার মামাকে ঘোড়ার পৃষ্ঠ পবিষ্কার হইতে পাবে।

এইরূপ মনে মনে কল্পনা কাবয়া মহারাজকে বলিলেন,— অশ্বশালা হইতে শ্রীমান নিজে একটা অশ্ব বাছিয়া লউক। বাজা সম্মত হইলে লাউসেন তখন শালা হইতে বাছিয়া সেই ক্ষেপা ঘোড়াটীই বাছিয়া লইলেন। ঐ ঘোড়াটী অতি সুশ্রী কিন্তু, উহাতে আরোহণ করিতে গিয়া অনেকে বিপন্ন হইয়াছে, এইজন্য তাহাকে এই ঘোড়াটি দিবার জন্য পাত্রেরও আগ্রহ ছিল।

এই ঘোড়াটীর নাম বগুাব পাথর। সূর্য্যের রথের একটী অশ্ব লাউসেনের জন্য জন্মগ্রহ কবিয়াছিল সে এই 'বগুাব পাথব'।

লাউসেন অশ্ব লইয়া রাজসভায় আসিলেন।

হয় (১) দেখি কয় সবে এই ক্ষেপা ঘোড়া
যার গুণে, সদার সেপাই সব খোঁড়া!

সভাস্থ সকলে ভাবিল হায় একি কল সেন ক্ষেপা

(১) হয়—ঘোড়া।

(৫)

রাজা লাউসেন ও কর্পূরকে অন্তঃপুরে পাঠাইলেন। ইহারা রঞ্জাবতীর পুত্র কি না, এত পরীক্ষার পর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার আর কোন কারণ দেখিলেন না। অন্তঃপুরে গিয়া,—

'পরিচয় দিয়া তোতে, মামীর চরণ
বন্দিতে বলেন মামী, —এস বাপধন।
কল্যাণ কুশলে থাক কুমার যুগল,
ভাগ্যবতী রঞ্জার ভরসা বক্ষি বল।

মামী আদর করিলেন বাড়ীর কুশলমঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন। সেন সমস্ত বলিলেন। অনেকদিন বাড়ী হইতে আসিয়াছেন, পিতামাতা চিন্তিত আছেন, এইসব বলিয়া মামার নিকট বিদায় লইয়া রাজার নিকট দেশে যাইবার জন্য বিদায় চাহিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে নানাবিধ বহুমূল্য পুরস্কার দিবার জন্য আদেশ করিয়া দেশে যাইবার অনুমতি দিলেন।

পাত্র দেখিলেন, শত্রু নিরাপদে চলিয়া যায়। এইবার গেলে,—আর যে কখনও কিছু করিতে পারিবেন সে আশা থাকে না। কোন কৌশলে লাউসেনকে রাজকার্য্যে সংসৃষ্ট রাখিতে হইবে। তাহা হইলে সুবিধা পাইলেই তাঁহাকে সঙ্কটে ফেলিতে পারিবেন।

এখন চিন্তা কি সূত্রে তাহাকে বাঁধা যায়? নানারূপ

ভাবনা কবিতে লাগিলেন। ।উসেন ন পশান কাবতে উদ্যত হইলেন,

হনকালে ভাবে পা বাথাব চাকব,
সঙ্কট পাঠান, েন ে বাবেব।
স্যাহনা কবিব কিছু কনে ে।ব বৰ
পান বনে কব বাড ভানেব পে বহ। (১)
সান কব সেনাপতি সব সদাব,
বাজ বলে সকা নপ ব বটে ভাব।

তৎক্ষণাৎ পবো ান দেওয় হইল—সেনাপতিব পবিচ্ছদ দেওয়া হইল, এব নাক্ষ মযন ডায ব দিযা বিদায কবিলেন।

লাউসেন ও কপূব এইকপে সম্মানিত হইযা দেশেব দিকে প্রস্থান কবিলেন।

পেবল (২ সংব গোড প্রবেশে বমাত
পে। দেখা হে। কালুডোমেব সংহতি।
যমেব কিংকব যেন, ডোমেব নন্দন,
কাল মোটা গোম গোফ, ঘোবদবশন।

পবিচয জিজ্ঞাস কাবলে সে পবিচয দিযা বলিল,'আমাব নাম কালু। আমবা এখানে তেব ঘব ডোম আছি।

---

(১) পৌবষ—পৌরুষ পুরুষকার। এস্থলে পুরুষকারের উপযুক্ত সম্মান।

(২) পেরুল—পার হইল। অতিক্রম কবিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বামরূপবিজয়।

(১)

গেডবাড্যে পা'েব অ'্যাচা ব ০ দেবাে্য পডাগণ অস্থিব হ' া উ া। পা'ন প্র'া ি'া ' াহাব অত্যাচাব কাহিনা বা াব িনাট প্রকাশ কবিতে কেহই সাহস পাইত না স্থ'া নাবনে অ'্যাচাব সহন ভিন্ন, প্রজাদেব গ'্যন্তব ছি' ন।

কিন্তু অনেক প্র া া'ব দৌবাত্ম্য সহ্য কবিতে অশক্ত হইযা গোডন াব ত্যাগ কবি া অন্য বা াব বাড্যে চলিযা গিযাছে। কেবল নগব ন'—গৌড়েব অনেক গামও জনহীন হইযাছে। যে সকল 'ান পূর্বে জনপূর্ণ ছিল, তাহা এখন জঙ্গলে পবিণত হইয়াছে শৃগাল শার্দ্দূলেব ক্রীডাভূমি হইযাছে।

একদিন আইল বাা কবিতে শিকাব,
সম্মুখে, সোণাব পুবী দেখে ছাবখাব।

বলবতী হইয়া উঠা। তিনি সৈন্যসজ্জার আদেশ প্রচার করিলেন। অমনি

> সাজ সাজ সনে হুকুম হাক (১) উঠে,
> লঘুগতি বলে ছোটে ঘোড়া নব জুটে।
> সিঙ্গা কাড়া দগড় দামামা ঘোর রব, (২)
> শুনি। সব সৈন্য সাজে চলে সব।

কাটকে গৌড়ের যে সকল লোক ছিল তাহারা অতি দ্রুতপদে দেশে আসিয়া এ সংবাদ প্রচার করিল। সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ক্রমে কথাটা গৌড়পতির কর্ণেও প্রবেশ করিল।

> ভয় পেয়ে ভূপতি ডাকালে মহম্মদে,
> স্বজাতি বধিতে শক্তি নাহি কোন মতে।
> ধরে মহামদ পায়ে গৌড়ের ঠাকুর,
> আনি করে সম্মান বন্ধন করে দূর।

মহামদ ভাবেন 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য'। এক কথায় ত নিজ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলাম। রাজা যখন আমার মুখাপেক্ষী হইয়াছেন, তখন নিজের সমস্ত উদ্দেশ্যগুলি সাধন করিতে হইবে।

তখনই মহামদকে ডাকি।—

(১) হুকুম হাক—আদেশের শব্দ।

(২) ঘোর রব—ভয়ানক শব্দ।

লাউসেনের নিকট পত্র পাঠাইয়া গোপনে কামরূপেও কাঙুর ভূপতির নিকট এক পত্র পাঠাইলেন। তাহাতে লিখিলেন,—

লাউসেন সেজে যান তোমার উপর
সংগ্রামে সংহার তারে আসবে সত্বর।
আমার ভাগিনা বলি না করো অপেক্ষা,
বলিদান দিয়া তারে পাইবে কাল্যা।

এই সংবাদ পাইয়া কামরূপ বিপাত সৈন্য সামন্ত সজ্জিত করিয়া লাউসেনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে লাউসেনও পরোয়ানা পাইলেন। লাউসেন কামরূপে যুদ্ধ করিতে যাইবেন শুনিয়া রাণী রঞ্জাবতী বড়ই চিন্তিত হইলেন। লাউসেন মাতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—

দশা দোষে দেব বড় দুঃখ দেন যবে
শুভদিন হলে জয় সংশয় (১) সম্ভবে।
আশীর্ব্বাদ কর, বসি পূজ নিরঞ্জন
বনে বনে সঙ্কটে রাখিবে সেই জন।

ধর্ম্মে একান্ত ভক্তিমতী রঞ্জাবতী লাউসেনের কথায় প্রবোধ পাইলেন। রঞ্জাবতী বুঝিলেন, এখন লাউসেন শিশু নহেন। তিনি কেমন করিয়া তাঁহাকে ঘরে রাখিতে পারেন। সম্রাটের আদেশ তাহাকে পালন করিতেই হইবে। যদি সময় মন্দ হয় তবে ঘরে বসিয়া থাকিলেও দেবতা দুঃখ

(১) সংশয়—বিপদসঙ্কুল।

দেন, লাউসেনের এই কথা মিথ্যা নহে। আশীর্ব্বাদ করিয়া রাণী লাউসেনকে গৌড়ে যাইতে অনুমতি দিলেন। তখন সেন কালুডোমকে দলবলসহ সাজিবার জন্য আদেশ করিলে —

> যমদণ্ড দোসর দলুই (১) লয়ে সঙ্গে, (২)
> সমরের সিংহ কালু সাজে এক রণে।
> দেবতা ব্রাহ্মণ পিতা মাতার চরণ,
> প্রণতি করিয়া যাত্রা করে শুভক্ষণে।

(৩)

রায় লাউসেন গৌড়ের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। লাউসেনকে দেখিয়া রাজার মনে তাহার সঞ্চার হইল। বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিয়া রাজা সেনের সম্মান বৃদ্ধি করিলেন।

পাত্র সেনের সম্মান দেখিয়া অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইয়া বলিলেন মহারাজ আদর অভ্যর্থনার সময় আছে শিবরে প্রবল শত্রু এখন সত্বর লাউসেনকে প্রেরণের উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য। এখন কি অন্য কোন কার্য্য শোভা পায়? না বলিলে চলে না, তাই সকল কথাই আমাকে বলিতে হয়।

(১) দলুই ডোম

(২) তেরজন দলুইকে লাউসেন গৌড়েশ্বরের নিকট চাহিয়া আনিয়াছিলেন।

ভাগ্না পা ছু ভাবে মনে —মনস্তাপ এত,
সোনা করে মমতা, মামায় দুঃখ দেই।
প্রাতৃব্য ভাগিনা আমার হিয়া মাঝে, (১)
সেন বড়ো বড়ো মামা ঝি কাড়ে কাজে।

মহামদের কথা শেষ হইলে —

'বাড়া বলে শুন বাপ, বি — বেশ্ব
কপ্রবর ভূঞা বেটা ( ) বরে বড় দম্ভ।
অ ব শ্বে যাও বাপ্প বোধে আন পাপ,
বাজ আজ্ঞা বাপ বাথা ঠ্যাং বিদায়।

লাউসেন অন্না বাহনে চালান তাহার অগপশ্চাতে বহু বাব চলিল। নক্কাগে কাড়া বাব। রণবাদ্যে আকাশ পাতাল প্রাতধ্বনিত হইয়া উঠল। বীরবাহিনীর চরণোৎক্ষিপ্ত ধূলি পটলে আকাশে মনলটার সঞ্চার অনুমিত হইতে লাগিল। সমুদ্রের তরঙ্গাবলীর ন্যায় লাউসেনের অগণ্য সৈন্য রণনাদে মত্ত হইয়া নিরন্তর চলিতে চলিতে ব্রহ্মপুত্রতীরে উপস্থিত হইল।

কাঙুরের রাজার প্রতি ভগবতীর বর ছিল,—শত্রুগণ নগর আক্রমণ করিতে আসিলে ব্রহ্মপুত্রে জল বৃদ্ধি হইয়া শত্রুদের আক্রমণ ব্যাঘাত উপস্থিত করিবে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। লাউসেন সসৈন্যে ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে

(১) হিয়ামাঝে—হৃদয়মধ্যে।
২) ভুঞা বেটা জমিদার বটা।

উপস্থিত হওয়ামাত্র, নদের জল বৃদ্ধি হইয়া তট প্লাবিত করিতে উদ্যত হইল। "ডুডুম" "ডুডুম" করিয়া নদের তীর ভাঙ্গিতে লাগিল, সামান্য আনন্দসংগে,—

"আকাশে উথলে জল, রাশি রাশি ফেন,
দেখে সচিন্তিত বড় রাজা লাউসেন।"

নদীতীরে পটমণ্ডপ সংস্থাপন করিয়া লাউসেন দশ দিন অবস্থান করিলেন,

"তবু অতি বেগবন্ত নদী নাহি ক্ষান,
তরঙ্গে তরঙ্গে লঙ্ঘে সঙ্কেতের চিন। (১)

এইরূপে নদীর জল হ্রাস দেখিয়া সেন ভাবিলেন, ইহা ঈশ্বরের মায়া। তাহা না হইলে এরূপ হইবে কেন? এই ভাবিয়া তিনি ধর্ম্মের আরাধনা আরম্ভ করিলেন।

ভগবান প্রসন্ন হইয়া হনুমানকে পাঠাইলেন। বিপ্রবেশে হনুমান লাউসেনকে বলিলেন,—গৌড়েশ্বরের জননীর নিকট একখানি কাটারি আর একছড়া মালা আছে। কাটারি খানি সমুদ্রের, এবং মালাছড়াটী ব্রহ্মার। এই দুই বস্তু লইয়া আইস। কাটারিস্পর্শে নদের জল কমিয়া যাইবে, এবং এই মালা দেখিলে ভগবতী পলায়ন কর্ব্বেন।

বিপ্ররূপী হনুমানের উপদেশানুসারে লাউসেন ঘোড়ার পাথরবাজী আরোহণ করিয়া সত্বর গৌড়নগরে উপস্থিত হইয়া

(১) সঙ্কেতের চিন—সঙ্কেত চিহ্ন। জল কমিতেছে কি না জানিবার জন্য জলে যে চিহ্ন পুতিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা।

করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে কোটালের দল আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

"দেখিল দেউল ভাঙ্গ কেহ নাই ঘর,
দাড়ায়ে কোটাল সব অনুমান করে।
ভেকরাবা ভূতলে ভূতুলে (১) এই তত্ত্ব
প্রমাদ পেড়েছে, (২) পুরা কৈল লণ্ড ভণ্ড।
এইরূপ অনুমান করিয়া রাজার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে রাজু সগর্ব্বে বলিল—
"কপুরধবল রাজার কেবল জ্ঞান বাল।
এত শুনি কোপে কিছু বলিছে কোটাল।
দেশ দেখি এমন (৩) বর্ম্ম ব্রত সহ,
নীব বলে তেমন নিন্দুক আমি নহ।
জানি বড় মন হন প্রবোধন লঙ্ঘ,
জন্মাল বামের দূত বাবণের শঙ্ক।
তার শিষ্য সম সাবে বিজয়া লাউসেন
কাঙুর আনিতে এল করি শুভ ক্ষেণ। (৪)
মোকাম করিল রাজা ব্রহ্মপুত্র ধারে
কপুরধবলে বেঁধে নিতে পাঠাইল মোরে।

---

১) ভূতুলে—ভূতুড়ে ভূতের ওঝা
২ প্রমাদ পে ড়ছে—বিপদ ঘটাইযাছে।
৩) বিমল—পবিত্র। সাধব পবিচ্ছন
(৪) ক্ষেণ—ক্ষণ সময।

হইলেন। অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে অকস্মাৎ সুধাকরের কিরণচ্ছটা আবির্ভূত হইলে সকলের হৃদয়ান্ধকার দূর হইল।

লাউসেনের সঙ্গে কলিঙ্গার বিবাহের কথা যে স্থির করিয়া আসিয়াছেন এবং লাউসেনের দশায় যে তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন রাজা সমস্ত [illegible] রাণীকে বলিলেন। রাণী প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু যখন শুনিলেন লাউসেন,

> দনুজারি তনুজ[১] [illegible] নিন্দি রূপবান
> গুণে মহাগুণী ধনী কুবেরসমান।

তখন রাণীর আর কোন আপত্তি রহিল না।

(৫)

শুভ দিনে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর কয়েক দিন শ্বশুরালয়ে আনন্দ উপভোগ করিয়া লাউসেন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাজা সম্মতি দিলেন। পরে বিদায়ের সমস্ত উদ্যোগ হইল।

> নানা ধনে বিদায় করিল [illegible]
> বসন ভূষণ হেম হীরা [illegible]।
> ব্রাহ্মণ নৃপতি রাণী আবার অপরে
> সবাকার চরণ বন্দিল কন্যা বরে।

(১) দনুজারিতনুজ দানবের শত্রুর পুত্র অর্থাৎ কন্দর্প।

হেম গ্রীবা রত্নমালা কেহ দিল দান,
ব্রাহ্মণ আশিষ্ দিল দিয়া দূর্ব্বা ধান।"

কলিঙ্গা স্বামীর গৃহে চলিল—রাণার অঞ্চলের ধন ত্যজি অন্তর হইতে চলিল। কত আদরের, কত স্নেহের কলিঙ্গা, তাহা মা ভিন্ন অন্য কে বুঝিবে, এই নাড়ী ছেঁড়া ধনকে বিদায় দিতে মায়ের মনে কি যে কষ্ট হয়, তাহা কি কেহ বর্ণনা করিতে পারে? রাণার চক্ষুর অশ্রুধারা বক্ষ ভাসাইতে লাগিল—

"পথ নাহি দেখে রাণী নয়নের লোহে (১)
সকল সংসার কান্দে কলিঙ্গার মোহে। (২)
মুখ হেরি কান্দে যত খেলাবার সখী
ছল ছল করে দুটী কলিঙ্গার আঁখি।
কাঁদিয়া কহেন—'আমি কোথা যাই মা',
মায়ের মোহিত রাণী, মুখে নাই রা।
প্রাণের পুতুলি গৌরী পাঠায়ে কৈলাসে
মেনকা কান্দেন যেন শূন্য দেখি বাসে।
সেইরূপ রাজার রমণী করে শোক
মায়ে ঝিয়ে প্রবোধে, প্রবীণ যত লোক।
সুপুত্র হইলে বৈসে সভার ভিতর,
সেই কন্যা ধন্যা, যে স্বামীর করে ঘর।"

(১ লোহ—অশ্রু।
(২ মোহ—স্নেহ।

এইরূপে প্রণাম বিদায় প্রথা॥ রাজগণ স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

লাউসেনের অন্যান্য রাজন্যপুঙ্গবও গৌড়াধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। শুভক্ষণে সকলে প্রস্থান করিলেন।

যথাসময়ে গৌড়ে পঁহুছিয়া, কিঙ্করী রক্ষিত কলিঙ্গাকে সুরক্ষিত স্থানে রাখিয়া, কাঙুরাধিপতিকে সঙ্গে লইয়া লাউসেন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

মহারাজ সমর-বিজয়ের বার্তা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন। এবং লাউসেন সভায় উপস্থিত হইলে অতীবসম্মানপুরঃসর আসনে বসাইয়া, সমস্ত অবস্থা শুনিতে লাগিলেন। যুদ্ধ-বৃত্তান্ত বলিয়া লাউসেন কাঙুর ভূপতির পরিচয় দিয়া বলিলেন,—মহারাজ, কাঙুর স্বামী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ইনি সজ্জন, কুচক্রীরা রাজসভায় তাঁহার যে দুর্নাম প্রচার করিয়াছিল, তিনি সে প্রকৃতির লোক নহেন।

"তবে যে করিল যুদ্ধ, রাজ-ব্যবহার,
তা জয় হলো, পুণ্য-প্রতাপে তোমার।
সম্প্রতিক ভূপতি তোমার বৈবাহিক,
যে হয় উচিত কর, কি কব অধিক।
এত বলি সম্মুখে রাখিল রাজ-ভেট,
পাত্র মহামদ দেখি মাথা কৈল হেট।"

গৌড়েশ্বর সময় শানা পবংস নবে বৈবাহিককে রাজযোগ্য আসনে বসাইলেন • নারূপে সম্মান স বন্ধনা করিয়া ৩ন দিন পর পাচ বপুর্ব্বক বিদায় করিলে ন। এদিকে

মহাবা া বি া কর্লিসা ব
আনন্দে বি•াল ১ অ • আ ন অ ম স ব।
নমস্কাবি বহুমূল্য বন দিলা •
নান বস্ত্র ধন দিয়া (থে মু া বিধু।

লাউসেন ক যকদিন গৌড় থাকিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কবিবাব জন্য রাজার অনুমতি চাহিলেন। রাজাও অনুমতি দিলেন।

যা বাব সময

বাজসনে •পতি ি নান পবনাব
বিধুমতী বধুরে বিবিধ অলঙ্কার।

ময়নামণ্ডলে যাইবার পথে মঙ্গল কাটের রাজা গজপতি লাউ স নব সঙ্গে গায কন্যা অমলাব বিবাহ দিলেন এবং বদ্ধ্যা নব বা া কা নগরও নিজ কন্যা বিমলা ক লাউ সনেব কবে সম্পর্ণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

তিন বধূ লইয়া চতুর্দ্দোলাবোহে সেন ময়নানগবে উপস্থিত হইলে চতুর্দ্দিকে আনন্দ কোলা ল উত্থিত হইল।—

১) বিভোল—বিহ্বল

দশম পরিচ্ছেদ।

কানড়ার বিবাহ।

(১)

বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। পাত্র মহামদ এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী। মহামদ বিনা স্বার্থে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। রাজার বিবাহ ঘটাইতে পারিলে নববধূকে তাহার প্রতিপাত্র বুদ্ধি পাশে রাজার দ্বারা যাহা ইচ্ছা, করাইতে পারিবেন।

সিমলার রায় হরিপালের এক সুন্দরী কন্যা বিবাহের উপযুক্তা হইয়াছে। পাত্র রাজাকে বলিয়া সেই কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য ভাট ও পুরোহিতকে পাঠাইলেন। বিবাহের জন্য রাজা একেবারে আতুর হইয়া উঠিলেন। সিমুলা যাইবার সময় রাজা ভাটকে বলিয়া দিলেন,

সাবধানে শুন, ওহে গঙ্গাধর রায়
বিবাহবিষয়ে মিথ্যা, দোষ নাহি তায়।

বরণ করিয়াছেন, হিন্দু-ললনা কায়মনোবাক্যে একজনকেই পতি কামনা করেন,—অভীপ্সিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি রূপ যৌবনসম্পন্ন হইলেও তাঁহার নিকট নিতান্ত হেয়। এজন্য কানড়া সলজ্জভাবে অধোমুখে বলিলেন,—

"নিতি নিতি বাতি মতি, প্রাতি ভর্তি স্তত
সতত পার্ব্বতীপদে মোর
তার আজ্ঞা আছে অত 'নির্ণয় করিয়া পতি,
আপনি বিবাহ দিব তোর।"

রাজা বলিলেন,—ভাল তাহাই হউক।

(২)

গৌড়ের রাজা ভাটের সঙ্গে নানাবিধ বস্তু পাঠাইয়াছিলেন। অনেক ভারা জিনিষপত্র লইয়া গিয়াছিল। কানড়া দেখিলেন, পথশ্রমে তাহারা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে,—দয়াবতীর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, তখন,—

"কানড়া কহেন দাসী শুন শশিমুখী,
মরি মরি বেগারী সকল জন্মদুঃখী।
ভার বয়ে ক্ষীণ তনু, মুখে নাই রা,
দেহ তৈল-হরিদ্রা (১) প্রসন্ন হকু গা।"

(১) তৈল হরিদ্রা—স্নানের সময় শরীরে তৈলহরিদ্রা মাখিবার রীতি ছিল।

আদেশমাত্র কানডাব দানী তমু থা ধুমসী তৈল হবিদা যোগাইল। ভাবিগণ স্নান কবিয়া আসেযা—

কন্যাব মন্দিবে পুন কবিতে প্রবেশ,
. েতে দিল শাব২ ৮ মুডবা সন্দেশ।

পবে দানা তাহাদিগকে মালা চন্দন দিযা ভূষিত কবিল। এই সমাদবে ভাবগণ ভীত হ যা ভাবিল বাঝ ভদকালীব নিকট বলি দিবাব জন্য আমাদিগেব এত সম্মান কাবণ সম্মুখে দেবীব মন্দিব মন্দিবে কালী —

লহ ২ বসনা ভূষণ মুণ্ডমালী।

কানডা তাহাদেব মনেব ভাব বুঝিযা নানাকপ আশ্বাস দিযা বলিলেন, তামব কোন চিন্তা কাবও না। কেবটু বহস্য কবিবাব জন্য তাহাদেব প্রতি প্রশ্ন কাবলেন,

বাজাব বযেস বেশ আকাব মূবতি,
সত্য কব, সাক্ষাতে প্রমাণ ভগবতী।
এই যে দেউলে দেবী দনুজদলনী (১)
মিথ্যাবাদীজনেব ঘাড ভাঙ্গেন আপনি।

ভাবিগণ বলিল —

বিশাশয় (২) হৈবে প্রাব ববেব ব যস
লুলিত গায়েব মাংস, নাই দন্ত লেশ।

(১) দনুজদলনী—দৈত্যস হাবিণী
(২) বিশাশয়—১২ বৎসব।

রাজার কাছে পারিতোষিকের আশাটা ত ষোলআনাই আছে। ভট্ট হৃদয়ের আনন্দ সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল,—তাহাতে আশার তরঙ্গলহরী খেলিতে লাগিল তখন,

হাত নাড়া দিয়া বলে বচন চপল
অভিনব কি শোভা, ভূপতি মহাবল।
রূপে গুণে কুলে শীলে এবা ধর্ম্ম ধনে
রাজার তুলনা নাই ভারত ভুবনে।

আহা!

নূতন যৌবন শোভা শরীর সুঠাম
কলেবরকান্তি কিবা কনকের দাম। (১)

কানড়া অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত শুনিলেন। ঘটকের উপযুক্ত পুরস্কার দিবার জন্য দাসীকে ইঙ্গিত করিলে, দাসী ঘটকের মাথা মুড়াইয়া নরা বা মাথাটা ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল এবং গলায় রক্তজবার মালা ও গায় চূণ কালি দিয়া বিদায় করিল।

(৩)

গৌড়েশ্বর সভায় বসিয়া আছেন সভায় পুরাণপাঠ চলিতেছে ঐরাবত গঙ্গাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ

(১) কলেবরকান্তি কিবা কনকের দাম—কনকের [illegible] স্বর্ণহারের কান্তির ন্যায় শরীরের কান্তি

কবিরা গঙ্গাস্রোতে কিরূপে ভাসিয়া গিয়াছিল এই প্রসঙ্গ শেষ হওয়া মাত্র, ভাট গঙ্গাবর সভায় উপস্থিত হইল। তাহার আকার প্রকার বেশ ভূষা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন।

চমকিত চর সবে, আনমিখ (১) আঁখ
পা। কৌ।ে া।গু৩ অমান বাথে ঢাকি।
ভাট অপমান দেখি ভূ।াত চঞ্চল
পাত্তর (২) জিজ্ঞাসে, শাহ সমাচার বল।
কপালে হানিয়া হাত ভট্ট বলে—কহ,
বিফল সকল কাজ, লাজ দেশ বই। (৩)
এ শুভসম্বন্ধ শুনি সিমুলার রায়,
হর্ষচিত্ত হয়ে প্রাণ দিয়াছিল সায়।
কেবল কানড়া কন্যা করে এতখান,
আমার এমন দশা ভাবার সম্মান।
দাসী দিয়া জিজ্ঞাসিল বরের বারতা,
রূপ গুণ যৌবনে কহিনু হার গাথা। (৪)
সে কোথা শুনিয়াছিল বর বড় বুড়া,
লঘুতা করিল মোর, মাথা গেল মুড়া।'

(১) অনিমিখ নিমেষশূন্য।

(২) পাত্তর—পাত্র।

(৩) দেশবই—দেশযুড়ে দেশ ব্যাপিয়া।

(৪) হার গাঁথিতে যেমন এক একটী করিয়া মুক্তা সাজাইতে হয়, সেইরূপ রূপ যৌবনাদির বিষয় এক একটী করিয়া সাজাইয়া বলিলাম।

এই সংবাদ শুনিয়া বিবাহবিষয়ে রাজা হতাশ হইয়া বলিলেন — ওহে পাত্র দান দিলে বিভা।

পাত্র কোনবিষয়ে অপ্রাস্তুত হইবার লোক নহেন। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাহার চরিত্রের নিত্যসহচর। অমনি রাজাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন —বিবাহ যে নিবারণ হইবার কোন কথাই নাই। কন্যার পিতার যখন মত আছে তখন কন্যার অমতে কি আসে যায়? ভাটের অপমানটা কিছুই নয় একটু আমোদমাত্র। বোধ হয় কথার কোন দোষ পাইয়া একপ করিয়াছে। বিবাহে কন্যার ইচ্ছা না থাকিলে তাহার এমন সম্মান করিবে কেন? আর যখন যদি কন্যা এবং কন্যার পিতা উভয়েরই অমত হয়, তাতেই বা ভাবিবার কথা কি? বলে ছলে যেমন করিয়া হউক একন্যা আনিবই।

ভূপতি এই সকল কথায় অত্যন্ত উৎসাহিত হইলেন। অবিলম্বে কার্য্যসাধনের পক্ষে যুদ্ধযাত্রাই প্রশস্ত উপায় স্থির করিয়া সমস্ত সৈন্য সামন্ত সজ্জিত হইবার জন্য আদেশ করিলেন।

রাজ আজ্ঞা পেয়ে পাত্র দিল হাতনাড
সাজ সাজ সত্বরে সিঙ্গায় শুধু সাড়া। (১)

(১) সাড়া—শব্দ।

পাত্রের আদেশে সকলেই রণসজ্জায় ব্যস্ত হইল সৈন্য সংগ্রহের জন্য

ঘন রণ দামামা দগড়ে পড়ে কাটী,

তোলপাড় করে শব্দে সহরের মাটী।

চারিদিকে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল পদাতি ধানুকী প্রভৃতি সৈন্যগণ সমবেত হইল। আর আসিল,—

"নবঘনবরণ বারণগণ সাজি,

নীল পীত পিঙ্গল অসিত সিত বাজী।'

রাজার উৎসাহানলে পাত্র নানারূপ উত্তেজনার কথা বলিয়া আহুতি দিতে লাগিলেন। পাত্র মিত্র লইয়া রাজা যুদ্ধযাত্রা বা বিবাহযাত্রা করিলেন। বিবাহ যখন হইবেই,— তখন পূর্ব্বানুষ্ঠান করা কর্তব্য সুতরাং পাত্রের উপদেশানুসারে অধিবাস করা হইল, হাতে সুতা বাঁধা হইল। যাত্রাকালে—পথে নানাবিধ অমঙ্গলসূচক চিহ্ন দেখা দিল,—

অমঙ্গল যাত্রায় দেখিল চম্মচীল

শকুনী গৃধিনী আগে করে কিল কিল।

কিচি কিচি কাল প্যাঁচা ডেকে উঠে গাছে,

কোটরে কচ্ছপ দেখে, কপি দেখে গাছে।

বামে কাল-সর্প, দক্ষিণে দেখে শিবা,

কেহ বলে, না জানি কপালে আছে কিবা।'

রাজ সৈন্য সিমুলিয়া উপস্থিত হইল। রাজা ও পাত্র তাম্বুতে আশ্রয় লইলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত কথাবার্তার

পালের কর্ণে প্রবেশ করিল। রাজা হরিপাল বুঝিলেন, কন্যার জন্য তাঁহাকে ঘোরতর বিপদে পড়িতে হইবে। সম্মুখ সংগ্রামে গোড়েশ্বরের সহিত তিনি কখনই জয়ী হইতে পারিবেন না। এখনও যদি কন্যা গৌড়াধিপতির সহিত বিবাহে সম্মত হয় তবেও তাহার ধন প্রাণ রক্ষা পাইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া হরিপাল কন্যাকে বলিলেন —

"নব লক্ষ সেজেছে বিপক্ষদল বল,
তুমি বাছা আপনি আগুনে ঢাল জল।

তার পর গোড়েশ্বর বর গুণ বর্ণন করিয়া বলিলেন,— গৌড়ের রাজার নাম সর্ব্বত্র বিদিত —তিনি দানে কর্ণতুল্য, রূপে গুণে বুদ্ধে শৌর্য্যে কোন অংশে ন্যূন নহেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, উৎকল, কোশলপ্রভৃতি দেশের রাজগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ। অধিক কি তিনি —

'প্রজার পালনে রাম সুজন রসিক,
তোমা সম ভাগ্যবতী কে আছে অধিক।'

এই বরের সঙ্গে বিবাহে অনুমতি দেও।

রাজার উপদেশ শুনিয়া কন্যা অনেক কাঁদিয়া বলিলেন। শেষে দুঃখ করিয়া বলিলেন —

'জরাতুর ভূপতি উঠিতে কাঁপে গা
বাম হলো বিধাতা বিমুখ বাপ মা।

হরিপাল যখন দেখিলেন, কিছুতেই কন্যা সম্মতি দিল না তখন বলিলেন —

তবে যদি কদাচি নহে অনুমতি
বলে ছলে লুটে লবে ঘটিবে দুগতি।
না হয় সম্পতি চল পলাংযা যাই
কন্যা বলে —যাও তুমি বিলাযে বালাই। (১)

একটা ক াা কন্যাব বড ় কোব চলিল। বলে ছলে তাহাকে কাড়য লইবে এই কথাট তাহাব অসহ্য হইল। কানড়া বাম্লব (২) পূজাবাবন ক বন কাগাব সেবিকাব প্রতি দ বাম্মা কাবা ক অত্যাচ ত পাইবে? কেহ অত্যাচাবে অগসব হলে বাম্লাব কৃপায বানড়াই তাহা প্রশমিত কবিতে সমর্থ হইবেন। কানড়া জ্ঞাতস্ববা তিনি জানেন পূর্ব জন্মে লাউসেন তাঁহাব পতি ছিলেন, এই জন্মেও হইবেন। ইহাতে বাধা দেয় কাহাব সাধ্য? সেই জন্য পিতাব হতাশ বাক্য শু নয়া কানড বলিলেন —

কোপব বলিলে কবা বিধাতা ববণ
সেজে গেলে স হাবব সহস্র শজ্জন।
মনেব শাবযে আড়ি পূজিব বাম্লাল
নবলক্ষ বিপক্ষ সংগ্রামে দিব বলি।
এতক্ষণে মনেব মবম কাল তাত
ময়নামণ্ডল পতি মোব প্রাণনাথ।

---

(১) বিলাযে বালাই—আপদ ছাড়াইযা অর্থাৎ আমি তোমাব অমঙ্গলের কারণ আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।

( ) বাম্লি—কালী।

হবিপা ন এই কথা শুনিয়া মনে কবিলেন কানডাকন্যাই আমাব কাল হইল। হবিপাল কন্যাত্যাগ কবিয়া পলাযন কবিলেন। সিমুলাবাসী প্রমাদ গণিল

'সন্তাপে সিমুলা ভাসে সোঁতেব শিউলি, (১)
•কুমাবী কানডা কান্দে ভাবিয়া বাগুলি।'

(৪)

পিতা মাতা আত্মাব বন্ধু সমস্ত সিমুলা ত্যাগ কবিলেন। অসীমপ্রতাপশালী গৌডেশ্বরেব নবলক্ষ সেনাব সম্মুখে দাঁডা ইবে কে ?

কানডা একাকিনী সঙ্কটে পডিয়া সর্ব সঙ্কটহাবিণী ভগবতী বাগদিদেবীব শবণ লইলেন। ষোডশোপচাবে দেবীব পূজা কবিয়া স্তব কবিতে লাগিলেন, —

বিপদনাশিনী মা গো।,
ভাই বন্ধু পিতা মাতা
পলাইল ফেলিয়া প্রমাদে।
দনুজদলনী চণ্ডী
অশেষ আপদ খণ্ডি,
বক্ষ বক্ষ বিপক্ষ বিবাদে।

এইরূপ স্তব কবিয়া পাবে নিজেব অঙ্গ ভগবতীব নিকট বলিতে লাগিলেন —

(১) শিউলি—শেফালিকা পুষ্প।

'পিতামহসম বেশ
নাহি দন্ত কেশ লেশ
বযেস বসেছে যমবাটে। ১)
গৌড়পতি বুড়া বাদে,
এসেছে বিবাহসাধে,
এই ছিল আমার ললাটে।
চতুবঙ্গদলবলে
হাতে স্থতা বেন্ধে ছলে,
পাগল বেড়িল আসি পুরী।
বিপত্তি সাগরে ভাসি
অভয়া আপনি আসি,
দাসীরে উদ্ধার কৃপা করি।

ভক্তবৎসলা ভগবতী আবির্ভূতা হইয়া কানড়াকে বলিলেন,—তোমার কোন চিন্ত নাই আমি সহায় থাকিতে কে কি করিতে পারে? তখন কানড়া আবার —

কান্দিয়া কহেন কিছু অভয়া চরণে,
তরিব সন্তাপ সিন্ধু তোমা দরশনে,
সব্ব কাল কামনাপ্রমাণ (২ ঐ পা
তবে কেন বুড়া পতি ঘটাইলে মা?

(১) যমবাটে—যমের বাড়ী যাইবার পথে।

(২) প্রমাণ—আশ্রয় অবলম্বন। সকল সময়েই ঐ চরণকে আশ্রয় স্বরূপ মনে করিয়া আসিতেছি।

কানড়ার কথা শুনিয়া বাসুলিদেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, —

কোথা পাব যুবক আপনি ভজি বড়া।"

তার পর বলিলেন, 'তোমার বর স্থির আছে— লাউসেনের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব। এই বলিয়া কানড়াকে একটী লৌহনির্ম্মিত গণ্ডার দিয়া বলিলেন তোমার পাণিগ্রহণার্থীকে বলিবে যে, যে ব্যক্তি এক আঘাতে এই গণ্ডার ছেদ করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহাকে পতিত্বে বরণ করিব এই আমার প্রতিজ্ঞা।' তুমি নিশ্চিত জানিও, লাউসেনব্যতীত একার্য্যে অন্য কেহই সমর্থ হইবে না। এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

কানড়া নিশ্চিন্ত হইয়া গোড়েশ্বরের নিকট দাসীদ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন। দাসী যাইয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল —

"বড় ভাগ্য ভূপতি এসেছ বর হয়ে,
ভাগ্যবতী কানড়া পাঠালো কিছু কয়ে।'

না জানি কানড়া কি সংবাদ পাঠাইয়াছেন,—ভূপতির মনে আশা আশঙ্কার তুমুল সংগ্রাম চলিল। দাসী বলিল "কানড়া সর্ব্বদা দেবী বাসুলির আরাধনা করিয়া থাকেন, কাহার গলে বরমাল্য প্রদান করিবেন, কিছুতেই স্থির করিতে না পারায় ভগবতী স্বয়ং তাঁহার হাতে একটী লৌহনির্ম্মিত গণ্ডার দিয়া বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি এই গণ্ডার একপ্রহারে

ছেদন কবিতে পাবিবেন তিনিই তোমাব স্বামী। কানডাও প্রতিজ্ঞা কবিযাছেন যে ব্যক্তি এই গণ্ডাব এক আঘাতে ছেদ কবিতে অশক্ত হইবেন, তাহাকে ববমাল্য প্রদান কবিবেন না। আপনি একথায সম্মত আছেন কি না কানডা জানিতে চাহেন।

"হেনকালে পাত্র কিছু বলে হাত নাড়ি
দব কব গণ্ডা হানা (১) অনুচিত আড়ি (২)

ইহাও বলিলেন যে, বাজাব পক্ষে গণ্ডা হানা একটা বড কথা নয। তবে, গণ্ডাব কাটিয়া বিবাহ কবিলেন, এই একটা লজ্জাব কথা। বাজাকে বুডা মনে কবিযা তোমবা এই কথা বলিতেছ, কিন্তু বাজা বাস্তবিক বডা নয।
দাসী বলিল, তা' কেন হবে —

"বল বুদ্ধি বিক্রম বাযস বেশ বঝি,
হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাই খুজি।

তবে, বিবাহেব পণেব কথাটায় বাজাব লজ্জাব কথা কি আছে, বঝিলাম না। বাজাকে সম্বোধন কবিয়া বলিল,—মহাবাজ—

'ধনুভঙ্গ পণ কৈল জানকীব পিতা,
ধনুভঙ্গ কবি বাম বিভা কৈল সীতা।

(১) গণ্ডা হানা—গণ্ডার ছেদ করা।
(২) আড়ি—জেদ।

ত্রিলোকের গুরু তিনি, তার এই কাজ,
তুমি মাত্র হেনে (১) গণ্ডা পাবে মহালাজ।"

রাজা হর্ষ হইয়া বলিলেন,—দূর হউক, বিবাহের কাজ নাই —চল সকলে দেশে ফিরিয়া যাই। পাত্র বলিলেন —মহারাজ তাহা কখনই হইতে পারে না। হাতে সূতা বান্ধিয়া, ফিরিয়া গেলে দেশ ব্যাপিয়া অখ্যাতি হইবে। অতএব —

কোমর বান্ধিয়া গণ্ডা কর দুই খান
না পার আপনি আছি হানিব নিদান। (২)

আমিও যদি কাটিতে না পারি তাতেই বা ভাবনা কি? বলে হউক ছলে হউক হরিপালের কন্যা হস্তগত করিবই।

(৫)

বৃদ্ধাবস্থার বিবাহের বাসনা যাহাকে উন্মত্ত করে তাহার নিকট একটু আশার কথা হইলেই অতি মধুর বোধ হয়। পাত্রের কথায়ও গৌড়েশ্বর অতীব আনন্দিত হইলেন, গণ্ডার খণ্ডনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সভা সদল বলে প্রবেশ করিলেন।

দাঁড়াইতে ভূপতির গা কাঁপিতে লাগিল। পাঁচজনে ধরিয়া সোজা করিয়া তুলিল,—লোকজনের ত অভাব নাই।

(১) হেনে—ছেদ করিয়া।
(২) নিদান শেষ অন্ততঃপক্ষে।

হাতে অসি লইয়া রাজা গণ্ডারছেদনে প্রস্তুত হইলেন। লস্কর সকল (১) দুষ্কর সাহস দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, বৃদ্ধবয়সে এরূপ ব্যাপারে কাহাকেও কৃতকার্য্য হইতে ত শুনি নাই। দেখা যাউক রাজার ভাগ্যে কি হয়? কিন্তু পাত্র উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ খুব জোরের সহিত বারের মত আঘাত করন।

বিবাহের উৎকট আকাঙ্ক্ষা ও পাত্রের আমত উত্তেজনা রাজাকে উৎসাহিত করিল। রাজা অসির দ্বারা গণ্ডারে আঘাত করিতে যাইয়া উপুর হইয়া মাটীতে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

কেহ বলে, হায় হায় কি হলো কি হলো
কাণে কাণে কয় কেহ, রাজা পারা (২) মলো
কেহ বলে, পাত্রবশে পাগল হলো ভূপ,
কি কাজ এসব কথা, কেহ বলে চুপ।

অনেকচেষ্টার পর রাজার চৈতন্য আসিল। চৈতন্যলাভ করিয়া রাজা বলিলেন —

"প্রাণ লয়ে চল পাত্র আপনার দেশে,
এখনি এমন হলো, ভাবো আছে শেষে।'

পাত্র রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—মাহারাজ,

(১) লস্কর—সৈন্য।
(২) পারা—যেন যেমন।

কোন চিন্তা করিবেন না। আমি স্বয়ং গণ্ডার ছেদন কারা আপনার অভিলাষ পূরণ করিব —

অহঙ্কার করি পাত্র হাতে নিল খাড়া,
থর্ব্ববপু (১) মহামদ গর্ব্ব করে বাড়া।
উভ হাতে (২) নাহি পাই গণ্ডারের ঝোট। (৩)
মঞ্চের উপরে উঠে উভ হানে চোট।

হায় হায়! পাত্রের চেষ্টাও ব্যর্থ হইল —

না টুটে গণ্ডার লোম প্রাণপণ চোটে
খড়্গ ভেঙ্গে পাত্রের ললাটে যেয়ে উঠে।

এই দৈবঘটনার পাক দেখিয়া অনেকে চমৎকৃত হইল দাসী দুমসী দর্শন করিয়া হাসিতে লাগিল। কেহ কেহ মাথায় জল দিয়া পাত্রকে সুস্থ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

ছটফট করে পাত্র, দৈব প্রতিকূল,
তনুবাচ জামাযোড়া যেন জবাফুল।'

অপদস্থ হইয়া চুপ করিয়া থাকা পাত্রমহামদের স্বভাব নহে। মহামদ ক্রোধ করিয়া বলিলেন —কানড়ার পিতা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছেন কানড়া এখনও বড়াই করে, ইচ্ছাপূর্ব্বক যখন মহারাজের মহিষী হইল

(১) থর্ব্ববপু—হ্রস্বকায় বেঁটে।
(২) উভহাতে—হস্ত উচ্চ করিয়া।
(৩) ঝোঁট ঝুঁটি।

না, তখন "বলে ছলে" বাজাব সঙ্গে তাহাব বিবাহ দিবই। পাত্রেব কথা ধুমসীব সহ্য হইল না। বলিল,—

বাবে বাবে বাচাই, বচন মোব ধবো,
ওসব বডাই তুমি ঘবে যেয়ে কবো।"

একবাব নয়, তুইবাব নয়, তোমাব এরূপ কথা তিনবাব সহ্য কবিযাছি,—

"গণ্ডাব হানিতে যদি না হলো যোগ্যতা,
বলে ছলে বিভা ববে কাব তু'টা মাথা।" (১)

কথায় কথায় তুমি "নবলক্ষ বল" দেখাও। আমি ত এ সকল একপাল ছাগল অপেক্ষা বেশী মনে কবি না।

দাসীব অহঙ্কাবপূর্ণ বাক্য শুনিযা বাজা বলিলেন,—বোধ হয় কানড়া কোনরূপ দৈববলসম্পন্ন, নতুবা দাসী এত গর্ব্বেব কথা কখনই বলিতে সাহস পাইত না। অতএব আব বাড়াবাড়ি কবাব প্রযোজন নাই—অমনি পাত্র বলিলেন, তবে লাউসেনকে আনযন কবা যাউক। সে ও দৈববলে বলীয়ান, অবশ্যই গণ্ডাবছেদে সে সমর্থ হইবে। বাজা বলিলেন, বেশ কথা, এ ভাল পবামর্শ। লাউসেনেব

---

(১) কার দুটা মাথা—কার এত সাহস। কানডাব বিবাহে ছল বা বল প্রযোগ করিলে মাথা কাটা যাইবে। যদি কাহারও দুইটা মাথা থাকে, তবে সে সাহস করিতে পারে, কারণ, একটা কাটা গেলেও আর একটা থাকিবে। অন্যের পক্ষে বলে ছলে বিভা করার কল্পনা দুঃসাহস মাত্র।

নিকট লোক পাঠাইয়া অবিলম্বে সিমুলায় উপস্থিত হইবার জন্য সংবাদ দেওয়া হইল।

লাউসেন রাজাদেশ সর্বদাই দেবাদেশের ন্যায় মনে করেন। আদেশ পাওয়ামাত্র সিমুলায় মহারাজের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। রাজা লাউসেনকে দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন বিবাহের সমস্তবৃত্তান্ত বলিয়া—

হাতে ধরে কন রাজা বসায়ে নিকটে,
সম্প্রতি লোহার গণ্ড হান এক চোটে।
তবে বিভা করি হরিপালের দুহিতা,
তোমার পাগল মামা বানায়েছে সুতা।'

এইরূপে নিজের কথা বলিয়া সেনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন—

"তুমি বাপু ভূপতির শের অবতংস
অবনীমণ্ডলে তুমি অবতার অংশ।' (১)

লাউসেনের প্রশংসা পাত্রের গাত্রে অগ্নিসঞ্চার করিল। পাত্র যাহাকে দুই চক্ষের শূল দেখেন, তাহার এত প্রশংসা তিনি কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? অসহ্যযন্ত্রণায় অধীর হইয়া ক্রোধসহকারে রাজাকে বলিলেন—

"আগে হকু বিবাহ, গণ্ডার হকু হানা,
কান্ধে করে নেচো তবে কে করেছে মানা।

---

(১) অবতার অংশ—অংশাবতার। ভগবানের অংশে তোমার জন্ম।

নফর চাকবে যদি এতবড় স্তুতি
কেমনে বাজত্ব তবে কবিবে ভূপতি।'

যাহা হউক লাউসেন অভযাব অসি লইযা গণ্ডাব ছেদন কবিতে উদ্যোগী হইযা ধর্ম্মেব ধ্যান কবিতে লাগিলেন।

"একান্ত ধর্ম্মেব পদ মনে কবি ধ্যান
গণ্ডাবে হানিতে চোট, হৈল দুইখান।

তখন কানডাব দাসী স্বর্ণথালে কন্যাব প্রদত্ত ববমালা ও চন্দন লইয়া লাউসেনেব নিকট উপস্থিত হইল এবং

ববমালা দিয়া সেনে বলিছে মিনতি,
আজি হতে হলে তুমি কানডাব পতি।'

লাউসেন কখনও মনে কবেন নাই যে এরূপ একটা ব্যাপাব সঙ্ঘটিত হইবে। গণ্ডাব কাটিলে বাজাব সঙ্গে কানডাব বিবাহ হইবে এই বিশ্বাসেই তিনি গণ্ডাব কাটিতে অগ্রসব হইয়াছিলেন। সুতবাং সেন --

"শুনিয়া দাসীব কথা মনে পাইলা লাজ।'

এমন সুযোগ কি পাত্র ছাড়েন, তখনই,—

"পাত্র বলে, বঝ বাজা ভাগিনাব কাজ।

পাত্র বাজাকে,বুঝাইতে চেষ্টা কবিলেন, এই গণ্ডাব কাটা ব্যাপাবটাব ভিতব বহস্য আছে। দাসীব সঙ্গে সেনেব গুপ্ত পবামর্শ ছিল। কিরূপে আঘাত কবিলে গণ্ডাব দ্বিখণ্ড হইবে সেই সঙ্কেত দাসী সেনকে বলিযা দিযাছিল। সন্ধান জানিযা, গণ্ডাব কাটিযা সেন বাহাদুবি লইল। যদি

তাহা না হয়, তবে সভার সাক্ষাতে গণ্ডার আবার চারিখণ্ড করুক দেখি? সেন তাহাই করিলেন। পাত্র অগত্যা অধোবদন হইলেন।

এদিকে ধূমসী কানড়ার নিকট যাইয়া সমস্ত কথা বলিয়া লাউসেনের প্রচুর প্রশংসা করিল,—তার পর বলিল—

"হেনজন সংসারে তোমার হৈল পতি
কি কব কানড়া তুমি, বড় ভাগ্যবতী।
শুভদিনে সেবেছিলে ভবানীশঙ্কর
মহামায়া মিলাইল মনোমত বর।

(৬)

এদিকে মহামদ গৌড়েশ্বরের নিকট লাউসেনের বিরুদ্ধে কত কথাই বলিতে লাগিলেন। মহামদ মনে করিলেন, ভাগিনার বিরুদ্ধে রাজাকে উত্তেজিত করিবার এমন সুযোগ আর পাইবেন না। বৃদ্ধবয়সে রাজার বিবাহের বাতিক প্রবল হইয়াছে, এই বিবাহে যাঁহার কার্য্যে সামান্য অন্তরায় ঘটিবে, তিনিই রাজার বিষদৃষ্টিতে পড়িবেন। লাউসেন রাজার জন্য গণ্ডার ছেদন করিয়া কন্যার প্রেরিত বরমাল্য স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন, এই কথাটা নানারূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, রাজাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"পাত্র বলে,—মহারাজ,
বুঝিলে ভাগিনা কাজ
লাজ নাই, হাতে বান্ধে সূতা।
কলিকালে ধন্য বল,
মাথার মুকুট হ'ল,
অপরূপ চরণের জুতা। (১)
চন্দ্রসূর্য্য গেল অস্ত,
খদ্যোত হইল ব্যস্ত,
তিমির পতন অভিলাষে।
হেন বুঝি হয় মনে,
সংসার আপনা বিনে,
অন্য জনে মনে না প্রকাশে।"

লাউসেন যে, মালা গ্রহণ করিতে অভিলাষী ছিলেন না, বরমাল্য গলায় দেওয়ায় লজ্জিত হইয়াছিলেন,—তাহার কোন কথাই রাজাকে কেহ জানাইল না।

রাজাকে এরূপ বলিয়াই পাত্র নিরস্ত হইলেন না, ভাগিনাকে কর্কশস্বরে তীব্রভৎর্সনা করিয়া বলিলেন,—

"শুন্ দেখি ওরে গুণ্ডা,
যদি বা হানিলি গণ্ডা,
কোন্ লাজে নিলি বর-মালা।"

(১) অর্থাৎ সম্মানের পাত্র মহারাজ লাউসেনের নিকট অপমানিত হইলেন।

তুই ভণ্ডতপস্বী—তুই আমার ভাগিনা হইয়াও এই কথাটা বুঝিলি না যে, কানড়া সম্পর্কে তোর মাসী, কারণ, তোর মেসোর সঙ্গে তাহার বিবাহের কথা হইতেছে। এই সকল কথা বলিয়া লাউসেনের গলার মালা কাড়িয়া লইয়া ভূপতির গলায় পরাইয়া দিলেন।

কিন্তু,—

"পাপিষ্ঠ পাত্তর যত
কবিল সম্মানহত (১)
লাউসেন না দিল উত্তর।
সত্বগুণে সদাশয়,
শরীরে সকল সয়,
কোপে কালু কবে গর গর।
সহিতে না পারি বীর,
ধরিল ধনুক তীর,
কপালে কুটিল আঁখি ফিরে।
বুঝি সময়ের গতি
আপনি ময়নাপতি, (২)
বারণ কবিল কালুবীরে।'

লাউসেন অম্লানবদনে অপমান সহ্য করিলেন। কেবল তাহাই নহে অপমানের প্রতিশোধপ্রয়াসী কালুকে তাহার

(১) সম্মানহানি। অপমান।
(২) ময়নাপতি—লাউসেন।

উদ্যম হইতে নিবৃত্ত কবিয়া নিজেব অলৌকিক সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যশালিতাব পবিচয় প্রদান কবিয়া সকলেব বিস্ময় জন্মাইলেন।

পাত্র ভাবিলেন লাউসেনকে অন্যত্র প্রেবণ কবা যাউক। তাহা হইলে তাহাব কানডা প্রাপ্তিব আব কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। লাউসেন চলিয়া গেলে সমস্ত সৈন্যসমভি ব্যাহাবে হবিপালেব বাজধানী আক্রমণ কবিব তখন নিরুপায় হইয়া কানডা নিজেই আসিয়া মহাবাজেব পায় পডিবে।

পাত্র বাজাকেও তাঁহাব অভিপ্রায় জানাইলেন, কিন্তু বাজা হা না কোন কথাই বলিলেন না। বুদ্ধিমান পাত্র "মৌনং সম্মতিলক্ষণম মনে কবিয়া নিজেই লাউসেনকে বলিলেন—তুমি বাসুডিয়াড়গে চলিয়া যাও কি জানি যদি আমাদেব অনুপস্থিতিহেতু হবিপাল সেই দুগ আক্রমণ কবে।

লাউসেন পাত্রেব আদেশানুসাবে নিজেব সৈন্যসহ বাসুডিয়াড়র্গে প্রস্থান কবিলেন।

(৭)

কানড়া বডই বিপদে পড়িলেন। পিতামাতা ভাইবন্ধু সকলেই বাজ্যত্যাগ কবিয়া চলিয়া গিয়াছেন। নিঃসহায়

অবস্থায় তিনি দুর্গে অবস্থান করিতেছেন। এই সময়ে মহামদ সসৈন্যে নগর আক্রমণ করিলেন।

হানা দিতে হলো হেথা পাত্রের হুকুম,
হাতী পিঠে নাগারা নিনাদে দুম দুম।
"কুঞ্জরনিকর যেন ঘনপুঞ্জ ঘটা (১)
সাঙ্গি শেল তরবার তড়িতের ছটা।
ধাঙ ধাঙ ধাঙ সা ধ্বনিতে ধরা কাঁপে
হাতে হাতে সিমুলা বেড়িল বীরদাপে (২)
চারিদিকে গর্জ্জে গোলা দুড় দুড় দুড়ুম
অন্ধকারসম হল একাকার ধুম।

এ বিপদে কানড়ার আর কে আছে? তিনি ভবানীপদ ভরসা করিয়া বসিয়া আছেন। ভবানার চরণে নিজের বিপদ জানাইতে লাগিলেন। কানড়া ভক্তিভরে ভক্তবৎসলার স্তব করিলেন, তার পর দরবিগলিতধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—

"পিতামাতা ভাঁইবন্ধু,
পাতাল প্রমাদ সিন্ধু
পাথারে ফেলিয়া মোরে মা।

---

(১) যেন ঘনপুঞ্জঘটা—পুঞ্জীকৃতমেঘের মত।
(২) বীরদাপে—বীরদর্পে।

কেবল ভরসা মোর,
তরিতে তারিণী তোর
অমর অর্চ্চিত অই পা।

ভক্তবৎসলা ভবানী কানড়ার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কানড়াকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—তোমার কোন ভয় নাই। আমার সম্মুখে গৌড়েশ্বরের নবলক্ষ সেনা কিছুই নয়। এই বলিয়া ডাকিনী যোগিনীগণকে যুদ্ধে আসিবার জন্য আদেশ করিবামাত্র তাহারা সাজিয়া উপস্থিত হইল—ডাকিনীদের মধ্যে কাহারও—

"বসন বিহীন কটী,
কেহ পরে বীরধটী,
হাতে জাঠি বিকট বদনা।
সাজিল শ্মশানবাসী
ডাকিনী ডাগরভাষী, (১)
মুক্তকেশী দীঘলদশনা।
উলটি পালটি হাঁটি,
বীর দাপে কাঁপে মাটী,
ঝটপটি ঈশ্বরী সাক্ষাতে।
উরিলা (২) ডাকিনীদানা

(১) ডাগরভাষী—উচ্চশব্দকারিণী।

(২) উরিলা—আবির্ভূত হইল।

দেখে দেবী হর্ষমনা,

কানড়া দাঁড়াল যোড়হাতে।"

কানড়ার দাসী ধুমসীও সজ্জিত হইয়া যোগিনী সেনার সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হইল। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল।

"শন্ শন্ শুনি শুদ্ধ শরের শবদ,

হান্ হান্ হুকুম হাকিছে মহামদ।"

কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর রাজসৈন্য পরাস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহামদ ও রাজা অতিকষ্টে প্রাণ লইয়া দেশে পলাইয়া গেলেন।

যুদ্ধ থামিল। হতাবশিষ্ট রাজসৈন্যের মধ্যে আত্মীয়-বিচ্ছেদের এক অভূতপূর্ব্ব ক্রন্দন কোলাহল উত্থিত হইল,—

"কেহ বলে খুড়ো ম লো, কেহ বলে জ্যেঠা,

কেহ গায় (১) গুণের জামাই গেল কাটা।

ভাই ভাই বলে' কেহ ফুকারিয়া কাঁদে,

ধূলায় লুটায় কেহ বুক নাহি বাঁধে।" (২)

এইরূপে রাজার বিবাহসাধ মিটিল।

(৮)

এদিকে সমরাঙ্গণে রণরঙ্গিণী দৈত্যদলনী ভবানী ডাকিনী-যোগিনী লইয়া এক অপূর্ব্ব খেলা যুড়িয়া দিলেন,—

(১) গায়—উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলে।

(২) বুক নাহি বাঁধে—ধৈর্য্যধারণ করিতে পারে না।

"পাতিল প্রেতের হাট, পিশাচ পসারী;
নর মাংস বিকিবে পসরা সারি সারি।

কেবল তাহাই নহে

'কেহ কিনে কেহ বেচে কেহ ধরে তুল,
কেহ চাকে কেহ ভকে (১ কেহ করে মূল। (২)
রচিয়া নাড়ীর ফুল কেহ গাঁথে মালা
বয়ে লয়ে কেহ কারে যোগাইছে ডালা।
মনোরম মানুষের মাথার লয়ে ঘি
যাচিয়া যোগায় কত যোগিনীর ঝী।
খর্পর পূরিয়া কেহ নিবারিছে ক্ষুধা,
চুমুকে রুধির পিয়ে সম তার সুধা।
কাঁচা মাস খায়, কেহ ভাজা ঝোলে ঝালে,
মানুষের গোটা মাথা কেহ ভরে গালে।
দশনে চিবায় কেহ কুঞ্জরের শুঁড়,
মুরা বশে মুখে ভরে মানুষের মুড।
হাতী লয়ে হাতে কেহ, উড়ায় আকাশে,
লাফ দিয়া লুফে কেহ অমনি গরাসে।
পরিয়া নাড়ীর মালা কেহ করে নাট,
মড়া মাঝে মিছা শব্দ শুনি হান কাট্।

(১) ভকে—খায়।

(২) করে মূল—মূল্য স্থির করে।

ভূতপ্রেত ডাকিনী যোগিনী চণ্ড দানা
হাটে করে কেবল মাংসের বেচা কেনা।

এইরূপে কিয়ৎকাল ক্রীড়া দেখিয়া সঙ্গিনী ডাকিনী যোগিনী লইয়া বর্ণরঙ্গিনী ভবানী কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

(৯)

ধূমসী কানড়ার নিকট উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের সমস্ত কথা আমূল বর্ণন করিল।

কানড়া সমস্ত শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার প্রাণেশ্বর লাউসেন কোথা? দাসী বলিল,—

বিবরে বলিতে নারি এসব বারতা

তখন,—

কানড়া বলেন তবে খেলি মোর মাথা।
সে জন পরাণ লয়ে পালাবার না
সঙ্কটসময়ে বুঝি নাথ হলো ক্ষয়।

কানড়া শোকাকুলচিত্তে কাঁদিতে লাগিলেন। মা বাপ ছাড়িয়া, ভাইবন্ধু ছাড়িয়া যে রত্ন লাভের জন্য, বিপদ সাগর সেঁচিতেছিলেন,—সে রত্ন অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে বিধ্বস্ত হইল। কানড়া এ শোক কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? পুনঃ পুনঃ কপালে কঙ্কণাঘাত করিতে লাগিলেন, গাত্রের আভরণ দূরে নিক্ষেপ করিলেন, আলুলায়িত কুন্তলে ধূলি-

লুণ্ঠিত হইয়া নয়ন-জলে মেদিনীকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

মা ভগবতী, কন্যার দুর্গতি আর কতক্ষণ সহিতে পারেন? তিনি কানড়ার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—

"কেন গো কানড়া, তুমি কি কারণে কান্দ,
চঞ্চল চরিত্র কেন, চুল নাহি বান্ধ?
কেন বা কনককান্তি-কলেবর কালি,
নয়নে গলিছে ধারা, গায়ে ধূলা বালি?"

কানড়া মনের কথা বলিলেন। ডাকিনী যোগিনী গৌড়েশ্বরের সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিয়াছে, সৈন্যদলে লাউ-সেনও ছিলেন, সুতরাং তাঁহারও প্রাণনাশ অবশ্যই হইয়াছে। মা, তুমি দুর্গতিনাশিনী, তোমার কন্যা কানড়ার এই দুর্গতি কেন? তাহাকে বিধবা করিলে কেন?—

কানড়ার কথা শুনিয়া—

"ঈশ্বরী বলেন, সেন সাধু সদাশয়,
কার শক্তি মারে তারে, যম করে ভয়।
বিশেষ বৈষ্ণব বাছা মোর প্রিয় অতি,
মহামতি রায়, তায় ভাবী তোর পতি।"

এইরূপ নানাকথা বলিয়া কানড়াকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—তোমার সঙ্গে নিশ্চিতই লাউসেনের বিবাহ দিব। এ বিষয়ে মনে কোনরূপ সন্দেহ করিও না।

"আমার বচন—বেদ, পুরাণ, আগম,
যে জন বুঝিতে নারে করে মনভ্রম।"

এই বলিয়া ঈশ্বরী অন্তর্দ্ধান করিলেন।

(১০)

মহামতি লাউসেন বাসুড়িয়াদুর্গে থাকিয়া গৌড়েশ্বরের অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছিলেন। তাঁহার মন যেন বলিতে ছিল, মহামদের কুপরামর্শে গৌড়েশ্বর বিপদে পড়িয়াছেন। কামানের ঘনঘোর গর্জ্জন শুনিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অবিলম্বে বাসুড়িয়াদুর্গ ত্যাগ করিয়া সিমুলিয়ার দিকে প্রস্থান করিলেন।

সিমুলিয়ায় পহুছিয়া লাউসেন যে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিলেন তাহা বর্ণনাতীত। গড়ের পারে অসংখ্য হাতী ঘোড়া ও মানুষের দেহ গড়াগড়ি যাইতেছে, মড়ার উপরে কাক চিল, শকুনী গৃধিনী, কেলকিল করিতেছে। আবার কখনো—

"চুমুকে রুধির পিয়ে চক্ষু খায় খুলে,
ঠোঁটে ঠোকরিয়া কেহ উভ উভ তুলে।
মানুষের মাথা কেহ গাছে খায় তুলে
লাফে লাফে নাড়ীগুলা লুফে লয় চিলে।
কৌতুক করিয়া কেহ, কারো মুখে সঁপে,
উড়ে যেতে আকাশে অমনি কেহ লুফে।

শৃগাল কুকুরে কত করে কলরব,
মড়াগন্ধ মিশালে মাছির মহোৎসব।"

এ দৃশ্য দেখিয়া লাউসেনের কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি মনে মনে যে আশঙ্কা করিতেছিলেন,—বুঝিলেন তাহাই ফলিয়াছে।

লাউসেনের প্রভু ও আত্মীয়কে কানড়া অবমানিত করিয়াছেন—লাউসেন তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন না। লাউসেন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইযা কানড়াকে সংবাদ জানাইলেন। কানড়াও সজ্জিত হইয়া লাউসেনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

প্রথমে কানড়া সলজ্জ বিনীতভাবে বলিলেন—আপনাকে পতিলাভ করিবার জন্য, আমি বহুদিন হইতে উমা মহেশ্বরের আরাধনা করিয়াছি অদ্য সৌভাগ্যবশে আপনি উপস্থিত, আপনি আমাকে পত্নীস্বরূপ গ্রহণ করুন।

লাউসেন এই কথা শুনিয়া কাণে হাত দিলেন, বলিলেন,—মহারাজ আমার মেসো, তোমার সহিত তাহার বিবাহ হইবে বলিয়া হাতে সূতা বাধিয়াছিলেন। অধিকন্তু, বিবাহ করিতে আসিয়া তোমার নিকট নানারূপ অপমান পাইয়া গিয়াছেন, এই অবস্থায় আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি না।

"বল যদি মহারাজে এখানে আনাই,
দেও বা না দেও সায়, লয়ে যেতে চাই।"

এই কথা শুনিযা কানড়া ক্রুদ্ধা হইলেন—বলিলেন,—গৌডপতি শ্বশুবশ্রেণীভুক্ত। যদি আমাব সঙ্গে বিবাদেব অভিপ্রায় থাকে কব,—কিন্তু বাজসেনাব দশাটা একবাব দেখিযা তাব পব সাহস পাও ত বিবাদে প্রবৃত্ত হও।

সেন বলে, কানডা আমাবও এই পণ,
বধেছ কেমন সেনা বুঝে লব বণ।
বণে ববে তোমাবে পাঠাব বাজধানে, (১)
হাবি যদি এখনি বিবাহ এইখানে।"

লাউসেনেব কথা মানিনা কানডা সহিতে না পাবিয়া,—

"ডাকিয়া ভবানী, বালা বলে ভালো ভালো
কোপে বিধুবদন ঈষৎ হলো কালো।
বলে ধবে নিতে পাবে, কাব এত বুক,
বলিতে বলিতে কোপে ধবিল ধনুক।"

উভয়ে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত। কানডা বলিলেন,—যদি প্রাণেব মমতা কব, বিবাহে সম্মত হও, নতুবা অগ্রসব হও। যুদ্ধে আমাব জয নিশ্চয,—

"মবি যে (১) তোমাব হাতে, মোক্ষফল পাব,
হানি যে তোমাব শিব, সহমৃতা হব।"

---

(১) রাজধানে—রাজার নিকট।

(১) মরি যে—যদি মরি।

যেমন পরস্পর তীরক্ষেপে উদ্যত হইলেন,—অমনি ভগবতী ভবানী উভয়ের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়া উভয়ের হস্ত ধারণ করিলেন। যুদ্ধ থামাইয়া ভগবতী বলিলেন,—

"জনম অবধি বায় যে যারে ধেয়ায,
তারে কি এমন কর্ম্ম করিতে জুয়ায।
কানড়া তোমার তুমি কানড়ার প্রাণ,
রণস্থলে আপনি করিব সম্প্রদান।'

এই বলিয়া কানড়া ও সেনের প্রাণরক্ষার জন্য এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়া বলিলেন—আসুরিক সমর ত্যাগ করিয়া অন্য উপায়ে তোমাদের মধ্যে বলপরীক্ষা হউক। পরস্পর পরস্পরের হাত ধর যে ছাড়াইতে না পারিবে, সেই হারিবে। তাই হইল, ভগবতীর প্রভাবে কানড়ার জয় হইল,—অগত্যা লাউসেন কানড়ার পাণিগ্রহণে বাধ্য হইলেন। বিবাহান্তে লাউসেন কানড়াকে লইয়া নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ইছাই বধ।

(১)

মহামদ শুনিলেন, কানড়াকে বিবাহ করিয়া লাউসেন ময়নামণ্ডলে পঁহুছিয়াছেন। তখন লাউসেনের অনিষ্ট সাধনের জন্য নূতন এক কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হইল। "অজয় ঢেকুরে কর্ণসেনের ছয়পুত্র নিহত হইয়াছে, লাউসেনকে সেখানে পাঠাইতে পারিলে, ইছাই ঘোষের হস্তে নিশ্চিতই তাহার ধ্বংস হইবে। এই কল্পনাতেও পাত্রের মনে একটু শান্তির সঞ্চার হইল।

গৌড়েশ্বরের নিকট পাত্র প্রস্তাব করিলেন যে, মহারাজের প্রতাপে দেশে আর কোন উপদ্রব নাই। কেবল ঢেকুরদুর্গ আজিও মহারাজের অধিকারচ্যুত রহিয়াছে। ইহা একটা কলঙ্ক। ইছাই ঘোষের দ্বারা অন্য আশঙ্কা যে নাই এমনও নহে। সে দেবীর বরে প্রতাপান্বিত, মহারাজের রাজ্য অধিকার করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব

নহে। অতএব লাউসেনকে পাঠাইয়া ঢেকুর অধিকার করা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত।

ইছাই ঘোষের নামে রাজা কাঁপিয়া উঠিলেন। তাহার হাতে কর্ণসেনের সর্ব্বনাশ হইয়াছে—সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছে, ছয়পুত্রের বিনাশ হইয়াছে। দেবীর অনুগৃহীত ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে কর্ণসেনের শেষ অবলম্বন, রঞ্জাবতীর এত সাধনের ধন লাউসেনকে তিনি কোন প্রাণে সেই ঢেকুরে পাঠান। রাজা বলিলেন,—

"শালে ভর দিয়া রঞ্জা পাইল যেই ধনে,
কেমনে পাঠাব তারে, ঢেকুরের রণে?"

পাত্র বলিলেন,—আমার ভাগিনার পক্ষে ঢেকুর জয় একটা বেশি কথা নয়। যে ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিয়া দুর্জ্জয় কাঙুর জয় করিতে পারিয়াছে, তাহার পক্ষে ঢেকুরজয় ত অতি সামান্য কথা। পাত্রের প্ররোচনায় রাজা সম্মত হইলে লাউসেনকে পত্র লেখা হইল।

পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া কর্ণসেন বিপদ গণিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল। রঞ্জারও ঢেকুরের বৃত্তান্ত জানা ছিল,—সুতরাং লাউসেনের ঢেকুর যাওয়ার কথা শুনিয়া রঞ্জাবতী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী কেহই লাউসেনকে ঢেকুরে যাইতে অনুমতি দিতে সম্মত হইলেন না।

লাউসেন বিপদে পড়িলেন। একদিকে রাজ-আজ্ঞা,

অন্য দিকে প্রত্যক্ষ দেবতা মাতা পিতার নিষেধ। পরস্পর বিসংবাদী আদেশের সামঞ্জস্যবিধান না করিতে পারিলে, লাউসেনের মনে কোনপ্রকারেই শান্তি স্থান হইতে পারে না। সুতরাং তিনি মাতা পিতাকে বুঝাইতে লাগিলেন, যে,

> সমরে না যাই যদি প্রাণভয়ে ভীত
> তবু ত মরণ আছে নিশ্চয় অবশ্য।
> আজি মরি কিবা বা মরণ বর্ষে
> অবশ্য মরণ আছে জন্মিলে জগতে।

তবে মরণভয়ে যুদ্ধে যাইব না কেন? আপনারা মনে করিতেছেন, ইছাই ঘোষ দেবীর বরে বলবান। কিন্তু তাহা কিছুই নহে। রাবণ কি দেবীর অনুগৃহীত ছিল না তবে সবংশে বিনষ্ট হইল কেন? অবশ্য রাবণে দেবীই অধার্ম্মিকের বিনাশে সাহায্য করেন। ইছাই অধর্ম্মপথে বিচরণ করিতেছে, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আপনারা এ বিষয়ে কোন চিন্তা করিবেন না।

পিতা মাতাকে এইরূপে প্রবোধ দিয়া লাউসেন সসৈন্যে গৌড়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং যথাসময়ে গৌড়ে উপস্থিত হইয়া রাজার আদেশ অনুসারে ঢেকুরে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

লাউসেন অজয়নদের তীরে উপস্থিত হইয়া পটমণ্ডপ স্থাপন করিলেন। অজয়ের অপর পারে ঢেকুর। নদী

জলে পবিপূর্ণ—পাব হইবাব উপায় নাই। সেন নদীতবণেব চিন্তা কবিতে লাগিলেন।

(২)

ইছাই ঘোষ একটা দুঃস্বপ্ন দেখিযা বড়ই উদ্বিগ্ন হইযা উঠিলেন। তিনি এমন স্বপ্ন কেন দেখিলেন? স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় কি সত্য? সত্যই কি—

মৃগে আবোহণ কবি পবি বল্কবাস,
গড় ছেড়ে শ্যামরূপ গেছেন কৈলাস?

যাহা হউক, ঢেকুবা সন্নিকটে কোন শত্রু আসিযাছে কি না, অনুসন্ধান কবিবাব জন্য ইছাই ঘোষ লোহাটাবজ্জব নামে এক অতি বিচক্ষণ বিশ্বস্ত অনুচবকে পাঠাইলেন। লোহাটা অজযতীবে শত্রুশিবিব দেখিতে পাইল। আব দেখিল,—কালুবীব অজযতীবস্থ সুপাবী বাগান ও কদলী বন কাটিযা ভেলা বান্ধিযা অজযনদে বড়শী দিযা মাছ ধবিতেছে।

বনকাটা লইযা কালুব সঙ্গে লোহাটাব বচসা হইল, ক্রমে নৌকা লইযা লোহাটাব দল কালুকে আক্রমণ কবিল। ঘোবতব যুদ্ধেব পব লোহাটা নিহত হইল। কালুবীব লোহাটাব মস্তক কাটিযা লাউসেনেব নিকট উপস্থিত কবিলে, লাউসেন প্রথমযুদ্ধজযেব নিদর্শনস্বরূপ লোহাটাব মুণ্ড গৌড়ে পাঠাইযা দিলেন।

গৌড়পতি দূতকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন।

(৩)

লোহাটার মুণ্ডটা দেখিয়া পাত্রের মনে আর একটা দুষ্টবুদ্ধির উদয় হইল। মনে করিলেন এই মাথাটি যদি কোন কৌশলে লাউসেনের মাথার মত করিয়া কর্ণসেনের নিকট পাঠাইতে পারি, তবে বৃদ্ধ সেন পুত্রশোকে মরিবে, রঞ্জাবতী পথে ঘাটে কাঁদিয়া বেড়াইবে এবং তাহার পুত্রবধূগণও প্রাণত্যাগ করিবে। যদি এমনটা হয় তবে নায়কীয়ভাবের একচ্ছত্র সম্রাট পাত্র বড় আনন্দ হয়।

এইরূপ কল্পনার পর কালবিলম্ব না করিয়া পাত্র তৎক্ষণাৎ করিয়া একজন কর্ম্মকুশল কর্ম্মকারকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। মোম ও নানার যোগে মাথাটা অবিকল লাউসেনের মস্তকের সদৃশ করিয়া মহানন্দে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং ইন্দ্রজাল কোটালের দ্বারা তাহা ময়নানগরে প্রেরণ করিলেন।

মায়ামুণ্ড লইয়া ইন্দ্রজাল ময়না পঁহুছিল। মুণ্ড দেখাইয়া ইন্দ্রজাল বলিল, ঢেকুরযুদ্ধে লাউসেন মরিয়াছেন। সংবাদ শুনিবামাত্র রাজা ও রাণী ক্রন্দনে সকলকে আকুল করিয়া তুলিলেন। সংবাদ দাবাগ্নির ন্যায় চারিদিকে ব্যাপ্ত

হইল, ক্রন্দন কোলাহলে ময়নার আকাশবিবর পূর্ণ হইল। সকলেই কাদিয় অস্থির, কে কারে প্রবোধ দেয় ?

লাউসেনের স্ত্রীগণ সহমৃতা হইবেন স্থির করিলেন। চন্দনকাষ্ঠে চিতা সজ্জিত হইল সতীগণ অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিয়া যেমন চিতায় আরোহণ করিবেন এমনসময় সম্মুখে এক তেজস্বী ব্রহ্মচারীকে দেখিতে পাইলেন। সতীগণ ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করায় তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন,—

পুত্রবতী হও সতী সাবিত্রীসমান
জন্ম যাক আয়তে (১) স্বামীর বাড়ুক মান।

ব্রহ্মচারীর অসম্ভব আশীর্ব্বাদ শুনিয়া নানাজনে নানা কথা কহিতে লাগিল। স্বামী মরিয়াছেন, সতীগণ চিতা রোহণ করিতেছেন, এমনসময় ব্রহ্মচারীর মুখে পুত্রবর। এই বিপদের সময়েও কেহ কেহ ব্রহ্মচারীকে বিদ্রূপ করিলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, –আমি লাউসেনের সংবাদ জানি। তিনি মরেন নাই। তোমরা সকলে বাড়ী চলিয়া যাও। কিন্তু কেহই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিল না দেখিয়া, আবার বলিলেন,—

'শুন গো অবোধ সতী, পতি তোর আছে,
তিন দিন আপনি আছিনু তার কাছে।"

---

(১) আয়তে—সধবাবস্থায়।

তার পর প্রেমযুদ্ধের বিবরণ বলিয়া, লোহাটার মুণ্ডটাকে মোমের দ্বারা লেপে লাউসেনের মস্তকের সদৃশ করা হইয়াছে, সমস্ত বলিলেন। যখন অগ্নিতে মাথাটা তাতাইল সকলেই ব্রহ্মচারীর কথা সত্য জানিতে পারিলেন, অমনি —

"পদতলে তখন লোটায় সব সতী,
পরিচয় দেহ প্রভু, কেবা তুমি যতি।

সতীগণ বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে দেখিলেন

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজধারী
আঁখির নিমিষে হলো সেই ব্রহ্মচারী।
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ শ্রবণে কুণ্ডল
গলায় কৌস্তুভমণি, ভক্ত-বৎসল।

সতীগণ এ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন, বুঝিতে পারিলেন, ব্রহ্মচারী স্বয়ং নারায়ণ। দেখিতে দেখিতে ভগবান অন্তর্হিত হইলেন।

ময়নামণ্ডলে আবার আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। রাজা রাণী মৃতশরীরে প্রাণ পাইলেন। লাউসেনের মঙ্গল-কামনায় রঞ্জাবতী দিবানিশি ধর্ম্মপূজায় ব্যাপৃত হইলেন।

(৪)

এদিকে হনুমানের অনুগ্রহে অজয়ের জল একেবারে কমিয়া গেল। লাউসেন সসৈন্য অজয় অতিক্রম করিয়া প্রবলপরাক্রমে ঢেকুর আক্রমণ করিলেন।

ইছাই ঘোষ ভবানীর পূজা করিয়া সমরে অগ্রসর হইলেন।

> বীরবট আট কাটি ঘাটি পালটি
> লম্ফ মারি মালসাট মাথে বারমাটি।
> ভূমে আছাড় মারে মালসাট
> সাজে শতসাবে সাক্ষাৎ যমরাট (১)।

যুদ্ধক্ষেত্রে লাউসেনের সহিত ইছাই ঘোষের সাক্ষাৎ হইল। ইছাই লাউসেনের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—

> ছি ভাই তোমার সনে আমার সমরে
> বাঁচিতে বাসনা থাকে ফিরে যাও ঘরে।
> তোমারে বধিতে বড় দুঃখ লাগে বাপ
> শালে ভর দিয়া বর পেয়েছে তোমায়।

ইছাই ঘোষের কথায় বাপ লাউসেন ক্রুদ্ধ হইলেন। উত্তরে দুই চারি কথা বলিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

---

(১) যমরাট—যমরাজ।

উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। লাউসেন ও ইছাই ঘোষ উভয়েই মল্লযুদ্ধে সুনিপুণ। অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলিল, কোন পক্ষেই জয় পরাজয় হইল না। অস্ত্রযুদ্ধে লাউসেন অধিকতর নিপুণ। লাউসেন যেমন অস্ত্র লইয়া অগ্রসর হইলেন তেমনি —

"ধেয়ে এল ইছাই, ধরিয়া খাড়া ঢাল,
কাছে ডাকে কাল পেচা কে [illegible] দেখে কাল।
প্রমাদ ভাবিল গোপ, গড়ে [illegible]
অমঙ্গল অশেষ, এলিয়ে পড়ে [illegible]।

ইছাই অমঙ্গল দেখিয়া নিতান্ত শঙ্কিত হইলেন কিন্তু তথাপি যুদ্ধ হইতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর লাউসেনের অস্ত্রাঘাতে ইছাই ঘোষের শির ছিন্ন হইয়া রণাঙ্গনে লুটাইতে লাগিল।

লাউসেন সমরে জয়লাভ করিয়া গৌড়ে উপস্থিত হইলে পাত্রের মুখ মলিন হইল। মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া বিশেষরূপে সেনকে পুরস্কৃত করিলেন।

মহারাজের নিকট বিদায় হইয়া লাউসেন নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইলে জনক জননী আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রাজা ও পাত্রের ধর্ম্মারাধনা।

(১)

পাত্র ভাবিলেন ধর্ম্মপূজা করায় লাউসেনের এত প্রভাব তাই এতদিন তাহার কিছু করিতে পারিলাম না। আমিও ধর্ম্মের আরাধনা করিব তাহা হইলেই আমারও প্রভাব বাড়িবে লাউসেনের সর্ব্বনাশ করিতে সমর্থ হইব। ধর্ম্ম তাহার রক্ষক বাড়া যাহে ধর্ম্মদ্বারাই তাহাকে যমালয়ে পাঠাইব।— কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।

কিন্তু, একা আমার ধর্ম্মপূজা করাটা ভাল দেখায় না। শুনিলে রাজা অভিমান করিতে পারেন। অতএব স্থির করিলেন রাজাকে একাজে প্রবৃত্ত করিবেন।

পাত্র একদিন রাজার নিকট ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—যুধিষ্ঠির হরিশ্চন্দ্রপ্রভৃতি রাজগণ ধর্ম্মের আরাধনা করিয়া জগতে বিখ্যাতকীর্ত্তি হইয়া গিয়াছেন। এমন

হুড়্ হুড়্ ড়ড়্ ড়ড়্ কুল কুল রব,
শুনিয়া চঞ্চলচিত্ত চমকিত সব।
দারুণ ঝনঝনা শব্দ (১) শঙ্কায় অমান,
শব্দ শুনি স্মরে কেহ জৈমিনি জৈমিনি। (২)
কেহ— কৃষ্ণ কেশব কংসারি রূপাসিন্ধু,
ঘোর বিঘ্ন ঘটেছে, ঘুচাও দীনবন্ধু।
বিপত্তি বিষম বুঝি ডাকে কোন নর,
শ্রীমধুসূদন হরি রক্ষ গিরিবর।

এই অবস্থা দেখিয়া প্রজা ত্যাগ করিয়া পাত্র পলাইলেন। রাজা ভাবিলেন, পূজায় কোন ত্রুটি হইয়া থাকিবে, নতুবা অন্য কোন দেশে কোন উপদ্রব নাই, গৌড়ে এইরূপ আকস্মিক বিপদ কেন?

(২)

রাজা এবং পাত্র পরামর্শ করিয়া লাউসেনকে আনাইলেন। লাউসেনের আগমনমাত্র ঝড় বাদল থামিল। রাজা বলিলেন, লাউসেনের প্রভাবে উপদ্রবশান্তি হইয়াছে, পাত্র বলিলেন,—

(১) ঝনঝনা—বজ্রধ্বনি।

(২) জৈমিনি—মুনির নাম। এই নাম উচ্চারণ করিলে বজ্রের ভয় থাকে না।

নিরম অষ্টম দিনে ঘুচিল বাদল
এত মিছে বড়াই বাড়ায় কোন ফল।

লাউসেনের আর কি পরীক্ষা বাকী আছে? ক্ষণেক চিন্তা করিয়া পাত্র একটা পাকা বুদ্ধি বাহির করিলেন। বলিলেন মহারাজ এ সব কিছু না। মহারাজের ধর্ম্ম বাসনায় যে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, তাহাতে অমঙ্গলের আশঙ্কা করিতেছি। যদি অমাবস্যা রাত্রিতে পশ্চিমদিকে সূর্য্যের উদয় দেখা যায় তবেই আমরা এই আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইতে পারি।

লাউসেন বলিলেন এ অসম্ভব। রাজা লাউসেনের হাত ধরিয়া বলিলেন —

পশ্চিম উদয় তুমি দিবে মোর বাপ,
তবে খণ্ডে আমার অশেষ পাপ তাপ।

পাত্র বলিলেন আমি উচিত কথা বলি তাই লোক আমার পক্ষে অসহ্য। দেখুন দেখি

হাতে ধরে হাকন, হুকুম কাটে (১) কে,
ঘরে বসে ক্ষেত্র বিলাত লোটে (২) যে।

ঘরে বসে লক্ষটাকা আয়ের সম্পত্তি খাইয়াও রাজার আদেশ প্রতিপালন না করিয়া লাউসেন অকৃতজ্ঞতা

---

(১) কাটে—অমান্য করে।

(২) লোটে—লুটিয়া লয়। কোন কার্য্য না করিয়া রাজার প্রাপ্য টাকাটা খায়।

'পৃথিবীতে পুত্রের পরম এই ধর্ম্ম,
মাতাপিতা সেবার সমান নাহি কর্ম্ম।
যে কর্ম্ম করিলে ভাই সব ঠাই জয়
তোর পুণ্যে হয় যেন পশ্চিমে উদয়।"

মাতাপিতার নিকট বিদায় ল'য়া লাউসেন হাকন্দে তপস্যা করিতে চলিলেন। রঞ্জাবতী তপস্যার রীতি পদ্ধতি বলিয়া দিলেন। কর্পূর ও রঞ্জাবতী কারাগারেই রহিলেন।

(৩)

লাউসেন হাকন্দতীরে চলিয়া গিয়াছেন জানিয়া পাত্র মনে করিলেন

'ভাগনা পাঠান্ম ভাল মরণের পথে,
আমি গিয়ে ময়না লুটিব ভালমতে।'

এই মনে করিয়া একটা উপলক্ষ্য অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দৈববশতঃ একটা উপলক্ষ্যও উপস্থিত হইল। একটা বন্যগণ্ডারে দক্ষিণ ময়না ভাঙ্গিয়া বড়ই উৎপাত করিতেছে সংবাদ পাইলেন।

এই সংবাদ পাইয়া রাজাকে বলিলেন,—মহারাজ, ময়না মণ্ডলে গণ্ডারে বড়ই উপদ্রব করিতেছে। ভাগিনা পশ্চিমে উদয় দিবার জন্য অনেক দিন হইল চলিয়া গিয়াছে। তাহার রাজ্যরক্ষার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

রাজা বলিলেন, তবে না হয়, আমিই শিকারে যাইব। পাত্র বলিলেন,—না, তাহা উচিত নয়, এত দূরদেশে মহারাজের শিকারে যাইয়া কাজ নাই, কখন কোন্ বিপদ উপস্থিত হয়, কে বলিতে পারে?—বিশেষ,—

"তুমি, কত শত্রুর করেছ মানভঙ্গ,
কি জানি, কে কোথা এসে করে কোন্ রঙ্গ।" (১)

এইরূপে রাজাকে নিবৃত্ত করিয়া নিজেই ময়না তুটিতে চলিলেন। এদিকে কালুবীর স্বপ্ন দেখিল, তাহাকে হনুমান বলিতেছেন, "লাউসেন হাকন্দে ধর্ম্মের তপস্যায় ব্যাপৃত, গৌড়ের দুষ্ট মহামদ ময়না আক্রমণ করিতে আসতেছে। শ্যামাপূজা করিয়া সে নগরের লোককে নিদ্রায় অচেতন রাখিবে। তুমিও শ্যামার আরাধনা করিয়া নগর রক্ষা কর।"

কালু ডোমগণকে লইয়া পূজার উদ্যোগ করিল। সমস্ত জিনিষপত্র সাজাইয়া, পাত্রে পাত্রে পুরিয়া মদ রাখিল। কিন্তু, মদ দেখিয়া ডোমগণ লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না, উৎসর্গের পূর্ব্বেই মদ খাইয়া মাতাল হইল। ইহাতে ভগবতী ক্রুদ্ধা হইয়া অভিশাপ দিয়া চলিয়া গেলেন।

কালু প্রভৃতি মদ খাইয়া অচেতন হইয়া পড়িল, বুদ্ধি-বিক্রম সমস্ত লোপ পাইল।

---

(১) রঙ্গ—ঘটনা।

ভগবতীর একদিকে বর, অন্য দিকে অভিশাপ,—ফল যাহা হইবার, হইল। ময়নার সমস্তলোক ঘোরনিদ্রায় অভিভূত হইল। একমাত্র কানুর স্ত্রী, শৌর্য্যবীর্য্যবতী লক্ষ্মী (লখে) জাগিয়া রহিল। ভগবতীই বলিয়াছিলেন, লক্ষ্মী নিদ্রিত হইবে না।

পাত্র রাত্রিযোগে সৈন্য সামন্ত লইয়া ময়নানগর আক্রমণ করিলে, লখে একা ঢাল খাঁড়া লইয়া বীরবিক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রাজ সৈন্যকে পরাভূত করিল।

(৪)

সহরের লোক এসমস্ত ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারিল না। কালু এবং অন্যান্য ডোমগণও নিদ্রিত। লখে অনেক কষ্টে কানুর ঘুম ভাঙ্গাইল, কিন্তু মদের নিশা ছাড়াইতে পারিল না। পুনঃ যুদ্ধের সংবাদ বলিয়া পুনর্ব্বার আক্রমণনিবারণের জন্য লখে কানুকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিল। তখন কানু বলিল —

"কি কাজে কাটাব মাথা, কাহার লাগিয়া।"

এইরূপ অকৃতজ্ঞতার কথা শুনিয়া লখে তীব্রভাবে স্বামীকে ভৎসনা করিতে লাগিল, কানুর পূর্ব্বের দুর্দ্দশা এবং লাউসেনের অনুগ্রহে বর্ত্তমানসম্পদের তুলনা করিয়া, লখে বলিল,—

"মাটির পাথর, ভাঁড, ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর,
তখন তেমন দশা এবে সঙ্কশ্বর।
কখন চিনিতে তৈল, তামুক, ত বল,
লখে কোন না ডা ন নাথের আদ্যমল।
বলাও দলুই বাজ (১) কাণে দোষে মতি
তখন পরিতে টেনা এবে পট্টবৃতি।
ভূমে হাঁটু পাড়ি পূর্ব্বে প্রবেশিতে ঘর, (২)
এ ান, শয়ন অট্টালিকার উপর।
সম্প্রাত ভোজনকালে কোলে থাল গাড়ু,
সুখে খেতে খুদ কুড়া, এবে তুচ্ছ লাড়ু।
বেজার হয়েছ বুঝি খেতে খেতে ঘি,
জেতের স্বভাব নাথ তোর দোষ কি?
যা হতে ঘুচিল দুঃখ, সুখে নাহি ওর,
তার পুর মজায়ে পলাতে যুক্তি তোর।

কালু বলিল, অনেক দুঃখে এ কথা বলিলাম। দেশ ব্যাপিয়া সেনের শত্রু। সর্ব্বদা বোমর বাধিয়া কাটাকাটি করিতে হয়। কোনদিন কপালে কি ঘটিবে তার স্থিরতা কি?—লখে বলিল,—

---

(১) দলুই রাজ—ডোমের রাজা।

(২) পূর্ব্বে ঘরের দ্বার এত নীচু ছিল যে ভিতরে মাটিতে পাতিতে হইত।

"এত কেনে ওহে নাথ পরাণে কাতর,
কোন্ ছার পাত্তর, অপর কারে ডর।"

রাণের কথায় কানুর জ্ঞান হইল, পুত্রগণ ও অন্যান্য ডোমগণসহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া সে রাজার সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল, কিন্তু ভগবতীর অভিসম্পাতবশতঃ অসীম বীরত্ব দেখাইয়াও যুদ্ধে পরাস্ত হইল।

এই সংবাদ শুনিয়া রাণী কলিঙ্গা স্বয়ং যুদ্ধে চলিলেন, এবং অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া গৌড়েশ্বরের বহুসৈন্য সংহার করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, অসংখ্য সৈন্য তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে উদ্ধার পাইবার আর উপায় নাই, তখন শত্রুহস্তে পতিত হইবার ভয়ে নিজের উদরে নিজেই অস্ত্রাঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

কানড়া এই সংবাদ পাইয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভগবতী পূজায় তুষ্ট হইয়া কানড়াকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তোমার কোন ভয় নাই। তোমার পক্ষে আমি যুদ্ধ করিব, তুমি উপলক্ষ্য মাত্র থাকিবে। মহাপাত্র তোমার হস্তে পরাজিত হইবে।

কানড়া, ধুর্ম্মুখাধূমসী দাসীকে লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হই লেন। দৈববলের নিকট মানববল কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে?—পাত্রের সৈন্য, সমূলে উৎপাটিত হইল,—পাত্র পলাইলেন।

কিন্তু বিধাতা প্রতিকূল হইলে পলাইয়া পরিত্রাণ পাইবে কিরূপে ?—ধূমসী দেখিল পাত্র একটা বাড়ীতে প্রবেশ করিল। দাসী ঐ বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিলে, পাত্রের পরিচ্ছদ, দাড়ী গোঁফ সমস্ত পুড়িয়া গেল। তার পর পাত্র যেমন একটা ভালুকের গর্ত্তে ঢুকিতেছিলেন, তখন ধূমসী তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। কানড়া মাথা কাটিতে প্রস্তুত হইলে ভগবতী বারণ করিলেন, তাই পাত্রের প্রাণরক্ষা হইল। কিন্তু দাসী, তাহার গলায় ছেঁড়া জুতার মালা এক গালে চুণ ও অপর গালে কালি দিয়া বিদায় করিল।

কানড়া, কলিঙ্গারাণীর দেহ ভগবতীর আদেশে তৈলে রাখিয়া দিলেন। লাউসেন ফিরিয়া আসিয়া বাঁচাইবেন বলিয়া ভগবতী নিজে বাঁচাইলেন না।

(৫)

হাকন্দে সেনের প্রতি ধর্ম্ম প্রসন্ন হইলেন। সেন এত কাল অনন্যমনে কঠোর আরাধনা করিয়া নিজদেহ নবখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, ধর্ম্মের আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন,—অমাবস্যা রজনীতে অস্তাচলে সূর্য্যোদয় হইল, গাঢ় অন্ধকার দূর হইল, দেখা গেল, তখন বার দণ্ড বেলা হইয়াছে।

সমস্ত ভক্তগণ ধর্ম্মের জয়ঘোষণা করিতে লাগিল। তিনি হরিহর বাইতি (১) প্রভৃতি ধর্ম্মসেবকগণকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, আপনারা পশ্চিমে উদয়ব্যাপার প্রত্যক্ষ করুন। রাজা একথা বিশ্বাস না করিলে আপনারা প্রমাণ দিতে পারিবেন।

(১) বাইতি—বাদ্যকর বাদক

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পাপের পরিণাম।

(১)

স্বকার্য্যে সিদ্ধমনোরথ হইয়া লাউসেন গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। লাউসেন মাতাপিতার চরণদর্শনমানসে প্রথমে কারাগারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতিমাত্র রাম কর্ণসেন ও রঞ্জার বন্ধন দূর হইল।

লাউসেনের আগমন ও দর্শনে তাঁহার মাতাপিতার বন্ধন মুক্তির সংবাদ লোকমুখে পাত্র শুনিতে পাইলেন। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া রাজার নিকট বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, লাউসেন পশ্চিমে উদয় দিতে যায় নাই, বাড়াতেই লুকাইয়া আছে।

"তার সাক্ষী হাতে হাতে দেখ মহারাজ,
কহিতে কলঙ্ক হয় ভাগিনার কাজ।
না পেরে উদয় দিতে লাউসেন রায়
চুরি করে মাতাপিতা দেশে লয়ে যায়।"

সকলে হরিহরের সাক্ষ্য শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া তাহার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

"রাজা বলে, শুনহে বাইতি হরিহর,
সত্য সাক্ষী দিবে তুমি সভার ভিতর।
হয়েছে নয়েছে (১) কিবা পশ্চিমে উদয়,
রাজা এত (২) কহিতে পণ্ডিত সবে কয়।
সাবধানে শুন, ওহে, ইহা ধর্ম্মসভা,
ইহাতে সঙ্কট বড়, সত্য কথা কবা।"

হরিহর বলিতে লাগিল,—

"যেরূপ দেখেছি রায় (৩) ঈশ্বর প্রমাণ,
কতকাল কঠোরে পূজিলা ভগবান।
বর নাহি পেয়ে, তনুত্যাগ করি শেষে,
সবাই ত্যজিল তনু ধর্ম্মের উদ্দেশে।
তিন দিন ছিলা রায়, হয়ে নবখণ্ড,
তবে হৈল পশ্চিমে উদয় রায় দণ্ড।'

হরিহরের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, এই কথাই প্রকৃত। হরিহর যথার্থ কথা বলিয়াছে। তখন,—

"সবে বলে ধন্য ধন্য সেনমহাশয়
ধন্য ধন্য হরিহর বাইতি-তনয়।

(১) নয়েছে—না হইয়াছে।
(২) এত—এইরূপ, ইহা।
(৩) রায়—মহারাজ।

উঠিল আনন্দধ্বনি জয় জয় বোল,
আনন্দে বিভোল রাজা সেনে দিল কোল।”

(৩)

সত্য সাক্ষ্য দেওয়ায় পাত্র হরিহরের উপর হাড়ে হাড়ে চটিলেন। চোর অপবাদে তাহার জীবনবিনাশের সঙ্কল্প করিয়া রাজভাণ্ডার হইতে কতকগুলি জিনিষ হরিহরের বাড়ীতে রাখাইয়া দিলেন। ক্রমে কোটালের অনুসন্ধানে হরিহরের বাড়ীতে রাজার জিনিষ পাওয়া গেল। বিচারে হরিহরের শূলের ব্যবস্থা হইল।

গঙ্গাতীরে শূল সজ্জিত হইল, হরিহর গঙ্গাস্নান করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিল,—পরে ঐকান্তিকতার সহিত ধর্ম্মপদ ধ্যান করিয়া বলিল,—

'তোমার চরণ সার,
গতি মোর নাহি আর
পার কর প্রভু পরাৎপর।”

তার পর, প্রেম গদগদকণ্ঠে হরিহর বলিল,—

“শূলেতে পরাণ যায়, আমি নাহি কান্দি তায়,
কান্দিয়া কাতর এই শোকে—
তোমার দাসের দাস, মিথ্যাবাদে হয় নাশ,
ধর্ম্ম মিথ্যা, পাছে বলে লোকে।”

মরিয়াছে, তাঁহাদিগকে জীবিত করুক। না হইলে বিদায় নাই। লাউসেন ধর্ম্মের প্রসাদে সৈন্যাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করা। বলিলেন [illegible] মহাপাপী, ধর্ম্মের অনেক নিন্দা করিয়াছে। অতএব তোমার কুষ্ঠব্যাধি হউক। তৎক্ষণাৎ পাত্রের গায়ে গলিতকুষ্ঠ দেখা দিল,

'গাত্র গন্ধে বিষম মাছির ভনভনে,
নিকটে না বসে কেহ, নাকে বস্ত্র বিনে।"

পাত্রের দুর্গতি দেখিয়া

লাউসেনে হাতে ধরি বলেন ভূপতি,
তোমার মাতুল কৈলে এতেক দুর্গতি।"

লাউসেন বলিলেন মামার চরিত্র আপনার অবিদিত কিছুই নাই। তথাপি,

"রাজা বলে ক্ষম দোষ, হও অনুকূল
আমার পাত্র, তায় তোমার মাতুল।'

সেন ধর্ম্মের প্রসাদ পদ্ম জলধারা কুষ্ঠ সারাইলেন—কিন্তু ধর্ম্মনিন্দার [illegible] মুখ বদল রহিয়া গেল।

(৫)

জনক জননী ও কপূরকে সঙ্গে লইয়া রাজা লাউসেন ময়নামণ্ডপে পঁহুছিলেন। মহামদ পুরী আক্রমণ করিয়া তাহার শোভাসম্পদ সমস্ত নষ্ট করিয়াছেন, এখন আর ময়নার সে মনোহর সৌন্দর্য্য নাই।

'সে ষেন সোণার পুরী দেখে ছারখার
কর্ণসেন রঞ্জাবতী, করে হাহাকার।
ময়নার যত প্রজা সব এল ধেয়ে
মৃতপ্রায় ছিল যেন উঠে প্রাণ পেয়ে।

প্রজাগণ সতৃষ্ণদৃষ্টিতে সেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা কহিতে পারিল না, আনন্দাশ্রু বহিয়া তাহাদের হৃদয়ের সঞ্চিতসন্তাপ প্রশমিত করিতে লাগিল।

লাউসেনের পুত্র চিত্রসেন কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার কোলে উঠিল। সকলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

কলিঙ্গার শোকে সেন অধীর হইলেন। কলিঙ্গার সুরক্ষিত মৃতদেহ সম্মুখে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধরাতল সিক্ত করিতে ছিলেন, এমন সময় ভক্তদুঃখহারী গোলোকবিহারী অমৃত বর্ষণে কলিঙ্গাকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। ময়না আক্রমণের সময়ে কালু প্রভৃতি যত বীর যুদ্ধে ধরাশায়ী হইয়াছিল অমৃত স্পর্শে সকলেই পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল।

আজ ময়নামণ্ডল আবার আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল।

"আনন্দে বিভোল যত ময়নার লোক,
সমাপন সবার সন্তাপ দুঃখশোক।

উপসংহার।

স্বর্গারোহণ।

ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এক দিন হনুমান্ উপস্থিত হইয়া লাউসেনকে বলিলেন,—তোমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, এখন স্বর্গে চল। লাউসেন উত্তর করিলেন,—

"এতদিন দুঃখে-শোকে তনু হলো শেষ,
কেবল সুখের দশা করেছে প্রবেশ।
পুণ্যভূমি ভারতভুবনে ভালমতে,
কত কাল করি রাজ্য, বাসনা মনেতে।"

তখন,—

"বীর বলে, বিশেষ বারতা আমি বলি,
পুণ্যভূমি বটে, কিন্তু কোলে কাল কলি।"

এই বলিয়া কলির অসদগুণ বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেন কাণে হাত দিলেন, এবং বলিলেন,—আমি আর পৃথিবীতে থাকিতে চাহি না। তবে, বৃদ্ধ পিতামাতাকে

রাখিয়া কেমন করিয়া যাই। বীর বলিলেন, তাঁহারা যাইতে চান ত, তাহাদিগকেও লইয়া চল।

লাউসেন পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া স্বর্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কর্ণসেন বলিলেন, তোমার পুত্র শিশু রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে রাজ্যরক্ষা হইবে না। রাজ্যটা নষ্ট করা ত যুক্তিযুক্ত নয়। লাউসেন বলিলেন—আপনি সংপ্রতি রাজ্যভোগ করন, পরিণামে প্রভুর পরমপদ লাভ করিবেন।

লাউসেন মাতার নিকটও স্বর্গারোহণের প্রস্তাব করিলেন—রঞ্জাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাজার কি মত? যখন শুনিলেন, রাজার মত নাই

তখন,

> "রাণী বলে—স্বতন্তরা কভু নহি আমি
> গয়া গঙ্গা বারাণসী স্বর্গপদ স্বামী।
> সে রাঙ্গা চরণ বিনে অন্যে নহে মতি
> পতি বিনে সংসারে নারীর নাহি গতি।'

লাউসেন মাতাপিতার নিকট বিদায় লইয়া কর্পূর ও চারিপত্নীর সহিত রথারোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

শিলচর এরিয়েন প্রেসে—
শ্রীনীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত